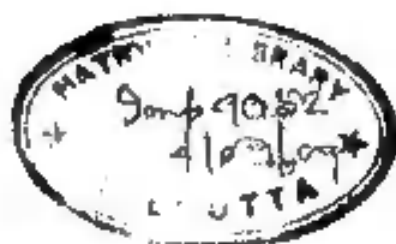


— ३१८ —



কলিকাতা, কলকাতার উইলকিন্স হেনরি প্রেস,  
জে, এন, বঙ্গ দ্বারা মুদ্রিত।



## বিব্রাহুযায়ী সূচী ।

বিবিধ সঙ্গীত	...	...	১—১০৩
মায়ার খেলা	...	...	১০৪—১৪৯
দীপ্তিকি প্রতিভা	...	...	১৫০—১৮১
সত্যের সঙ্গীত	...	...	১৮২—২০২
বাউল	...	...	২০৩—২২৬
ব্রহ্মসঙ্গীত	...	...	২২৭—৪০০

ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ମୂର୍ତ୍ତି ।

द्विविध ।

মনস্ক সাগর মাঝে	০৫	আমি চারিকে এসেছি	১৭
আকুল কেশে আসে	০৬	আমি হি	১৮
তোল আমবে ক্রাধ	১৪	আমি দাঁড়াননি	২০
এই দেখেই	০৯	আমি হি	২১
	২৭	আয় শুনে মনোহর	২২
জিহ্বা পরিত্যক্ত	১১	(অর্থাৎ) আমি গোহাল	২৩
	১০০	উত্তরে বলিন যুখ	২৪
বিশেষ	৪০	উত্তরিণী লোক	২৫
মেঘের পূর্ণতা ঘরে	২১		২৬
আমির প্রাণের পথে	৩	এখনো তারে ডোলা	২৮
আমির বন মাঝে	২৪	এত কূল	২৯
আমির চাইতে	৬৫	এবার	৩০
আমি			৩১
আমি			৩২
উ	৫১		
আমি			

ও কেন ভালবাসা	৭৫	কেন রে চান্দ ফিরে ফিরে	৭৬
ওগো এত প্রেম-আশা	৩৯	কেহ কারো মন বুঝে না	২৮
ওগো কাঙাল আবারে	৬২	কোথা ছিলি সকলি লো	৭৮
(ওগো) কে কার বাঁধনী	১২	ক্যাঁপা তুই আছিস্	৪৬
ওগো জোরা কে বাধি	৫৫	বাঁধায় পাখী ছিল	৫১
ওগো পুরবাসী আশি	৯৪	গহন কুসুম কুর মাঝে	৯৯
(ওগো) তাগাদেবী	৪৪	গহন ঘন ছাইল গগন	৫৩
ওগো শোন্ কে বাক্য	১০	চিহ্ন পিপাসিত রে	৭১
ওগো হৃদয় বদলে শিকারী	৮৩	কর কর বরিনে	৫৬
ওগো নই ওগো নই	১৩	তবু মনে রেখে	১০
ওহে স্নেহের মন গৃহে	৬৪	তবে শেষ করে পাও	৩০
ফখন বসন্ত গেহ	৯	✓তরী আবার হঠাৎ ভুবে	৪৭
কথা কোসনে বো রাই	৮৭	তুমি কোন্ কাননের তুল	১৫
কথা তাতে নিল বলিতে	৬৮	তুমি যেয়ো না এখনি	৬৫
কার হাতে বে ধরা যেন	৯৪	তুমি পবে নীরবে ক্ষণে	৭৪
কি রাগিনী বাজালে হৃদয়ে	৭৪	তুমি সন্ধ্যার যেন	৬১
কি হল আমার বুঝি বা	৪	✓তোমরা সবাই ভালো	৮২
কে ঠাঠে ডাকি	৬৪	তোমরা হাসিয়া বহিরা	৪৮
কে দিল আবার আশাক	৩৯	তোরা বলে গাঁকিস্ মাথা	৪৮
কেন ধরে রাখা	২৯	বাক্যে আরও পাহুলিমে	৯৫
কেন মধুম আপনি	৪৪	হৃদনে দেখা হল	২৯
কেন বাজাও কীকণ	১৬	যেথ ঐ কে এলেছে	৭৫

দেখে বা দেখে যা	৮০	বধূর বধূর আমি	৭৩
বীড়ি বীড়ি গোণে আবার	৭৫	যদুর শিলন	৭৯
গুরাণো পে গিলেয় কথা	২৭	মনে রয়ে গেল মনের	৭৬
পুল বনে পুল নাহি	৭১	মম ঘোবন নিকুজে	১৯
কুলে কুলে চলে চলে	৮০	যদি লো যদি	৮৮
বড় বিশ্বস্ত লাগে	৬৭	মলিন মুখে কুটুঙ্ক হাসি	৪৬
বড় বেহনার মত	২৩	মা একবার দাঁড়া পো	৭৭
বধু তোমার কর্ব ব্রাহ্ম	৯৩	যদি আসে জন্মে কেন	৮৯
বধু আসময়ে কেনবে	৪৫	যদি বারণ কর তবে	১৮
বনে এমন ফুল ফুটেছে	৮৭	যমের দুয়ারে খোলা	৯১
বল গোলাপ ঘোরে	৪	যাবিগী মা খেতে	২২
যদি ও আবার গোলাপ	২	যাহা পাও তাই লও	৪১
বসন্ত আঁওল রে	৯৫	যেতে হবে আর দেবী নাই	৮৩
যাকিবে নবি বাপী	৮৯	যে ফুল করে সেই ত	৪৩
যাকিল কাহার বীণা	৬৬	যোগিহে কে কুমি	৯০
যাশরী খাজাতে চাহি	৩১	তুমি বাওবা আসা	৬৮
বিদায় করেছ বায়ে	৩৪	তন নমিনী খোল পো	১
বিষ বীণায়বে বিশ্বজন	৫৭	তনহ তনহ বাসিকা	৯৬
বুড়ি বেলা হয়ে যায়	৮৬	সখি আবারি ছায়ে	৩৯
বেলা পেল তোমার	৫২	সখি প্রতিদিন হার	১৬
ভাল বাসিলে যদি সে	৭৬	সজনি গো শাওন গগনে	১০২
ভালযেনে সখি নিছুকে	২৫	সজনি সজনি রাখিকালো	৯৭

নাগ্না বরষ ঘেঁষিলে না	৮৪	হাথের এ কুল ও কুল	২০
সুন্দর কুদিরজন কুনি	৭৮	হেঁষেগো মন্দগান্ধী	৮৪
সে আসে বীরে	৬৩	হেঁদ্রিয়া ক্রাইল ঘন	২৬
হাসিয়ে কি কুকাণি	৪৫	হেলাফেলা সায়াবেলা	১০
হাসরে সেই ক বসন্ত	৪২		

### শাল্লার খেলা ।

আজি বার বাব	১৩৭	এস এস বসন্ত	১৪২
আজি আঁধি সুড়াল	১৪২	এসেছি গো এসেছি	১১৫
আমার পরাণ বাহা চায়	১০৮	ঐ কে আমার কিয়ে	১০৭
আমি করেও বুঝিনে	১৩৯	ওই কে গো হেসে চায়	১২৩
আমি চলে এম্ব বলে	১০৮	ওই মধুর মুখ জাগে	১৩১
আমি জেনে গুনে বিব	১১৯	ওকে বল লখি বল	১১৫
আমি ত বুকেছি সব	১৪৫	ওকে বোকা খেল মা	১২৫
আমি কলকের কথা	১২৮	ওগো যেখি আঁধি তুলে	১২৩
আর কেন আর কেন	১৪৬	ওগো সখি হেঁধি দেঁধি	১২৯
আহা আজি এ বসন্তে	১৪৪	ওগো রেখে যে লখি	১১২
এ কি স্বপ্ন একি মায়	১৪৩	কাছে আছে দেখিলে	১০৯
এক খেলা নয় খেলা নয়	১২৯	কাছে ছিলে দুরে গেলে	১৩৫
এত দিন বুঝি নাই	১৪৫	কে জাকে আমি কছু	১১৪
এ ভাঙা সুখের মাঝে	১৪৬	কেম এলিবে ভালবাসিলি	১৪৮
এরা সুখের লালি	১৪৮	চাঁদ হাস হাস	১৪৫

জীবনে আছি কি এখন	১০৬	ভাল বেলে যদি লুপ	১১২
অন্য সূত্র থাক	১০৭	কুল করেছিল কুল	১০৬
তাকে কেমনে ধরিয়ে	১০৮	মধুনিশি পূর্ণিমার	১৪০
তারে দেখাতে পারিনি	১০৯	যশুর বসন্ত এসেছে	১৪২
তুমি কে গো	১১০	যনের যত কাণে খুঁজে	১০৮
মিথল প্রজন্মী আমি ঘন	১১১	মিছে তুমি এ জগতে	১১৭
পুষ্পের মিলন টুটিবার নয়	১১২	(যেহা) কলে স্থলে কত	১০৪
তুরে গাড়ায়ে আছে	১১৩	যদি কেহ নাহি চায়	১৪৭
যেহে চেয়ে দেখে ঐ	১১৪	যেও না যেও না ফিরে	১১০
যেহা লগা ভুল করে	১১৫	যেমন ঘনিষ্ঠে বাসু ছুটেছে	১০৭
সে মো সখি দে	১১৬	সকল জগত দিয়ে	১০৯
না বুঝে কাছে তুমি	১১৭	সখা আপন মন নিয়ে	১১৮
নিমিষের তরে সরবে	১১৮	সখি নহে গেল বেলা	১১১
পথহারা তুমি পথিক	১১৯	সখি সাধ করে যাহা	১২৭
প্রত্যন্ত হইল নিশি	১২০	সখি সে গেল কোথায়	১১০
কোন-পাশে ধরা পড়েছ	১২১	সুখে আছি সুখে আছি	১২১
কোনের তাঁদ পাভা	১২২	সেই শান্তিকরন সুখন	১০৫
বিহার করেছ যারে	১২৩	সেজন কে সখি	১০৬
জালধেসে ছুঁ সেও	১২৪	সে দিমো ত মধুনিশি	১০৮

#### বাগ্মিনী-প্রতিভা ।

অহো আশ্রয় একি	১৬৪	আজকে তবে মিলে তবে	১৫২
আছে ভোবার বিজ্ঞ	১৬৫	আর না আমার সাথে	১৬৫



আয় না আয় না	১৭২	কোথা লুকাইলে	১৭৬
জারে কি এক তাবনা	১৬০	গহনে গহনে বায়ে তোরা	১৬৭
আঃ স্বাক্ষ কি দোষমাতে	১৬২	চন্ চন্ ভাই	১৬৮
আঃ বেঁচেছি এখন	১৫১	ছাড়্ ব না ভাই	১৬১
এই বেলা হবে যিগে	১৬৭	স্বীকৃতির কিছু হল না	১৭৩
এই যে হেরি গো	১৭২	ত্রিভুবন বাক্যে আমরা	১৫৪
এক ভোরে বাধা আছি	১৫২	বাম্ বাম্ কি করিবি	১৭৪
একি এ, একি এ	১৭৫	দেখ্ দেখ্ ছটো পাখী	১৭৩
একি এ মোর বন	১৫৬	দেখছে ঠাকুর	১৫৮
এ কেমন হল মন	১৫৯	নয়ি নয়ি ভারতী	১৭৫
এখন কর্ন কি বল	১৫৩	মিরে আয় কৃপাণ	১৫৮
এত রক্ত শিবেছ কোথা	১৬৩	পথ ফুটেছিল শক্তি	১৫৬
এনেছি মোরা এনেছি	১৫১	প্রাণ নিবেত সটকেছিরে	১৬৩
ঐ মেঘ করে বৃষ্টি	১৫৫	বল্য কি আর	১৭০
ফালী ফালী বদোরে	১৭৪	বাণী বীণাপাণি	১৭৮
কি মোরে বাবিলে	১৫৯	ব্যাকুল হয়ে ধনে ধনে	১৬০
কি বলিছ আশি	১৭৪	বসি ও ফাহার বাহা	১৫৭
কে এক আজি এ ঘোর	১৬৮	রাখ রাখ ফেল থু	১৭১
কেন গো আপন মনে	১৭৭	রাঙাপন পয়সুগে	১৫৭
কেমরাছা ডাকিস্ কেন	১৬৬	হাছা বহাছা কে	১৬১
কোথায় ফুটতে আছে	১৬৫	রিম্ রিম্ ঘন ঘন রে	১৬৫
কোথায় সে উদায়নী	১৭৭	প্রাণে এখার ছেড়ে	১৭৩

শেইন্ তোরা কবে শেইন্	১৫৩	সহে না সহে না কাঁখে	১৫০
শেইন্ তোরা শেইন্	১৫০	হা কি লম্বা হল আঁখির	১৫৩
সর্দার বশার হেই না	১৭০		

## জাতীয় সঙ্গীত ।

অরি ভুবন মনোমোহিনী	১২৬	এ ভারতে রাধো নিজা	১২৯
আগে চল আগে চল	১৮২	কে এসে যায় কিয়	১২০
আনন্দ ধনি কাণাও	১৮৭	কেন চেয়ে আছি গো মা	১৮৮
আখ্য বোলোনা পাছিতে	১৮৯	অমরীর বায়ে আজি শুই	১২৪
আনবা মিলেছি আজ	১৯৩	(তবু) পারিনে ম'দিতে	১৮৪
একবার তোরা মা বলিরা	১৯২	নব বৎসরে করিলাম পণ	১০০
একি অন্ধকার এ ভারত	১৮৫	হে ভারত আজি মরীন	১০৭

## বাউল ।

আজি বাংলা দেশের	২১৪	আনার্জিক দি সুখে ও	২১১
আপনি অবশ হলি	২২০	তোর আপন জনে	২১৩
আমরা পথে পথে বাংলা	২০৪	নিশিধিন তরঙ্গা রাখিস	২১০
আখান গোনার বাংলা	২০৪	শুক ধোঁধে তুই দাড়ি	২০৮
আমি ভয় করু না	২০৯	মা কি তুই পরের হাতে	২১২
এবার তোর যত্ন পাও	২১১	যদি তোর ডাক শুনে	২১২
ও আমায় বেশের ঝাট	২০৭	যদি তোর আঁখি থাকে	২১৩
ওরে তোরা নেই বা	২১৮	যে তোয়ার ছাড়ে ছাড়ুক	২১৬
যরে মুখ মলিন দেবে	২১৬	যে তোবে পাগল বলে	২১৭
ছিফি চোখেব জনে	২১৪	সার্বক জনম আমার	২০৩

ব্রহ্মসঙ্গীত ।

অঙ্কুর ময় বিকশিত	৩৯০	আদি যত অংকুর	৩৬৯
অঙ্কুরে আশি	২২৭	আজি শুভদিনে	২৩২
অমিতের আশি	২২৭	আজি শুভ শুভ প্রাতে	৩০৭
অনেক দিয়েছ নাথ	২২৮	আজি হেরি সংসার	২৫৩
অঙ্কুরে দেহ আলো	২২৮	আবার বলনী পোহাল	২৪২
অমল অমল সহজে	৩৮৬	আনন্দ তুমি স্বামী	৩৩৮
অমল পাইবা ধাক	৩৩৬	আনন্দ ব্যর্থ বহিছে	২৩৩
অমল আকাশে অগ্নি	২২৯	আনন্দ রয়েছে আশি	২৫৪
আইল আজি প্রাণসখা	২৩০	আনন্দ লোকে	২৩৪
আছ গল্পে চিত্রিত	২২০	আবার এ ব্যর্থ	৩৩২
আছে হৃৎ অংকুর	৩৩৭	আবার বিচার কুমি কর	২৫৯
আজ বুকের বসন	৩৮৯	আবার মাথা নত করে	২৭২
আজ তুমি আইল	২৩০	আবার যা আছে আশি	২৫৬
আজি এনেছে তাঁহারি	২৩২	আবার লতা বিধা	৩০৬
আজি এ ভাবত	২২৯	(আবার) হৃদয়-মুগ্ধতীরে	২৩৮
আজি কোন্ ধম হতে	৩০৮	আবারে কর আশি	৩৩৯
(আজি) প্রথমি তোমারে	৩০৮	আবারেও কর আশি	২৩৬
আজি বহিছে বসন	২৩২	আবার হৃদয় বিলে	২৩৭
আজি মন প্রিয়	২৮৬	আজি কি বলে করিব	৩০০
আজি মন চাই	৩০৭	আজি কেমন করিব	৩৩৯

আমি ভেসে উঠে শুই	৩৫৯	কাঁচা কচি একায়ে	২৪৮
আমি হীন অতি হীন	২৪৭	কি কুন্সি ধোহেয়	২৪৯
আমি বহু বসনার	৩৮৮	কি শুভ অকল ধামে	২৪০
আমি সন্দারে বনু (কীর্তন) ৩১০		কি সুর বাজে আবার	৩৭১
আমি কত দুঃখে আছে	৩০৪	কে জানিত তুমি (কীর্তন) ৩১৪	
ইচ্ছা হবে হবে লইয়ো	৩১১	কেন জাগেনা জাগেনা	২৪০
উঠি চল সুদিন আইল	৩১২	কেন বাণী তব	২৪১
(একি) জাণেও পূর্ণপ্রাণ	২৪২	কে বসিলে আছি	৩১৩
একি এ ক্ষুধার শোভা	২৪১	কেমনে ফিরিয়া যাও	২৪২
একি সুগন্ধ হিরোণ	২৪২	কেমনে রাধিবি তোরা	৩১৩
এখনো জীবার রংগে	২৪৩	কেহে শুই ডাকিলে	২৪২
এত অসম-ধনি	২৪৩	কোথা আছ প্রভু	২৪৩
এ পদবাসে গুণে কে	২৪৪	গভীর রজনী নামিকা	৩৪২
এবার বুকেছি অথা	২৪৫	গম্ব ময় হরেন্দ্র প্রভু	৩৪২
এ মোহ-আবরণ	২৪৪	গাও নীণা বীণা গাওরে	২৪৪
এস হে গৃহ-দেবতা	২৪৫	ঘাটে বসে আছি	৩৫৩
এসেছে সকলে ঐত	২৪৬	চরণ-ধনি শুনি তব	৩৮২
ঐ গোহাইল ভিঘির	২৪৬	চলেছে তরঙ্গী	২৪৫
ঐ শুঠরে বিকশে	২৪৭	চাহিনা সুখে থাকিতে	২৪৬
ওহে জীবন-বরুণ	২৪৭	চিরদিবস নব যাপ্তরী	২৪৭
ওহে জীবন-বরুণ (কীর্তন) ৩১২		চিরবন্ধু চির মিত্র	২৪৭
কত অজানারে জামাইলে	৩২২	চিরলখা ছেঁড় না ধোয়ে	৩১৭

অগতে তুমি হাওয়া	২৪৮	তুমি বস বস হে	২৪৫
অগতের পুরোহিত	৩৯৩	তুমি বল তুমি নাথ	২৪৫
অন্য রাক্ষ সাধেবদ	২৫৮	তুমি হে আমারে চাও	৩৭০
অগিতে হাও হে	২৪৮	তুমি হে প্রেমের রাক্ষ	৩২৬
অগ্ৰেষ্ঠ বিশ্ব কোলাহল	২৫২	তোমার অনীয়ে	৩৪৬
অমি হে ববে প্রত্যত	৩১৭	তোমার কথ্য হেবা	২৬২
অীরনে আনাধ বত	৩৭৬	তোমার হেবা পাব	২৭০
অাক মোরে আনি	৩৪৪	তোমার পতাকা বারে	৩৪৫
অাকি তোমারে কাতরে	৩৭৪	তোমারি ইচ্ছা হৌক	২৪৮
অাকিছ কে তুমি	২৫২	তোমারি গেহে পাগিছ	৩২০
অাকিছ তুমি আগিছ	২৬০	তোমারি নামে নমন	৩২০
অাকি অমৃত পাণ্যে	২৬০	তোমারি মধুর রূপে	২৭০
অেকেছেন প্রিয়তম	২৬১	তোমারি রাগিণী	৩২২
অব প্রেম দুখারপে	২৬২	তোমারি সেবক কহ	৩২১
অবে কি কিরিব	২৬১	তোমারে জানিনে হে	২৭২
অব তার হরি	২৬২	তোমারেই করিয়াছি	২৬৩
অবরে আনন্দবাণী	৩৪১	তোমারেই প্রাণের আশা	২৬৩
অবহার প্রেম কে	২৬৩	তোমার খতনে রাখিব	২৬৭
অমি আপনি জাগাও	২৬৩	তোমা লাগি নাথ	২৬৭
অমি কাছে মাই (কীর্তন)	৩১৮	মাও হে রহস তরে	২২৮
অমি কি পো পিতা	২৬৩	দাঁড়াও আমার আশ্রিত	৩৬৮
অমি ছেড়ে দিগে	২৬৪	হিন ত চলি গেল	২২৮

দিন হুজাশ হে সংসারী	৩৬৯	মিত্য নত্য চিন্তন	৩২৩
দিন যায় যে দিন যায়	৩২৩	নিবিড় অন্তরতর	৫৭৪
দিখানিশি করিয়া বসন	২৭৩	নিবিড় বন আঁখারে	৩৪৯
দীর্ঘ জীবন নহ	২৭১	নিশিদিন চাহরে	২৮১
চুই কুম্বের নদী	৩০৪	নিশীথ পরনে তেবে রাখি	৩৭৮
হৃথ দিগেছ দিগেছ	২৭৩	নৃতন প্রাণ দাও	৬৮২
হৃথ দূর করিলে	২৭৫	পাদপ্রান্তে রাধ সেহকে	২৮১
হৃথেরাতে হে নাথ	৩৪৮	পাহ এখন কেন	৩৫০
হৃথের কথ্য তোমায়	২৭৫	শিকার ছুড়ারে	২৮২
হৃথের বেশ এসেছ	৩৮৭	শিলায়া হায় রাহি	৩২৩
হৃথনে বেবায় মিতিছে	৩২৮	পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মন	২৮৫
হুটি প্রাণ এক ঠাই	৩২৫	পেরেছি অতর নহ	২৮৪
হুয়ারে গাও মোরে	৩৪৭	পেরেছি সন্ধান তব	২৮৪
হুয়ারে বসে আছি	২৭৬	প্রচণ্ড গর্জনে আসিল	৩৮৬
দেখ্ চরে দেখ্ তোরা	২৭৭	প্রতিদিন আমি হে	৩২৫
দেবাধিদেব মহাদেব	২৭৭	প্রতিদিন তব গাথা	৩২৪
নব আনন্দে জাগো	২৮০	প্রভাতে বিমল আনন্দে	২৮৫
নব নব পল্লব রাঙ্গি	৩৭৫	প্রভু পেলেছি অনেক	৩২৪
নহন তোমারে পার না	২৭৮	প্রেমানেন্দে রাধ পূর্ণ	৩০৬
নাথ হে প্রেম-পথে	২৮০	কিরো না কিরো না আজি	২৮৬
দিকটে দেখিব তোমারে	২৮০	গড় আশা করে	২৯৩
নিজ্য নব নৃত্য তব	২৭৯	বরিষ বস্ত্র খায়ে	২৯১

অঙ্গ দাঁও ঘোরে	৩৫৮	মহাবিশ্বে মহাকাশে	২৮৭
বর্ষ পেল বুঝা পেল	২৯২	মহাবিশ্বে মহাকাশে	৩২৯
বলে আছি হে তবে	২৯২	মহা সিংহাসনে বসি	১৮৭
বহে নিরন্তর অনন্ত	৩২৭	যাকে যাকে তব দেখা	২৮৮
বাজাও কুহি কবি	৩৫৮	যাকে যাকে তব (কীৰ্ত্তন)	৩৩০
বাগী তব ধার অনন্ত	৩২৭	মিটল সব জুঝা	২৮৯
বিপথে ঘোরে রুদ্ধা কর	৩৮২	বোরা মতোয় পরে ঘন	৩৫১
বিপুল তরঙ্গরে	৩৮৩	ঘোরে ডাকি করে ছাও	৩৫৬
বিমল আনন্দে আনন্দ	৩৮৫	ঘোরে ঘোরে ঘোরে	৩৭৬
বীণা বাজাও হে	৩৮৭	যদি এ আয়ার জুহু	৩৫৫
বৈগেছ প্রেমের পাশে	২৯৪	যাওয়ে অনন্তধামে	৪০০
ভক্ত চতুর্বিংশ	৩২৮	যাদের চাহিয়া জোবারে	২৯০
ভব কোলাহল ছাড়িয়ে	৩৮৭	যারা কাছে আছে	৩৮৪
ভরা হাতে তব অন্তর	৩২৮	যে কেহ মোরে ঘিরেছে	৩৬৪
ভর হস্ত পাছে তব	২৮৬	যে তরঙ্গখানি ভাঙ্গানে	৫২৯
চুপে চাইতে চুপদ্বন্দ্বী	৩২৯	রক্ষা কর হে	৩৩০
কৃষ্ণনেত্র হে	৩৭৩	সহ সহ তুলি সহ	৩৩২
মন ছুঁই নাথ সবে করে	৩৬৩	শক্তিকল্প ঘের তাঁর	৩৭৭
মমোমোহন গহন	৩৫১	পাছে হয়ে মন চিত্ত	৩৫৮
মন্দিরে মন কে আসিগ	৩৫০	শান্তি কর ব্যয়ক	৩৫৯
মন অমনে বাগী	৩৮১	ওনেছে জোয়ার নদ	২৯৪
মহানন্দে ঘের গো	৩৩০	শুভদিনে এসেছে দৌছে	২৯৫

শুভদিনে শুভক্ষেপে	৩২৬	সংসারেতে চাতিধার	৩০০
কল্প আসনে বিরাজ	২৯৪	মুখহীন শিশুদিন	৩৪৩
শুভ গ্রাম কাঁদে সখা	২৯৩	সুখে থাক আর সুখী	৩২৭
শুভ হাতে দিদি দে	৩৬০	সুন্দর হয়ে আনন্দ	৩৩৪
শোন তাঁর সুধাবাণী	২৯৪	দপন বদি কাকিলে	৩৬৩
স্বাস্থ্য কেন এতে পাত	২৯৭	স্বামী তুমি এস আম	৩০১
সকল গর্জ সুব কনি	৩৭২	হরণে কাণে। আজি	৩৬৪
সকাতবে এই কীম্বদন্তে	২৯৩	হার কে দিবে আর	৩০২
সখা বোনের বেঁচে রাধ	২৯৯	তে সব তাঁরে মেধ	৩০৩
সত্যমঙ্গল প্রেমস্ব	৩০২	কে যত্ন প্রবল বর্ষা	১০৪
সলা থাক আমলে	১০৩	হেঁয়ি সব বিয়ল ভুখ	৩১৪
সফল করছে ঐক্য	৩৬০	তে সখা যব জন্মে	৩৩৬
সবার যাঁহায়ে তোমাথে	৩৬৬	লগ্ন-নক্ষত্র খনে	৩০২
সংসার তিমির মাঝে	২৯৯	জন্ম-বাসনা পূর্ণ	৩৩৪
সংসার হবে ঘন কেড়ে	২৬১	অসম বেদনা বহিরা	৩০৩
সংসারে কোমল ভর	৩৮১	জন্ম-শ্রী দ্বিগুণনে	৩৩৪
সংসারে তুমি গাথিলে	২৬২	জন্ম-শ্রী দ্বিগুণনে	৩৩৬





ললিত — একতারা ।

তুমি বলিছ, খোল গো আঁখি,  
যুব এখনো ভাঙিল ■ কি ?  
কেন, তোমারি ছুরার পরে,  
নখি, এসেছে তোমারি নখি ।  
তুমি প্রভাতের নাখা বোর,  
কেন, তেঙেছে যুগের বোর,  
কেন, অগ্ন ঘেবেছে মরম বেগিয়া  
নুতন আঁখন লভি ।  
তবে, তুমি কি ছপনি জানিবে না কেন,  
আঁখি যে তোমারি কহি ।  
তুমি আঁখার কবিতা তবে,  
আঁখি পাখির নীরব হবে,  
তবে, মন আঁখনের পদ ।  
একাত নীরব, প্রভাত নীরব,

এতাত্ত বিহগ, এতাত্ত নিশিত,  
সব্বদে তারা সকলে মিলিয়া  
নিশাথে বহু তান ।

ভবে, নিশিগে হু'বাদি নাজি,  
নজি, লোহিত মলমে নাজি,  
সেখ, বিবদ সরসী আরসির পরে  
অপরূপ রূপ রাশি ।

ভবে, থেকে থেকে বীরে হুইয়া পড়িয়া,  
নিজ হু'জায়া আবেত ছেরিয়া,  
ললিত অধরে উঠিবে কুটিয়া  
পরমের কুহু হাসি ।

ভস মলিনী, খোল গো ঝাঁঝি,  
হু' এখানে তাজিল না কি ?  
নজি, পাহিছে ভোনাগি রবি  
আজি তোয়ারি হুয়ারে আসি ।

বেহাগ—একতাল।

বসি ও আমার খোলাপ বালা,  
তোল হু'বাদি, তোল হু'বাদি,  
কুহু-কুহু কর আলা ।

বসি,      কিসের সরস এত ।  
 সখি,      কিসের সরস এত ।  
 সখি,      পাতায় বাঁধারে লুফারে হুঁধানি  
             কিসের সরস এত ।  
 ছের,      বুঝারে পড়েছে ধরা,  
 ছের,      বুঝার চক্রে তাঁরা,  
 প্রিয়ে,      বুঝার দিক্‌বালারা,  
 প্রিয়ে,      বুঝার অগৎ যত ।  
 সখি,      বলিতে যনের কথা,  
 বল,      এমন সবর কোথা ।  
 প্রিয়ে,      তোল হুঁধানি আছে গো অঁধার  
             প্রাণের কথা বক্ত ।  
 আমি      এমন সুধীর স্বরে,  
 সখি,      অঁহিয তোমার কানে,  
 প্রিয়ে,      স্বপনের যত সে কথা আনিছে  
             গনিবে তোমার প্রাণে ।  
 তবে,      হুঁধানি জুলিয়া চাপ্ত,  
 হুঁধারে      হুঁধানি জুলিয়া চাপ্ত ।

### শিশু—খেঁচুটা ।

বল, গোলাপ, কোরে বল, তুই কুটিবি সখি কবে ?  
 কুল ফুটেছে চাবি পাশ, চাঁদ হাসিছে সুবা হাস.  
 বারু কেনিছে দুই বাস, পাখী পাইছে মধুরবে,  
 তুই কুটিবি সখি, কবে ?  
 এগেতে পড়েছে শিশির-কণা, সীল বহিছে মধিমা বাস,  
 কাছে কুলবালা সারি সারি,  
 হুয়ে পাতার অড়োনে গীর্জার ডারা, হু'খামি দেখিতে চার ।  
 বারু দুই হাতে আসিমাছে—মত সময় ফিরিছে কাছে,  
 কচি কিশকরগুলি, রয়েছে নয়ন তুলি, তুই কুটিবি সখি কবে ?

### মিষ্টাসিক্ত—একতানা ।

কি হল আমার ! বুঝি বা লজনি,  
 হৃদয় ব্যরিয়েছি ।  
 একতাত-কিরণে সকাল বেলাতে,  
 মন মরে সখি গেছিত্ত বেলাতে,  
 মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,  
 মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,  
 মন-মূল মলি চলি বেড়াইতে,

সহসা সজনি, চেতন পাইয়া,  
 সহসা সজনি, সেধিছ চাহিয়া,  
 রাশি রাশি তাড়া হৃদয় বাঁকায়ে  
 হৃদয় হারিয়েছি !  
 পথের বাঁকেতে, বেলাতে বেলাতে,  
 হৃদয় হারিয়েছি !  
 যদি কেহ, লখি, বলিয়া যায় !  
 তার পর দিয়া চলিয়া যায় !  
 কতকালে গড়িবে, ছিঁড়িয়া পড়িবে,  
 দলঙলি তার করিয়া পড়িবে,  
 যদি কেহ, লখি, বলিয়া যায় !  
 আবার কুসুম-কোষল হৃদয়,  
 হৃদয়ে সবেহনি রবির কর,  
 আবার বনেদ কানিমৌ-পাপড়ি,  
 সবেহনি প্রবর চরণ-ডল !  
 চিরদিন লখি, বাঁধাসে খেলিত,  
 ছোছনা আলোকে নয়ন মেলিত,  
 সুখা পরিমলে অথর ভরিয়া,  
 লোহিত রেণুর সিঁদুর পরিয়া,  
 অথরে ডাকিত, হাসিতে হাসিতে,

কাছে এসে তারে দিত না বসিতে,  
নহনা আছি সে ক্ষণ আমার  
কোথায় হারিয়েছি !

### বেহাগ—আড়ম্বলম্বল ।

আমায়      প্রাণের পরে চলে গেল কে,  
কলঙ্কের      বাতায় টুকুর দড় !  
নে যে      ছুঁয়ে গেল ছুঁয়ে গেল রে,  
            ফুল      ফুলিয়ে গেল শত শত !  
লে      চলে গেল, বলে গেল না,  
লে      কোথায় গেল, ফিরে এল না,  
লে      যেতে যেতে চেয়ে গেল,  
            কি বেন গেয়ে গেল,  
তাই      আপন মনে বলে আছি  
            কুসুম বনেতে ।  
লে      চেউয়েছ নত ফেনে গেছে,  
            চাঁদের আলোর ফেনে গেছে,  
            দোখের দিগে ফেনে গেছে,  
            হালি তার রেখে গেছে যে,

মনে হল আঁধার কোণে,  
 আবার বেন ভেঁকে গেছে সে ।  
 আনি কোণার বাব, কোণার বাব,  
 ভাবতেছি তাই একলা বসে ।  
 সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল,  
 দুয়ের ঘোর !  
 সে ঐশ্বরের কোণা ছলিয়ে গেল  
 কুলের ভোর ।  
 সে কুলের বনের উপর দিয়ে  
 কি কথা যে বলে গেল,  
 কুলের পদ পাগল হয়ে  
 লবে তারি চলে গেল ।  
 হৃদয় আমার আবুল হল,  
 নরন আবার দুখে এল,  
 কোণা দিয়ে কোণায় গেল সে !

স্বাস্থ্য—একতালা ।

৩৫ কানালার কাছে বসে আছে  
 করুণলে রাধি মাধা ।

তার কোলে কুল পড়ে রয়েছে  
 সে যে ছুঁলে গেছে যারা নীধা ।  
 শুধু কুল কুল আর বহে যায়,  
 তার কানে কানে কি যে করে যায়,  
 তাই আঁধ' শুয়ে আঁধ' বসিয়ে  
 সে যে ডাবিতেছে কত কথা ।  
 মধুর স্বপন ভেসে ভেসে  
 চোখে এসে বেল লাগিছে,  
 ঘুমঘোরবয়স যুগের আবেশ  
 প্রাণের কোথায় লাগিছে ।  
 চোখের উপরে যেই ভেসে যায়,  
 উড়ে উড়ে যায় পানী,  
 শত্রাঘিন ব'রে বকুলের কুল  
 ক'রে পড়ে থাকি থাকি !  
 মধুর আলস, মধুর আবেশ,  
 মধুর যুগের হাসিটি,  
 মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে  
 লাগিছে মধুর বাঁশিটি !



## সিদ্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গাম !  
কখন বহুল-বুল ছেমেছিল কবা হুল,  
কখন বে হুল-ফোটা হয়ে গেল অবশাম !  
কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গাম !

এবার বলছে কি রে খুঁবীগুলি আগেসি রে !  
অলিহুল গুজরিয়া করে নি কি মসুণাম !  
এবার কি সখীয়াণ, আঁকার নি হুলবন,  
নাড়া দিতে গেল না ত, চলে গেল দ্বিরমাণ !  
কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গাম !

বতগুলি গাধী ছিল, পেয়ে বুকি চলে গেল,  
সখীয়াণে মিলে গেল বনের বিলাপ তান !  
ভেঙেছে কুলেগ যেনা, চলে গেছে ছানি খেলা,  
এতক্ষণে সকেবেলা জাণিয়া চাহিল গ্রাণ !  
কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গাম !

কসন্তের শেষ রাতে, এসেছি রে খুল হাণ্ড,  
এবার গাঁথিনি মান, কি তোমারে করি দান !

কাঁদছে নীরব বাঁশি, অথরে বিলাস হাসি,  
তোমার নয়নে ভাসে ছল ছল অকিমান ।  
এখান বসন্ত সেল, হল না হল না গান ।

বেহাগ—আড়থেরুট ।

ওগো শোন কে বাজায় ।

কন-কুন্দের বাজায় গন্ধ বাঁশির তানে কিশোর ।  
অথর ছুঁয়ে বাঁশি বাঁশি, চুরি করে হাসি বাঁশি,  
বধুর হাসি মধুর পানে প্রাণের পানে ভেসে যায় ।

ওগো শোন কে বাজায় ।

কুঞ্জবনের তরুণ বুকি বাঁশির মাঝে স্তব্ধে,  
বকুল গুলি আকুল হয়ে বাঁশির পানে ছুঁয়ে ।  
কদমার কলতান, কানে আসে, কানে প্রাণ,  
আকাশে ঐ বধুর বিধু কাঁধের পানে হেলে চায় ।

ওগো শোন কে বাজায় ।

মিঞাপিনু—আড়থেরুট ।

হেলাকেলা পারাযেলা এ কি খেলা আশম নখে !  
এই বাতাসে কুলের বাসে সুখখামি কার পড়ে কনে ।  
বাঁশির কাছে বেড়ায় তালি, কে জানে দো কাঁধের বাঁশি ।



কোন্ অপনের ঘেনে, আছে এলোকেশে,  
কোন্ ছায়াময়ী অমৃতায় !  
আমি কোন্ উপবনে, বিরহ বেদনে  
আবারি কারণে কেঁদে বার !  
আমি যদি গাঁধি নাম, অধির পরাণ,  
সে পান ওষাণ করে আর ।  
আমি যদি গাঁধি মালা, লয়ে চুপ ডালা,  
কাহারে পরায় কুলহায় !  
আমি আবার এ প্রাণ, যদি করি মান,  
দিক প্রাণ তবে কায় পায় !  
সদা ভর হর মনে, পাছে অবতনে,  
মনে মনে কেহ বাগ্য পায় !

কাল্যাণ্ডা ।

( ৩ পো ) কে যায় ষাঁড়ী বাজারে !  
আবার মরে কেহ নাই বে !  
ভারে মনে পড়ে, বারে চাই বে !  
ভার আকুল পরাণ, বিরহের নাম,  
বাঁশি বুঝি গেল জানারে !

আমি      আবার কথা ত্যজে, জানাব কি করে,  
 ঐশ কাদে নোহি তাই বে ।  
 কুন্ডলের বালা গাঁধা হল না,  
 গুলিতে পড়ে স্তব্ধ রে,  
 নিশি হল তোর, রক্তসীরা টান  
 বলিল মুখ গুলায় রে ।  
 শায়া বিভাবরী, কার পূজা করি,  
 বৌবদ-ভালা পাকারে,  
 ঐশিগরে হায়ে, ঐশি নিরে হায়ে,  
 আমি কেন থাকি ছায়ে রে !

বিভান ।

ওলো নই, ওলো নই ।

আমার ইচ্ছা করে তোদের মত মনের কথা কই ।  
 ছড়িয়ে বিয়ে পা ছাণি, কোণে বসে কানাকানি,  
 কতু হেনে, কতু কেনে, চেয়ে বসে বই ।

ওলো নই, ওলো নই ।

তোদের কাছে মনের কথা, আবার কাছে কই ।  
 আমি কি বলিব—কার কথা, কোন্ মুখ, কোন্ বাবা,  
 নাই কথা, তবু শাশ নত কথা কই !

ভলো নই, শুণো নই !

তোমের এত কি, বলিবার আছে, ভেবে অবাক্ হই !

আমি একা বসি সন্ধ্যা হলে, আপনি তাসি নরনরলে,

কারণ কেহ তবাইলে নীরব হয়ে রই !

মিত্রা ইমন—কাণ্ড্যালি :

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাণি শুনেছি,

বন গ্রাণ যাহা ছিল গিরে ফেনেছি ।

শুনেছি মুরতি ভালো, তারে না যেখাই ভালো,

নখি বল, আমি জল আনিতে যখনায় যাব কি ।

জুগু স্বপনে এসেছিল সে, ময়ম কোণে হেনেছিল সে,

সে অবধি, নই, কয়ে কয়ে নই, আঁখি মেজিতে

ভেবে সারা হই ।

কানন-পথে যে খুসি সে যায়, কবচতলে যে খুসি সে চায়,

নখি বল, আমি আঁখি তুলে দাহো পানে চাহ কি ।

সিন্ধু—খেয়টো ।

আজ আনন্দে ক্রাম গোকুলে কিরে ।

আঘাত বাধবে বাণি যখনাতীরে ।

আমরা কি ক'ব ? কি বেশ ধ'ব ? কি মালা প'ব ?

বাঁহন কি ব'হন হবে ? কি তারে বলব ? কথা কি রবে যাও ?

তু তু তার স্থপাদে চেয়ে চেয়ে বাঁকায়ে  
ভালু নহল মীয়ে !

মিঞে বারোঁরী—আড়খেমটা ।

তুমি কোন্ কাননের কুল,  
তুমি কোন্ পদনের ডারা !  
তোবার কোথায় দেখেছি  
যেন কোন স্থপদের পাঁরা !  
কবে তুমি পেয়েছিলে,  
আঁখির পানে চেয়েছিলে,  
ভূমে গিরেছি !

তু যনের ব্যব্য জেগে আছে,  
ঐ নয়নের ডারা !

তুমি কণা কোরো না,  
তুমি তেরে চলে যাক !

এই টানের আন্দোলে  
তুমি হেসে গলে যাক !

আমি জ্বরের ঘোরে টানের পানে  
তেরে থাকি দূর গ্রামে,

তোমার আঁখির নতন ছুঁটি তার;  
চালুক কিরণ-বাণী ।

আলোয়া ।

সখি, প্রতিদিন হায়, এসে কিবে ঘায় কে !  
তারে আমার মাথার একটি কুসুম হে !  
যদি শুধায় কে মিল, কোন্ কুল-কাননে,  
তোয় শপথ, আমার নামটি বলিও নে !  
সখি, প্রতিদিন হায়, এসে কিবে ঘায় কে !

সখি, তরুর তলায়, বসে পে খুলাই বে !  
সেখা বকুলমালার আশ্রয় বিছায়ে হে !  
সে যে করুণা জাগায় নকরুণ নয়নে !  
কেন, কি বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে !  
সখি, প্রতিদিন হায়, এসে কিবে যায় কে !

সিঁকু—তৈরবী ।

কেন বাঁধাও কাঁকণ বনবন, গভ  
ছল তারে ।



ও গো। কয়ে কিয়ে চল, কদক কলসে  
 জল ভরে' !  
 কেম। কলে ঢেউ তুলি, ছলকি ছলকি  
 করা দেখা !  
 কেন। চাহ ঝপে-ঝপে, চকিত নয়নে  
 কান্ন ভরে,  
 কত ছল ভরে !

ভের। কদমা-বেলায় কান্দে হেলায়  
 গেল বেলা।  
 রট। হাসিভরা ডেউ। কত কানাকানি  
 কলসরে,  
 কত ছল ভরে ।  
 ভের। নদী-পরপারে গগন কিনারে  
 মেঘ-বেলা,  
 তারা। হাসিরা হাসিরা চাহিছে ভোমারি  
 দুখ পয়ে  
 কত ছল ভরে !

## ছায়াশ্রুতি ।

যদি	স্বপ্ন কর, তবে স্বপ্ন মা ।
যদি	স্বপ্ন লাগে, যুগে চাওয়া মা ।
যদি	বিরহে যাজ্ঞা গাঁথা, সহসা পায় স্বাধা, তোমার ফুলবনে স্বপ্ন মা ।
যদি	স্বপ্ন কর, তবে স্বপ্ন মা ।
যদি	যদিও যেমে যাও পথমাঝে ।
আমি	চমকি চলে যাব আন কাজে ।
যদি	তোমার নদীকূলে, ভুলিয়া চেউ ফুলে, আমার তরীখানি স্বপ্ন মা ।



আগ অকুল কুল-মাকে,  
 আগ বৃহৎশিশু লাকে,  
 যদ্ব কদম-পরম মাঝে,  
 গুন মধুর মুরলী বাকে  
 বদ অক্সরে থাকি থাকি—  
 “পথি, মাগো মাগো !”

### কাল্যাণত্ৰা ।

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা,  
 জব্ব নব প্রভাতের নবীন শিশির-চালা ।  
 সরসে কঙ্কিত কত না গোলাপ,  
 কত না পরবী করবী,  
 কত না কুন্দম কুটেছে তোহার  
 মালক করি আলা ।  
 আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা ।

দমন পরত শীতল সবীর  
 বহিছে তোহারি কেশে,  
 কিশোর অরুণ-কিরণ, তোহার  
 অধরে পড়েছে এসে ।

অকল হতে বনপথে ফুল,  
বেতেছে পঙ্কিরা কবিতা,  
অনেক কুম্ব অনেক শেকাশি  
ভয়েছে তোমার ডালা ।  
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখামি মালা ।

কান্নাড়া ।

আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে, ওগো  
পরাণ-প্রিয় !  
কোথা হতে ভেসে কুলে লেগেছে চরণ-মূলে  
ভুখে বেধিরো ।  
এ নহে গো ভূদল, ভেসে-আসে ফুলফল,  
এ বে ব্যাধান্তরা বন বলে রাধিরো ।  
কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে ।  
কে আসে কাহার পাশে কিশোর টানে ।  
রাখ যদি ভালবেসে, চিরশ্রোণ পাঠিয়ে দে,  
কেলে যদি যাও তবে বাঁচিলে কি ও ?  
আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে, ওগো  
পরাণ-প্রিয় !

### ভৈরবী ।

সাহিনী ■ কেতে জাঙ্গালে ধা ফেম,

বেলা হুহু যদি লাঞ্জে ।

সরসে অঙ্কিত চরণে কেমনে

চলিব পদেবর সাজে !

আলোক-পরশে সরসে সরিয়া,

হেতু গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,

কোন মতে আছে পরাণ ঝরিয়া,

সাহিনী শিখিল সাজে ।

মিথিরা বাঁচিল শিশার ঐশীপ

উবার আতাল জাগি ;

রক্তনীর নদী পগনের কোণে

লুকায় খরণ মাগি !

পাখী ডাকি বলে—দেব বিজ্ঞাবরী,—

বু চলে বলে লইয়া পানবরী,

আমি এ আকুল কবরী আবরি

তেমনে বাইব কাজে !

### কীর্তনের স্তব ।

বড় বেহনীর যন্ত বেয়েছে তুমি যে আশার প্রাণে ।  
 যম যে ভেদন করে মনে যশে তাই। যমই আসে ।  
 তেমনারে যথারে করে',      'আছি নিশিদিন বরে',  
                  'চেয়ে থাকি আঁখি ভরে' বুকের পাশে ।  
 বড় আশা বড় জুবা বড় আকিঞ্চন, জেদারি লাগি ।  
 বড় হুণে বড় হুণে বড় অল্পরাসে রয়েছি লাগি ।  
 এ অন্নের যন্ত আশ,                      হয়ে গেছে যা হবার,  
                  ভেলে গেছে যম প্রাণ মরণটানে ।

### বিভাস ।

দরয়ের একুল ওকুল দুকুল ভেলে যায়, যায় সজনি !  
                  উললে নহন-বারি !  
 যে দিকে চেয়ে দেখি ও গো লগি,  
                  কিছু আর চিনিতে না পারি ।  
 পরাণে পড়িয়াছে টান,                      ভরা নদীতে আসে বাধ,  
 আলিকে কি ঘোর তুফান সজনি গো,  
                  বাধ আর বাধিতে নারি !

কেন এখন হল গো আমার এই সব যৌবনে !

সহসা কি বহিল কোথাকার কোন্ শব্দনে !

স্বপ্নর আগনি উদান, অদর্শে তিসের হুতাশ।

জানি না কি বাসনা কি বেদনা গো।

আশনা কেনে মিথ্যায় ।

### মিথ্র—মুক্তান ।

আমার মন বানে না ( দিনবন্ধনী ) !

আমি কি কথা করিয়া, এ তহু করিয়া, পুষক রাখিতে নারি !

ওগো কি আশিরা মনে, এ হুটি নয়নে, উধলে নয়নবারি ।

( ওগো সজনি ! )

সে স্তবাবচন, সে সুখ-পরাণ, অঙ্গে বাতিছে বাণি ।

( তাই ) শুনিয়া জনিয়া আগনার মনে সঙ্গ কর উদাসী ।

কেন না আমি !

( ওগো ) বাতাসে কি কথা ভেসে চলে আসে, আকাশে কি

বুঝ লাগে !

( ওগো ) বন বর্ষার, নদী নির্ভরে, কি মধুর সুর লাগে !

হুলের গন্ধ বজুর মত অদ্যারে বরিছে পলে,

আমি এ অঞ্চা এ ব্যাধা, সুখ-ব্যাকুলতা, কাহার চরণ-তলে

লিখ নিছমি ?



## কীৰ্ত্তনের স্তব ।

কালবেশে শনি, দ্বিকৃত্তে বজ্র  
 আমার নাইটি শিখিয়ে—তোমার  
 বশে বশিয়ে !  
 আমার পরশে বে পান বাজিয়ে,  
 তাহারি তালটি শিখিয়ে—তোমার  
 চরণ-যজ্ঞিয়ে !  
 ধরিয়া রাখিয়ে লোহণে আমারে  
 আমার ছত্র পাখীটি—তোমার  
 প্রাসাদ-প্রাসাদে !  
 মনে কতে সখি, বাধিয়ে রাখিয়ে  
 আমার হাতের রাখীটি—তোমার  
 কক্ষ-কক্ষণে !  
 আমার লতার একটি শুকুল  
 তুলিয়া তুলিয়া রাখিয়ে—তোমার  
 অলক-বন্দনে !  
 আমার স্রবণ-শুভ-সিন্ধু  
 একটি বিন্দু রাখিয়ে—তোমার  
 ললাটে-চন্দনে !

আবার মনের ঝোঁঘের সাধুরী  
মাথিয়া রাখিয়া দিলো গো—তোমার  
অক্ষ-সৌরভে !

আবার অকুল জীবন যরণ  
টুটিয়া নুটিয়া নিয়ো গো—তোমারে  
অকুল পৌরবে ।

মল্লার ।

হেরিয়া প্রায়ল ঘন জীল স্বপনে,  
সজল কাঙ্ক্ষা জীব পড়িল মনে ।

অগর ককণায়াধা,  
মিনতি-বেদনা-আঁকা,  
মীথবে চাহিয়া থাক  
বিদায়-থলে ।

হেরিয়া প্রায়ল ঘন জীল স্বপনে :  
বর বর করে জল বিছুলি হানে,  
পবন আঁকিছে বনে পাগল গানে ।

আমায় পরাণ-পুটে  
কোম্বুখামে ব্যাথা কুটে,  
কাত কথা বেজে উঠে  
ওদয় কোণে !  
হেরিয়া ক্রান্তল ঘন সীল গগনে ।

মিশ্র—খেয়ট। ।

সুসাগো সে দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় !  
(ও সেই) চোখের দেখা, এগের কথা সে কি তোলা যায় ।  
(আর) আগেরকিবার আর যে সখা, এগের রাখে আর,  
(যেগে) শূণ্যের দুধের কথা কব, এগে জুড়াবে তার ।  
(বোয়) ভোরের বেলায় জল ভুগেছি, হলেছি বোলার,  
বাড়িয়ে ঝালি পান পেয়েছি, বকুলের তলায় ।  
যাকৈ হল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়—  
(আদায়) দেখা যদি হল সখা, এগেব যাকৈ আর ।

ভৈরবী—স্তোত্র। ।

আমি      যে নরকী বায় ফিরাইব তার কেমনে !  
কেন      নরনের জল করিছে বিকল নদনে !

এ বেশ ভূষণ লহ সখি লহ,  
এ কুসুমবালা হয়েছে অসহ,  
এমন ঘানিনী কাটির, বিদ্রহ শরমে !

আদি      কৃধা অতিসারে এ যুনা-পারে এসেছি !  
বহি'      কৃধা মনো-আশা এক ভালকান্না বেলেছি !  
                 শেবে নিশিশেবে বদন শশিন,  
                 ক্রান্ত চরণ, যন উদাসীন,  
                 ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন ভবনে !

ভগ্নো      তোলা ভাল তবে, ঐদিয়া কি হবে মিছে আর !  
বহি      যেতে হল হার, প্রাণ কেন চার পিছে আর !  
                 কুজুগারে অবোধের মত,  
                 রক্তমী-প্রভাতে বসে রব কত !  
                 এবারের মত বসন্ত-গত জীবনে !

### সিদ্ধু কাফি—আড়াঠেকা ।

কেহ কারো মন বুকে না, কাছে এসে সরে যায়,  
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের কলে মরে যায় !  
বাফাস বধন কেঁদে গেল, প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল মা,  
নাথের বেলায় একাকিনী কেন রে ফুল ধরে যায় ।

দূতের খানে চেয়ে বৈশ, আঁখিতে দিলোও আঁখি,  
 মগুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখ মা ঢাকি ।  
 এ রজনী রহিবে না, আঁখি কথা হইবে না,  
 প্রভাতে রহিবে শুধু দয়্যের হায় হায় !

### বেহাগ—আড়াধেমুটা ।

ছকনে দেখা হল—মধু বাবিরীয়ে !—  
 কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে !  
 নিকুয়ে লখিণ্য বায়, করিছে হায় হায়—  
 লতা পাতা ছলে ছলে ডাকিছে ফিরে ফিরে ।  
 হৃদনের আঁখি ব্যরি গোপনে গেল স্বরে—  
 ছকনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে ।  
 আঁখি ত হল না দেখা, জগতে হোহে একা,  
 চিরদিন ছাড়াছাড়ি যখন-তীরে !

### রাহুলেলি—একতারা ।

কেন ধবে রাখা, ও বে বাবে চলে,  
 ছিল বাবিনী গত হলে !

আপন ঘোষে নরন মেমো,  
 নিব-নিব বীণ নিবাসে কেলো,  
 কি হবে গুফানো কুলমলে,  
 হিমল হামিলী গন্ত হলে !  
 জাগে শুকফারা, ডাকিছে পাখী,  
 উবা বকরুণ অরুণ ঐশি !  
 এস প্রাপণ হাসিমুখে,  
 বল, “হাও সখা, থাক সুখে !”  
 ছেকে না রেখে না ঐশিকলে,  
 হিমল হামিলী গন্ত হলে !

সিদ্ধ—একতারা ।

তবে শেষ করে মাগ শেষ গান, তার পরে যাই চলে ।  
 তুমি ফুলে ধরো এ রজনী, আজ রজনী ভোর হলে !  
 বাহে জোরে বাধি কারে, বন্দ কতু ঐশি পড়ে ?  
 বন্দে শুধু বাজে ব্যথা, ঐশি কানে জলে !

মিত্র—একতারা ।

তবু মনে রেখো, যদি ফুরে যাই চলে !  
 যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে খার নব প্রেম-জালে ।

বদি থাকি কাছাকাছি,

হেঁচিতে না পাকি ছারার মতন আছি না আছি—

তবু মনে রেখে।

বদি জল আসে আঁধি-পাতে,

এক দিন যদি বেলা বেয়ে যায় হুতুতুতে,

এক দিন যদি বাঁধা পড়ে কাঁড়ে শরদ-প্রাতে—

তবু মনে রেখে।

বদি পাড়িয়া মনে,

ছল ছল জল নাই দেখা দেয় নয়ন-কোণে—

তবু মনে রেখে।

সিন্ধু—একতালি।

বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ?

বিহরিছে সমীরণ, ফুহরিছে পিকপণ,

মধুরার ঊপবন কুহুমে শাজিল শুই ।

বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ?

বিকচ বকুল ফুল, বেখে যে হতেছে ফুল,

কোণাকার অলিকুল শুকবে একাধার !

নহে কি ফলাবন ? কোথা দেই চন্দ্রামন,

তই কি নুপুর-ধ্বনি বন-পথে শুনা যায় ?

একা আছি বনে বসি, পীতবড়া পড়ে বসি,  
 লোভনি সে মুখ-লসী পরাণ মজিল, নষ্ট !  
 বাশরী বাজাতে চাহি বাশরী বাজিল কট ?  
 একবার রাধে রাধে, তাকু বাপি মনোশাধে,  
 আছি এ মধুর চাহে মধুর ঘাষিনী ডায় ।  
 কোথা সে বিধুয়া বালা, যলিন মালতী-মালা,  
 সবরে বিরহ-জালা এ মিলি পোলায়, গায় ।  
 কবি যে হল আকুল, একি যে বিধির ভুল !  
 বধুহায় কেন ফুল ফুটেছে আছি, মোঃ সুই !  
 বাশরী বাজাতে গিয়ে বাশরী বাজিল কট ৷

কিঁকিট—একতারা ।

ভগে। এত প্রেম-আশা, প্রাণের চিরসে,  
 কেমনে আছে সে প্যাসরি !  
 তবে, সেখা কি হাসে না চাঁদ্রিমী আঁখিমী,  
 সেখা কি বলে না বাশরী !  
 দখি, হেথা সবীরণ নুটে ফুলবন,  
 সেখা কি পবন বহে না !  
 সে যে তার কথা ঘোরের কহে অগুণন,  
 সেখা কথা কায়ে কহে না !



যদি আবারে আজি সে তুলিবে সন্দেশ,  
 আবারে তুলালে কেন সে ।  
 ও গে। এ চির কীবন করিব হোমন,  
 এই ছিল তার মানসে !  
 যবে কুসুম-শরমে নয়নে নয়নে  
 ফেটে ছিল গুহ্য রাস্তা যে,  
 তবে, কে কানিত তার বিরহ আনার  
 হবে জীবনের সাথীয়ে !  
 যদি বলে নাহি রাগে, শুধে যদি থাকে,  
 তোরা একবার দেখে আসে,  
 এই নরনৈত ভাষা, পরাগের আশা,  
 চরণের তলে রেবে আসে ।  
 আর নিয়ে যা' রাধার বিষহের আর,  
 কত আর ঢেকে রাখি যল !  
 আর পারিল যদি ত আলিস হরিরে  
 এক কৌটা তার জীবি জগ !  
 না না এত প্রেম যদি, তুলিতে কে পারে,  
 তারে আর কেহ শেষ না ।  
 আমি কথা নাহি কব, দুখ লয়ে যব,  
 মনে মনে সব বেগন !

ও গো মিছে, মিছে শখি, মিছে এই জেয়.

ବିଚ୍ଛେଦ ପରାଦେବ ବାସନ୍ତ !

જુલો ૧૯૫૬-મિન હામ્મ, વડલ ઇડન વામ.

ਅੰਤਰ ਵਿਕਰੇ ਆਰ ਆਰ ਆਰ ਨਾ 1

कादम्ब - - ५६ ।

\*समाप्त सङ्ग्रह सारथ नमन-कारण.

এখন ফিরাতে পারে কিংবদন্তি ছদ্ম ?

ଆର୍ଦ୍ଧି ସମ୍ପ୍ର-ମସୌଦେ, ନିର୍ମାଣେ କୁଳସ-ବନେ.

ଆହାଟର ଏଢ଼େଇଟି ମଦନ ବକୁଳ-ଉଟାଳ.

এখন ফিরাবে তাদের কিসের ছনে !

সেদিনে। ত যশুনিধি, প্রাণে দিয়েছিল যিনি।

बहुनिष्ठ तन्त्रसिद्धिः कुम्भ-मण्डपः ।

कृति गुणाकाद्वयं राशि, यस्मि च उ कानाकादि.

ସଞ୍ଜି ପ୍ରଭୃତି ସାମାଜିକାନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଗଢ଼ଣ ।

ଏକଲ ମିଶ୍ରାଣରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହାଯାଏ ।

बभ्रुनाथि मुर्धियान्, स्मिन् आदेज् वार वार.

সে জন কেহে না আর যে পেছে চৈল ।

ছিল তিথি অক্ষুণ্ণ, বসু নিবোধের ফুল,  
 চিরদিন অক্ষুণ্ণ পায়ণ বলে !  
 এখন কিভাবে তারে ফিলের হলে !

### ভৈরবী—একতালা ।

আমি নিশি নিশি কত রচিব স্বপ্ন—  
 আকুল নয়ন রে !  
 কত নিতি নিতি বনে, করিব হস্তনে  
 কুণ্ডল চরম রে !  
 কত স্বরত যামিনী হইবে বিফল,  
 বসন্ত হবে চলিয়া !  
 কত উদরে তপন, আশার স্বপন  
 প্রভাতে যাইবে ছলিয়া !  
 এক বোঝন কত রাধিখ বাধিয়া,  
 যবিল বাধিয়া রে !  
 সেই চরণ পাইলে স্বপ্ন যাবিব  
 সাধিয়া সাধিয়া রে !  
 আমি কাল পথ চাহি এ জনম বাহি,  
 ফার স্বপ্নন বাচি রে !

কেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া,  
 তাই আমি বলে আছি রে !  
 তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়,  
 নীলবাসে তছু ঢাকিয়া,  
 তাই বিজন-আলয়ে প্রার্থী প্ৰাণে  
 একেলা রয়েছি আসিয়া !  
 ও শো, তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি,  
 তাই কৈদে যায় প্রেতান্তে !  
 ও গো, তাই কুল-বনে মগ্ন-ময়ীরে  
 কুটে কুল কন্ত শোভান্তে !  
 ওই বাশি-দ্বর তার, আসে বারবার,  
 সেই গুণু কেন আসে না !  
 এই কদর-আলন শূন্য পড়ে থাকে,  
 কৈদে যয়ে শুধু বাসনা !  
 মিছে পরশিয়া কার বাহু বয়ে বার,  
 বহে বধূনার লহরী,  
 কেন হৃদ কুহ পিক কুহিয়া ওঠে  
 বাসিনী যে ওঠে শিহরি !  
 ও শো, যদি নিশি-শেষে আসে হেলে হেলে,  
 মোর হাসি আর হবে কি ।

এই জাপরণে কীপ বদন মলিন  
আমারে হেরিয়া কবে কি !  
আমি যাত্রা বজলীয়া গাঁথো জুলমালা  
প্রত্যন্ত-চরণে করিব,  
ও দেখ! আদে স্থলীতল, বদনাব জল,  
নেবে তারে আমি করিব !  
মিথ্রা তৈরুে । ।

(আরা) আমি গোহাল বিভাবরী ।  
কান্ত নয়ন তব সুন্দরি ।  
স্নান প্রদীপ উজানিল-চকল,  
পাণ্ডুর বনবত গত অস্তাচল,  
মুহু আদিকল, চল সখি চল,  
অধে নীলাঞ্চল সুন্দরি ।  
শরত-প্রভাত নিরাময় মিস্রল,  
শান্ত সমীরে কোষন পরিমল,  
নির্জন বনতল শিবির স্থলীতল,  
পুলকাঙ্কল উল্লবল্লটী !  
বিরহ-শরনে তেলি মলিন বাণিকা,  
এস সব স্থবলে এস দেখ! বাণিকা,

পাঁখি লহ অফলে নব শেকালিকা,  
অলকে নবীন ফুলঝরী !

বেহাগ ... একতালি ।

তুখু বাওরা আসা, তুখু জোতে তালি,  
তুখু আলো অঁধারে কঁদা হাসা !  
তুখু দেখা পাওরা, তুখু ছুঁয়ে বাওরা,  
তুখু বুয়ে যেতে যেতে কঁদে চাওরা,  
তুখু নব চুরাশর আগে চলে যায়,  
গিছে ফেলে যায় মিছে আশা !  
অথেষ বাসনা লয়ে ভাঙা বল,  
প্রাণপণ কাকে পায় ভাঙা ফল,  
ভাঙা ভরী ধরে ভাসে পানাবারে,  
ভাব কঁদে মরে ভাঙা ভাষা !  
কবরে কদরে আঁধ পরিচর,  
আঁধখানি কথা সাজ নাহি হয়,  
সাজে ভরে জ্বলে, আঁধ বিশ্বাসে,  
তুখু আঁধখানি ভালবাসা !

### কেদারা—কাণ্ডখালি ।

সখি, আমোদি হুমায়ে কেন আসিল,  
মিলি কোরে যোগী ভিক্ষারী,  
কেন করুণায় বীণা বাজিল !  
আমি আনি বাই স্বতবার, চেয়ে পড়ে মুখ তার,  
তারে ডাকিয় কি কিরাইব তাই ভাবি নো ।  
প্রাণে আঁধার মিলি, পরতে বিবল মিলি,  
বসন্তে হরিণ দাড়, বিকশিত উপবন ।  
কত ভাবে কত গীতি, গাহিতেছে মিতি মিতি,  
বন বাহি লাগে কাজে, আঁধি ঘলে জালিল !

### দেশ মল্লার—রূপক ।

একম দিনে তারে বলা যায়,  
এমন বনযোগ বসিবার !  
এমন দেবতারে, বাসল করুণারে,  
তপনহীন বন তরসায় !

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,  
নিরুত্ত মির্জান চারিধার ।

হৃদয়ে সুখোন্মুখী, পতীর হৃদে হৃদী ;  
আকাশে জল ভরে অনিবার ।  
অগতে কেহ বেন নাহি আর ।

স্বাক্ষর সংসার মিছে সব,  
মিছে এ জীবনের কলয়ব !  
কেবল জীবি চিরে জীবির স্রষ্টা পিরে'  
কবর চিরে জহি অকৃতব,  
জীবনে মিথে' গেছে আর সব !

ভাষাতে এ অগতে জতি কান্ত,  
আমতে পারি বলি অনোন্মার ?  
প্রাণে বরিষণে, একদা পৃথকোণে,  
ছ' কথা বলি যদি কাছে তার,  
ভাষাতে আগে বাবে কি বা কীর ?

বাহুতে বেগে আজি বকে বার,  
বিকলি থেকে থেকে চমকায় ।



যে কথা এ জীবনে, রাখিয়া গেল বনে,  
সে কথা আজি বেন বলা যায়—  
এমন ঘনঘোর বরিষায় !

ইমন কল্যাণ—কাঁপড়াল ।

মাথা পাণ্ড জাই লঙ, হাঙ্গি মুখে ফিয়ে যাও.  
কারে চাও, কেন চাও, আশা কে পূরিতে পারে !  
সবে চার, স্তে বা পাব, সবার চলে যায়.  
যে বা হাঁসে, যে বা কীসে, যে বা শকু কীকে পারে !

বেড়াগ !

আমি      কেবলি স্বপ্নন করেছি বপন  
                 বাতাসে,—  
তাই      আকাংক্ষুন্ম করিছ চরন  
                 হতশে ।  
ছারার মতম মিলায় ধরনী,  
কূল নাহি পায় আশায় তরনী,  
বানস-প্রতিবা তাসিরা বেড়ায়  
                 আকাশে ।

কিছু বাধা পড়িল না শুধু এ বাসিন্দা-  
বাধনে ।

কেহ নাহি দিল থাড়া শুধু এ হুতুর-  
সাধনে ।

আপনার যনে বসিয়া একেলা,  
অনল শিখার কি করিছে খেলা,  
দ্বিম-শেষে দেখি ছাই হল সব  
চতাবে ।

আমি কেবলি হৃদয় করেছি বপন  
বাতাসে !

কাহার—কাওয়ালি ।

জায় যে সেই ত বসন্ত ফিরে এল, দৃষ্টির বসন্ত কুরায় !  
সব মক্কায, মলয় অনিল এসে, কোঁড়ে শেষে ফিরে চলে যায়  
কত শত কুল ছিল হৃদয়ে, করে গেল, আশলিতা শুকাল,  
শাবীগুলি দিকে দিকে চলে যায় ।  
জুফান পাতার ঢাকা বসন্তের মুত কাঁর,  
প্রাণ করে তার ছায় !

কুরাইল সকলি !

এতাতের যুদ্ধ হালি, কুলের নগরালি, কিরিয়ে কি আর ?  
 কি বা কোছনা কুটিত রে ! কি বা বাহিনী !  
 সকলি হারাল, সকলি গেল রে চন্দ্রিণী, ঐশ্বর করে দায় দায় !

### পুরবী—কাণ্ডওয়ালি ।

যে কুল বরে সেই ত বরে কুল ছ থাকে কুটিতে.  
 বাতাস তারে উড়িয়ে নে দায়, বাটি দেশার বাটিতে ।  
 পদ দিলে ছালি দিলে, হুরিয়ে গেল খেলা !  
 ভালবাসা দিলে গেল, গুই কি হেলানেকো !

### খাস্তাজ ।

আমরা লক্ষীছাড়ার দল !  
 ভবের পদপথে চল সমা কদম্বি টলমল ।  
 বোদের আসি বাওয়া নৃত হাওয়া, নাইকো ফলাফল ।  
 নাই জানি করণ কারণ, নাই জানি বরণ স্বরণ,  
 নাই দাসি দাসন বরণ গো,—  
 আমরা, আপন বোথে মনের কোঁকে ছিঁড়েছি দিকল ।

ନନ୍ଦୀ, ତୋହାର ସାହନଶୁଣି, ଧମେ ଗୁଲେ ଉଠୁଲୁ କୁଣି,  
 ହୁଁହୁଁ ତୋହାର ଚରଣଧୁଳି ମୋ ?  
 ଆସନ୍ତା ଝଙ୍କେ ଘରେ କାହା କୁଳି ଫିଲୁଷ ଦରାଦଳ !  
 ତୋହାର ବନ୍ଧରେତେ ବାଣାଧାଟେ, ଘୋଷାହି କରା ନୋହାର ପାଟେ,  
 ଅନେକ ରହୁ ଅନେକ ହାଟେ ମୋ !  
 ଆସନ୍ତା ନୋଠର-ଝେଢ଼ା ଛାଡ଼ା ତରୀ ତେଲେହି କେବଳ !  
 ଆସନ୍ତା ଏବାର ହୁଁହୁଁ ଘେନି, ଅକୁଳେତେ କୁଳ ବେଳେ କି,  
 ବୀପ ଆଛେ କି କବଳାମରେ ?  
 ବଳି ନୁହ ନା ଛୋଟେ, ଘେବୁ ଝୁବେ କୋହାର ଝଳାଝଳ !  
 ଆସନ୍ତା କୁଟେ ମାରାବେଳା, କହୁବ ହତଭାଗୀର ଦେଳା,  
 ମାଧ ମାନ ଦେଖୁବ ଘେଳା ମୋ !  
 ତଡ଼େ ବଳି ମାନ ନା ଆସେ, କହୁବ କୋଳାହଳ !

### ଜୁମ୍ପାଲୀ ।

(୫ ମୋ) ଜାମାରେବୀ ପିତାଭୟୀ, ଘିଟୁଲ ଆସାର ଆନ !  
 ଏବାର ଡବେ ଆଜ୍ଞା କର, ବିନାଶ ହେବେ ସାନ !  
 ଜୀବନେତେ ଏହି ବାସର-ବାତି, ମୋହାର ବୁଲି, ନେବେ ବାତି,  
 ବହୁର ଦେବା ନାହିକ, କହୁ ଶୁଭର ପରିହାସ !

এখন যেমন গেল রাশি, শুকিয়ে এল পুশরাশি,  
উঠল তোমার অট্টহাসি কাপোরে আকাশ !  
ছিলেম যঁরা আশায় দিবে, পেছেন যে যার ঘরে কিয়ে,  
আহ হুহু ঠাকুরাণী বুধে টানি বাস !

ভৈরবী - কাণ্ডওয়ালি ।

কালি রে কি দুকাহি লাজে ?  
চপলা সে বাঁধা পড়ে না যে !  
কথিয়া অধর-বারে,  
ক'পিবা রাশিলি যারে,  
কখন সে ছুটে এল মরম-মারে !

ইমন কুপালি—কাণ্ডওয়ালি ।

ঈশ্বা, অদমরে কেন হে প্রকাশ !  
সকলি যে অন্ন বলে হতেছে বিবাস ।  
এ যে ধননের তাঁরা,  
মর্ত্যে এল পঞ্চহারা,  
এল ভুলে অশ্রুজলে পুলকেশি হাস

### রান্ধকেনি—কাণ্ডাশি ।

বলিন মুখে ফুটুক হাসি.

কুড়াকু হনয়ন !

যলিম বসন ছাড়ু নবি.

পর আভরণ ।

অশ্রু-ধোয়! কাঁকল-দেখা.

আবার চোখে দিও না দেখা.

শিখিল বেণী তুলুক বেধে

কুশল-বন্ধন !

### বাউলের স্তর ।

ক্যাপা তুই, আছিহু আপন ঘেরানু ধরে ।

বে আলো তোমার পাশে, সবাই হালে দেখে' তোরে ।

কপতে বে ঘর আছে আগম কাজে দিবানিবি.

ভারা পাগ না বুজে তুই কি দু'কো, কেণে বেড়াই কনক তোরে ।

তোয় নাই অবসর, নাইক হোণর ভবের যাবে,

তোরে চিন্তে যে চাই, সময় না গাই মানানু কাজে ।

ও রে তুই কি গুনাত্তে, এক প্রাক্ত সরিস জেকে.

এ বে বিবর আলা কালাকালা, দিবি সবার পাগল করে ।

ও রে কুই, কি এনেছিলাম, কি টেনেছিলাম তাবের ভালো।  
 তার খি মূলা আছে ফায়ে। কাছে কোনো কালে !  
 আমরান্না লাকের কাছে হাটের যাবে ডাকি জোমার,  
 তুমি কি কষ্টছাড়া নাইক সাফা, গয়েছ কোন্ নেশার ঘোণে।  
 এ অগন্ত আশ্রয় মতে আপন পথে চল যাবে,  
 বসে কুই আরেক কোণে, নিজেই যমে মিজের ভাবে,  
 ও রে কুই, তাবের সাথে তবের মিলন হবে কবে।  
 মিছে কুই তারি লাগি আছিলাম জাগি, না জানি কোন্ আশার  
 কোণে

### টোরিভেরবী—এক ভাল। ।

কণী আশায় ছটায় তুকে যায়।  
 কেনে খানে রে কোন্ পাশাণে পায়।  
 নখান তরী নকুন চলে, ভিইনি পাড়ি অব্যাদ ভলে,  
 বারি ভাগে খেলার ছলে কিনার কিম্বারায়।  
 তেনেছিলাম স্রোতের ভরে, একা ছিলেম কর্ণ ধরে।  
 তেনেছিলাম পালের পরে মধুর মুহূর্তায়।  
 স্রোতে ছিলেম আপন মনে, মেনে ছিলাম না গগন-কাণে।  
 লাগি বে কণী কুমুদবনে, ছিলেম সেই আশায়।

### জলিত—আড়াঠেঁকা ।

তোরা বসে গাঁথিলু মালা, তারা পলার পরে !  
 কখন যে শুকাবে যায়, ফেলে দেয় রে অনানন্দেরে ।  
 তোরা সুখা করিসু ঘনি, তারা শুধু করে পান,  
 সুখার অকুটি হলে ফিত্তেও ত নাহি চায়,  
 সহরের পায়েখানি ভেঙে দিছে চলে যায় !  
 তোরা কেবল হাসি দিদি, তারা কেবল বলে আছে,  
 চোখের কল দেখিলে ভাবা, আর ত রবে না কাছে !  
 গ্রাণের বাধা গ্রাণে রেখে, গ্রাণের আশুল গ্রাণে ঢেকে,  
 পতাপ ভেঙে যধু দিবি অকুছাকা হাসি হেসে,  
 বুক ফেটে কথা না বলে, কাকারে পড়িবি পেখে !

### মিঞ্জ—একতাল্লা ।

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও,  
 কুলুকুল নদীর স্রোতের মত ।  
 আমরা ভীয়েতে দাঁড়িয়ে চাচ্ছিা থাকি,  
 স্বরমে শুধরি মরিছে কাহনা কত ।



আপমা আগনি কানাকানি কণ সুখে,  
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে সুখে,  
কমল চরণ পড়িছে বরণী মাঝে,  
কনক নুপুর রিনিমিকি বিনিমিকি বাজে ।

অঙ্গে অহ বাঁধিছ রত্নপাশে,  
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত গতা,  
ইন্দ্ৰিয়সে ধনিতা উঠিছে হাসি,  
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা ।  
খাঁখি নত করি এংগেলা বাঁধিছ কুল,  
মুকুট লইয়া ঘটনে বাঁধিছ চুল ।  
গোপন সহরে আপাদি করিছ খেলা,  
কি কথা জাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা ।

চকিত গলকে অলক উড়িয়া পড়ে,  
ঈষৎ হেলিয়া খাঁচল মেলিয়া বাও—  
নিমেষ কেলিতে খাঁখি না মেলিতে, করা  
সরসের আঁড়ে না জানি কাহারে চাপ !  
যৌবনরাশি টুটিতে হুটিতে চায়,  
বসনে শসনে বাঁধিয়া বেবেছ কার ।

তবু শতবার শতধা হইয়া কুটে,  
চকিতে কিসিতে বহুকি চকি উঠে ।

আমরা মূৰ্খ কহিতে জানিনে কথা,

কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলি !

অসমরে গিরে গরে আপনার হন

পবতলে দ্বিগে চেয়ে থাকি আঁখি বেলি ।

তোমরা দেখিয়া চুপিচুপি কথা কও,

সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও !

কসম আঁচল বুকেতে টানিয়া গরে

হেসে চলে' যাও আশার অতীত হ'য়ে ।

আমরা বহু অর্থাৎ অর্থাৎ বহু মত

আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি ।

বিপুল আঁধারে অদীম আকাশ ছেয়ে

ছুটিবারে চাহি আপন হৃদয়গাশি ।

তোমরা বিছুলি হাসিতে হাসিতে চাও,

আঁধার ছেদিয়া নয়ন বিধিয়া যাও,

নগমের গারে আঁঠনের রেখা আঁকি,

চকিত চরণে চলে' যাও দ্বিগে ক'ণিকি ।

অবতনে বিধি গড়েছে মোহের বেহ,  
 নরস অধর দেয়নি ভাষায় ভরে'  
 মোহন মধুর মন কামিনে বোঝে,  
 আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে' †  
 তোমরা কোথায় আয়না কোথায় লাজি !  
 কোন সুলপনে হব না কি কাছাকাছি !  
 তোমরা হাসিমা বহিরা চলিয়া যাবে,  
 আমরা দাঁড়ারে রহিব এতনি ভাষে ।

### কীর্তনের সুর—রূপক ।

বাঁচায় পাখী ছিল সোনার বাঁচাটিকে,  
 বনের পাখী ছিল বনে ।  
 একদা কি করিয়া বিমন হল ধোঁহে,  
 কি ছিল বিধাতার বন্দে ।  
 বনের পাখী বলে, বাঁচায় পাখী ভাই,  
 বনোতে যাই ধোঁহে মিলে !  
 বাঁচায় পাখী বলে, বনের পাখী আর,  
 বাঁচায় থাকি মিরিবিলে ।

অমের পাখী বলে—না,  
 আমি নিবলে ধরা নাহি দিব !  
 বাঁচার পাখী বলে—হার,  
 আমি কেমনে বনে বাহিরিব !

অনের পাখী গাহে বাহিরে বলি বলি,  
 অমের পান ছিল বত :  
 বাঁচার পাখী পড়ে শিখানো বুলি তার,  
 দোহার ভাষে দুই ভাষা !  
 বনের পাখী বলে, বাঁচার পাখী ভাই,  
 বনের পান পাও শিখি !  
 বাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী ভাই,  
 বাঁচার পান লহ শিখি !  
 অমের পাখী বলে—না,  
 আমি শিখানো গান নাহি চাই,  
 বাঁচার পাখী বলে—হার,  
 আমি কেমনে বন-গান পাই !

অমের পাখী বলে, আকাশ বদলীল  
 কোথাও বাণ্য নাহি তার ।

ষাঁচার পাখী বলে, ষাঁচাটি পরিপাটী  
 কেমন ঢাক ঢাকি পরিপাটী ।  
 বনের পাখী বলে—আপনা ছাড়ি ঘাও  
 মেঘের মাঝে একেবারে ।  
 ষাঁচার পাখী বলে, নিরালা লুপকোলে  
 ষাঁচিয়া রাখ আপনারে ।  
 বনের পাখী বলে—না,  
 সেবা কোথায় উড়িবারে পাই !  
 ষাঁচার পাখী বলে—হাস,  
 মেঘে কোথায় বসিবার ঠাই !

এমনি ছুই পাখী পৌছারে ভালবাসে  
 শুভু কহে নাহি পার ।  
 ষাঁচার কঁকে কঁকে, পরশে মুখে মুখে,  
 নীরবে চোখে চোখে চায় !  
 ছায়ে কেহ কানে, বুঝিতে নাহি পারে,  
 বুঝিতে নায়ে আপনায় ।  
 ফুজনে একা একা, কাপটি মরে পাখা,  
 কাতরে কহে কহে আশ !

মনের পাখী বলে—না,  
কবে খাঁচার রুখি দিবে আর ।  
খাঁচার পাখী বলে—হায়,  
যোর শক্তি নাহি উড়িবার ।

ভৈরবী—কাণ্ডলালি ।

কেন মন আপনি ভেলে যায় ( বলে ) ।  
কেন মন কেন এমন করে !  
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে,  
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে ।  
চারিদিকে সব মধুর নীরব  
কেন আমনি পরাণ কেঁদে মরে,  
কেন মন কেন এমন কেন হে ।  
যেন কাহা'য় বচন লিখেছে বেদন,  
যেন কে কিরে গিয়েছে অনাহুত,  
বাঁধে তারি অমৃতন প্রাণের পবে ।  
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে  
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে ।

### মিঞা—কাণ্ডগালি ।

ওগো ভৌরা কে বাবি পারে ।  
 আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী-কিনারে ।  
 ও পারেরে উৎসবনে, কত খেলা কতমনে,  
 এ পারেরে হু-হু মন্ত্র বারি বিনা রে ।  
 এইবেলা বেলা আছে আর কে বাবি !  
 মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি ।  
 স্বর্ঘ্য পাটে বাবে মেয়ে, সুবাসন বাবে খেঁশে,  
 খেঁশ বজ্র হয়ে যাবে সন্ধ্যা-আঁধারে ।

### বাগেশ্রী—অড়ধেমুটা ।

অমল সাগর মাঝে লাও তরী ভাসাইয়া,  
 পেছে হুং, পেছে সুং, পেছে আশা কুরাইয়া ।  
 সমুদ্রে অমল রাত্রি,                      অমরা দুকমে বারী  
 সমুদ্রে শরান সিঁহ, দিখিহিক দারাইয়া !  
 জলবি রয়েছে ছিন্ন,                      হু-হু করে সিঁহতীর,  
 প্রশান্ত সুনীল নীর নীল পুন্ডে মিথাইয়া ।  
 নাহি লাড়া মাঁহি শক,                      বন্ধে বেন নব গুহ  
 ব্রজনী আসিছে ঘিরে, হুই বাহু প্রসারিয়া ।

### মিঞামোস্তার ।

কর কর বহিবে ব্যস্তিবার ।

হায় পথবানী ! হায় পতিহীন ! হায় গৃহহার !

ফিরে বাহু ধাবাবরে, ডাকে কারে

জনহীম অসীম হোস্তারে,

রক্তনী লীধার !

অধীরা যবনা ভরক-আকুল ! অকুলায়ে, ভিমির-হুঙ্কারে !

নিমিড় নীরদ গগনে গগনর পরকে সন্নে,

চকল চপলা চককে নাহি শলিতার !

### গোড় মল্লার—চৌতাল ।

গহন ঘন ছাইল গগন বনাইয়া,

স্তিমিত দলদলি, স্তমিত কামন,

সব চরাচর আকুল -- কি হবে কে জানে,

বোরা রক্তনী, দিক-ললন ! ভয়বিভল !

চককে চককে মহলা দিচ্ উজলি,

চকিতে চকিতে যান্ত্রি ছুটিল বিজলী,

শ্বর ধর চরাচর পলকে বলকিয়া,

বোরা ভিমিরে ছায় গগন-মেহিনী :



ভর ভর নীরল নয়নে ভর আঁখির দু'বাইছে,  
সহসা উঠিল কোণে প্রচণ্ড সর্দীরণ ফড়ি কড়ি বাক ।

### শঙ্করাভরণ—মিষ্টান্নভোগ ।

বিশ্ববীণাবদে বিশ্বজন ঘোষিছে !  
হৃদে অঙ্গে মন্তকলে বনে উপবনে  
মহী মদে গিরিগুহ্যে পাগাবারে,  
নিভা জাগে সরস সঙ্গীত যবুঁরিয়া,  
নিভা দুতায়ল ভঙ্গিয়া ;—  
নব বসন্তে, নব অশ্রুত, উৎসব নব !  
অতি মজুল, তুনি যতুল গুজন জুজে,  
তুনি পে তুনি মর্দয় পল্লব-মুখে,  
শিক-জুজন পুষ্পবনে দিগমে,  
বুই বাহু বিলোল-বিলোল বিতোল বিশাল সরোবর মাঝে,  
কলগীত সুললিত বাকে !  
প্রাণল কাঁকাত পরে অনিল সকায়ে বীণে রে,  
নদীতীরে শরননে উঠে ক্ষমি সরসর মরদর,  
কত দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,  
কর কর রসবাণী !

আশায়ে নব আনন্দ, উৎসব নব !  
 অতি সজ্জীয়, নীল অধরে জ্বলন্ত বাজে,  
 যেম রে প্রেমললিতা শরয় মাতে !  
 করে গর্জন দিক-রিণী মঘনে,  
 হের স্কন্ধ তরাল বিশাল নিরাল পিঙ্গল গুহাল বিজ্ঞানে  
 উঠে রব ঐক্যে তাশে !  
 ' পদ্ম মল্লার দীপ্ত গাহিছে জীবার রাতে ;  
 উদ্ভাসিনী সৌদামিনী বসন্তের বৃত্ত কণ্ঠে অঙ্করতমে ।  
 দিকে দিকে কন্ত বাণী, নব নব কন্ত ভাষা,  
 কর বর রসবারা !  
 আশিনে নব আনন্দ, উৎসব নব !  
 অতি নির্মল, অতি নির্মল উজ্জ্বল মাছে,  
 কুবনে নব শারদলক্ষী বিরাজে !  
 নব ইন্দুলেখা অমকে বলকে ;  
 অতি নির্মল হাস-বিতাস-বিকাস আকাশ নীলাদর মাঝে  
 যেত চুছে যেত বীণা বাজে !  
 উঠিছে আলাপ মুছ মধুর বেহাগ জানে,  
 ঢলকরে উল্লসিত সুলবনে বিচিত্রবে তরঙ্গা আনে রে,  
 দিকে দিকে কন্ত বাণী, নব নব কন্ত ভাষা,  
 কর বর রসবারা !

### কীর্তনের স্তর ।

আমারে কে নিবি ভাই, মগিতে চাই আপনায় !  
 আমার এই মন গলিয়ে কান্ন ভুলিয়ে  
 সঙ্গে তোদের নিয়ে যা রে ।  
 তোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেছিল কবের বাটে,  
 পিছিয়ে আছি আমি আপন ভায়ে,  
 তোদের ঐ হাসিখুসী হিবানিধি দেখে মন কেমন করে !  
 আমার এই বাধা টুটে গিয়ে যা' হুটেপুটে,  
 পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে ।  
 যেমন ঐ এক নিষেধে বস্তা এসে জালিয়ে নে যায় পাগাখারে !  
 এত যে আনন্দোন্মা, কে আছে আনন্দোন্মা,  
 কে আছে মান ধ'রে কোর ডাক্তে পারে !  
 যদি সে বারেক এসে গীড়ায় হেনে চিন্তে পারি মেখে ভারে ।

### পুরবী ।

বেলা দেল জোয়ার পথ চেয়ে ।  
 পুত্ৰ হাটে একা আমি, পার করে লগ্ন খেয়ায় নেয়ে ।  
 ভেঙে এগেব খেলায় বীণা, চুকিয়ে এলেম কান্না বালি,  
 সন্ধ্যাবারে প্রান্তকরে ঘুমে ময়ন আসে ছেয়ে !

আশায়ে নব আনন্দ, উৎসব নব ।  
 অতি পঙ্কজ, নীল অধরে ডব্বর বাজে,  
 যেন যে প্রেমরঙ্গরী শঙ্করী নাচে !  
 করে গর্জন মিক রিণী সখ্যে,  
 হের ক্ষুদ্র তরাল বিধান নিরাল পিয়াল তমাল বিভানে  
 উঠে স্বপ্ন তৈত্ত্ব জাহ্নে !  
 পবন মঞ্জার গীত গাহিছে আঁধার রাতে ;  
 উদ্গাদিনী সোণাবিনী রক্তরে ব্রত কের অধরতলে !  
 দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,  
 কর কর রসধারা !  
 আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব ।  
 অতি নির্মল, অতি নির্মল উজ্জ্বল গাজে,  
 ভুবনে নব শারদলক্ষ্মী বিরাজে ।  
 নব ইন্দুলেখা অমতে অলকে ;  
 অতি নির্মল হাস-বিভাস-বিকাশ আকাশ বীলাক্ষর মাঝে  
 বেত ভুজে বেত বীণা বাজে !  
 উঠিছে আশাপ বৃহৎ যথুর বেহাগ তানে,  
 চক্রে উল্লসিত কুলংমে ঝিল্লিরবে তজ্জা আমে যে,  
 দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,  
 কর কর রসধারা ।

## কীর্তনের সুর ।

আশারে কে নিবি ভাই, ঈপিতে চাই আপনাতে ।  
 আশার এই মন গলিয়ে কাঁচ ফুলিয়ে  
 সঙ্গে ভোপের মিলে বা রে ।  
 তোরি কোন রূপের ছাটে, চলেছিস্ সর্বের বাটে,  
 শিছিরে আছি আমি আপন ভায়ে,  
 তোমের ঐ হাসিধূসী দিবানিশি ঘেঁষে মন কেমন করে ।  
 আশার এই বাধা টুটে নিয়ে যা' হুটেপুটে,  
 গড়ে থাক্ মনের ঘোষা ঘরের দারে ।  
 যেমন ঐ এক নিমেষে বক্তা এসে তানিয়ে নে যায় পারাবারে ।  
 এক বে আনাগোনা, কে আছে আনাগোনা,  
 কে আছে নাম ধরে হোর ডাক্তারে পায়ে ।  
 যদি সে ব্যতিক্রম এসে কাঁড়ার দেশে চিন্তিতে পারি দেখে ভায়ে ।

## পূরবী ।

বেলা গেল ভোয়ার পথ চেয়ে ।  
 পুত্ৰ যাটে একা আনি, গার করে লাগে ঘোয়ার নেয়ে ।  
 স্নেহে এলেন ঘোয়ার বাশি, চুকিয়ে এলেন কাহ্না হাসি,  
 সন্ধ্যাবারে ঈড়িকায় ফুমে নয়ন আশে ছেয়ে ।

ও পায়েতে ঘরে ঘরে লক্ষ্যবীণ জ্বলিল রে,  
 আরাতির শব্দ বাজে লুপ্ত রমির পরে !  
 এস এস শান্তিহরণ, এস শান্তি সুপ্তিকর।  
 এস এস জুগি এস, এস তোমার তরী বেয়ে !

### কৌন্তীন ।

এস এস কিরে এস, ঐশু হে কিরে এস !  
 আমার সুখিত কুখিত ভাগিত চিত্ত, বাধ হে কিরে এস !  
 ওহে নিষ্ঠুর কিরে এস, আমার তরুণ-কোষল এস,  
 আমার মজল জলদ শিখকান্ত সুন্দর কিরে এস !  
 আমার মিতিসুখ কিরে এস, আমার চিরসুখ কিরে এস,  
 আমার সব সুখসুখমহনন অন্তরে কিরে এস !  
 আমার চিরবাহিত এস, আমার চিত্তসঞ্চিত এস,  
 ওহে চঞ্চল, হে চিরজ্ঞান, ভুলবন্ধনে ফিরে এস !  
 আমার বকে কিরিয়। এস, আমার চকে কিরিয়। এস,  
 আমার বরণে বরণে বসনে ভূষণে নিধিল ভূষনে এস !  
 আমার দুখের হাসিতে এস, আমার চোখের সলিলে এস,  
 আমার আদরে, আমার ছলনে, আমার অভিহানে কিরে এস !  
 আমার সকল বরণে এস, আমার সকল করমে এস,  
 আমার ঘরম করম লোহাঁদ সরম জনম মরণে এস !



মম সসীত তব অঙ্গে অঙ্গে  
 কিমেছি লড়ায়ে লড়ায়ে ;  
 তুবি আবারি যে তুবি আবারি,  
 মম জীবন-সরণ-বিছারী ।

ভৈরবী—একতালী ।

ও গো কাকাল, আমারে কাকাল করেছ,  
 আরো কি তোমার চাই ?  
 ও গো ভিখারী, আমার ভিখারী, চলেছ  
 কি কাতর গান গাই\* !  
 প্রতিদিন এগাঙে নব নব বনে,  
 তুবিব ভোবারে শাণে ছিল মনে,  
 ভিখারী, আমার ভিখারী !  
 হায়, গলকে সকলি সঁপেছি চরণে,  
 আর ত কিছুই নাই ।  
 আমি আমার বৃকের ঔচল ঘেরিরা  
 তোমারে পরাস্ত বাস ;  
 আমি আমার ভুবন নৃত্য করেছি  
 তোমার পূরাত্তে বাস ।



যন গোপ যন ঘোষন যব,  
করপুটতলে পড়ে আছে তব,  
                    ভিখারী, আমার ভিখারী ।  
হায়,          আরে! যদি চাও, নোরে কিছু দাও,  
                    কিরে আমি দিব তাই !

### মিঞা সুরট ।

সে আসে ধীরে, বয়ে লাগে কিরে !  
খিসিকি খিসিকি খিনিকিনি যঙ্ যঙ্ মজীরে !  
                    খিনিকিনি খিনীরে !  
বিবচ নীপ ক্লেব বিবিড় ভিমির গুঞ্জে,  
হুজুল হুল-যব আসে অন্তর মন্দিরে,  
                    উদ্যাব ময়ীরে !  
শঙ্কিত চিত্ত কম্পিত অতি অকল উড়ে চঞ্চল !  
                    পুশিত কুণ্ঠবীণি, কঙ্কণ বনগীতি,  
কেবল-পদপদ্মবতল-চুড়িত ধরদীরে !  
                    মিকুল কুণ্ঠীরে !

## পরজ্ঞ ।

কে উঠে ডাকি

হয় বাক্যনীড়ে থাকি !—

অক্লশ যথুব অধীর তানে বিরহ নিধুর পাখী ।

মিড়িকি ছায়া গহন ঝারা,

গল্পবয়ন নির্জন বন,

শান্তপবনে কুণ্ডলযনে

কে লাগে একাকী !

বাধিনী বিতোরা নিঃশব্দনখোরা,

খন তমালশাখা, নিঃশব্দন শাখা !

স্তম্বিত তারা চেতনছায়া,

শা কুন্দগন ভদ্রাশগন,

চঞ্জ প্রান্ত দিকব্রাহ্ম

মিড়ালল আঁখি ।

## খাম্বাজ ।

ওহে সুন্দর, হয় গুহে আলি পরহোৎসব রাস্তি !

ভেবেছি কলকমলিনে কলকালন পাতি !

তুমি এস স্বপ্নে এস, হৃদয়গত ক্রমশঃ,  
 মম অশ্রুনেত্র কর বরিষণ করণ হান্ত ভাতি !  
 তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুলভাষা,  
 আমি সকল কুল কামন ফিরা এনেছি দুঃখি ভাতি ।  
 তব পরভঙ্গলীনা, বাজাব স্বৰ্ণ-বীণা,  
 বরণ করিয়া সব তোমারে মম মানস-মাধী !

ভৈরবী ।

কুমি বেয়ে না এৰনি ।  
 এখনো আছে বজনী ।  
 গুণ বিধম, তিরিক্ত লবন,  
 কামন কষ্টকতক গহন, আঁবার ধরকি !  
 বস্ত্র নাথে আলিঙ্গু বীণ, গাঁথিঙ্গু মালা,  
 চিরদিনে বধু পাইছু হে তব দরশন !  
 আজি বাব অকুলের পারে,  
 ভাসাব প্রেম-পারাবারে জীবন-তরঙ্গী !

ভৈরৱী ।

আজুজ্জ্বেল কেশে আসে, চার মান মনমে,  
 তে গেঃ চির বিরহিনী !

নিশিতোরে অঁাধি জড়িত বুয়ধোনে.  
 বিজন ভবনে, কুসুম-সুন্নতি বৃহ পবনে.  
 তুষ শমনে, নয় ঐকান্তি বপনে ।  
 নিহরি চয়কি জাগি তারি লাগি !  
 চকিতে মিলায় ছায়াশ্রায়, শুধু রেখে যায়  
 ব্যাকুল বালন। কুসুমকাননে ?

### কিঁকিট ।

আখি চিনি কো চিনি তোমারে ॥ গো বিদেশিনী !  
 ভূমি ষাও নিহু-পারে ৩ গো বিদেশিনী !  
 তোমার দেখেছি শরম এঁাতে, তোমার দেখেছি মাধবী রাতে.  
 তোমার দেখেছি সুমি মাঝারে ৩ গো বিদেশিনী !  
 আমি আকাশে পাতিলি কান, শুনেছি শুনেছি তোমার গান,  
 আমি তোমারে ন'পেছি এঁাপি ৩ গো বিদেশিনী !  
 ভুবন ত্রিবিদ্য শেষে, আমি এসেছি নৃতন দেশে.  
 আমি অঁর্তিধি তোমারি দ্বারে ৩ গো বিদেশিনী !

### কিঁকিট আশ্রয় ।

হাছিল কাহার বীণা যথুর স্বরে.  
 আমার নিক্ত নব জীবন পড়ে ।

প্রত্যাহত কবল নল, কুটিল ফলর ময়,  
 কান্ন ছুটি মিল্লপয় চরণে গরে !  
 ভেগে উঠে সব খোঁজা, সব মাধুরী,  
 পলকে পলকে হিরা পলকে পুরি ।  
 কোথা হতে সমীরণ, আনে নব আশ্রয়ণ,  
 পরাণের আশ্রয়ণ মোচন করে !  
 বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে ।  
 লাগে বুকে সুখে ছুখে কত যে বাধা,  
 কেমনে বুঝায়ে ক্ষণ না আসি কথা !  
 আশার বাসনা আজি, ত্রিভুবনে উঠে আজি,  
 ধাঁপে নদী বনরাজি বেদনা করে !  
 বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে ।

কান্নেড়া ।

বড় বিষম লাগে হেরি তোমারে ।  
 কোথা হতে এলে তুমি যদি আসারে ।  
 গুই যুগ গুই হাসি, কেস এত ভালবাসি,  
 কেন গো নীরবে আসি অন্ধকারে !  
 তোমারে হেরিয়া বেন আগে স্বপ্নে,  
 তুমি চির-গুরুজন চির জীবনে !

তুমি মা পাঁচাষে আসি, কবরে বাজে মা বাঁদি,  
যত আলো যত হাসি ডুবে আঁধারে !

### ইমানকল্যাণ ।

সুন্দর জহিরমান তুমি, নন্দন কুলহার !  
তুমি অনন্ত নবমস্ত অন্তরে আমার !  
নীল অম্বর চূড়ন-মস্ত, চরণে ধরাশী বৃদ্ধ দিয়ত,  
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত বস্ত শুকরে শতবার !  
বলকিছে কত ইন্দুধিগুণ পূর্নকিছে কুলপদ্ম ।  
চরণ জগে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত চন্দ্র !  
ছিঁড়ি মথের শত বন্ধন, কোমাপানে ধার যত ক্রন্দন,  
লহ মগরের সুল চন্দন বন্দন উপহার !

### সিঁথি রামকেলি ।

কথা জারে ছিল বলিতে !  
চোখে চোখে দেখা হল পথ চলিতে ।  
বসে বসে বিবারাতি, বিছনে সে কথা ধাঁধি,  
কত যে পূরবী দাগে, কত লগিত !  
সে কথা হুঁটার উঠে কুহুম বনে,  
সে কথা ব্যাপির ঘর নীল গগনে ;

যে কথা নইয়া খেলি, গল্পের বাহিরে যেমি,  
যনে যনে গাহি, কার মন ছলিতে !  
কথা ডায়ে ঝিল বসিতে !

খান্ধাজ—একতারা ।

আমারে কর তোমার বীণা, লহ গো লহ তুলে !  
উঠিবে বাজি তরীতাজি মোহন অতুলে !  
কোমল ভব কমল করে, পরশ কর পরাশ পরে,  
উঠিবে হিয়া তরঙ্গিরা ভব প্রবণ-বুলে !  
কখনো সুখে কখনো দুখে, কাঁদিয়ে চাহি তোমার সুখে,  
চরণে পড়ি যবে নীরবে, গ্রহিবে যবে তুলে !  
কেহ না জানে কি নব জানে, উঠিবে গীত নূন্যপানে,  
আনন্দের বাবতা যাবে অনন্দের তুলে !

কেদারা ।

কে ছিল আশার আশ্রিত আমার  
হুসারে ।  
এ নিশীথ কালে, কে আসি বাঁড়ালে,  
হুঁড়িতে আসিলে কাঁহায়ে ।

বহুকাল হ'ল বগল দিন,  
 এসেছিল এক অতিথি নবীন,  
 আকুল জীবন করিলা বগন  
 অকুল পুলক-পাথারে !  
 আকি এ বরণা নিবিড় তিমির,  
 কর বর কল, জীর্ণ ছুটীর,  
 বাবলের বায়ে, এদীপ নিবায়ের,  
 জেগে বলে আছি একা যে !  
 অতিথি অজানা, তব গীতধ্বজ  
 লাপিতেছে কামে তীব্র বহুর,  
 কাবিত্তেছি মনে, যাব তব সনে  
 অচেনা অসীম আঁধারে !

### তৈরোঁ ।

এস গো নৃতন জীবন !  
 এস গো কঠোর মিঠুর মীম্বক,  
 এস গো তীব্র শোভন !  
 এস অগ্রিম বিষয় তিক্ত,  
 এস গো অক্ষয়লিলসিক্ত,



এস গো জুগবিহীন, রিক্ত,  
 এস গো চিত্তপাবন !  
 থাক বীণা বেণু, মালতী মালিকা,  
 পূর্বীয়া নিশি, মায়ী-কুহেলিকা,  
 এস গো প্রেয়স হোমামল শিখা,  
 জদু-শোণিত-প্রৌণম !  
 এস গো পবন ছঃখনিলয়,  
 আশা-অনুর কনক বিলয়,  
 এস মৎপ্রাণ, এস মহাঅন্ন,  
 এস গো মরণ সাধন !

কালিাংড়া ।

মুখ ঘমে পূর্ণ নাহি, আছে অস্তরে !  
 গরাণে বসন্ত এস কার মস্তরে !  
 নঞ্চরিল তরু শাখী, কুহরিল মৌন শাখী,  
 বহিল আনন্দধারা মল্ল প্রান্তরে !  
 ছেঁচে কচি না তর, বিরছে বেঁধেছি নয়,  
 মনকুঞ্জে সবুকর তবু গুঞ্জে !  
 জদরে সূঁচের বাসা, মরমে অমর আশা,  
 চিরদন্দী কালখাসা প্রাণ পিঞ্জে !

## মুলতান ।

উঠ রে মলিন মুখ, চল এইবার !  
 এস রে ভূষিত বুক রাখ হাবাকার !  
 ছেদ ওই গেল বেলা, ভাঙিল ভাঙিল মেলা,  
 গেল সব ছাড়ি খেলা বরে যে সাহার !  
 যে ভিধারী ব্যারে তুমি তনাইছ হুত !  
 রজনী আঁধার ধল পথ অতি দূর !  
 ভূষিত ভূষিত প্রাণে, আর কান্না নাহি পানে,  
 এখন্ যেহুত তাসে বাকিছে শেতার !  
 উঠ রে মলিন মুখ, চল এইবার !

## খান্জার ।

চিহ্ন নিপাশিত রে, গীত সুধার তরে ।  
 তাগিত প্রকলতা বর্ষণ যাচে বধা,  
 কাজর অঙ্কর ঘোর সূচীত ধূলি পরে,  
 গীত সুধার তরে !  
 আলি বসন্ত নিশা, আলি অনন্ত ভূষা,  
 আলি এ কাশিত প্রাণ, ভূষিত চকোর শব্দান,  
 গীত সুধার তরে ।

চল অতল মতে, জাগিছে স্তম্ভভাবে,  
অস্তিত্ব বাহির আলি কাঁধে উদাস বসে,  
দীপ্ত স্মার তরে !

কুপালি ।

মধুর মধুর ধ্বনি বাক্যে

কদম্ব-কদম্ব-বনমাকে !

নিষ্ঠুরবাসিনী বীণাপানি, অমৃতমুগ্ধমিতী বাণী,  
হিরণ কিরণ ছবিখানি, পরাগের কোথা লে বিরাজে ।  
মধুঝড় জাগে দিবানিশি, গিরিজাহরিত দিশি দিশি,  
মানস মনুষ পদতলে মুরছি পড়িছে পরিমলে ।  
এস দেবী, এস এ আলোকে, একবার ঘেরি তোরে চোখে,  
গোপনে বেঁচে না নমোলোকে, জীবনের মায়াময় মাঝে !

বাহার ।

এ কি আকুলতা সূবসে ! এ কি চকলতা পবনে !  
এ কি মধুর মধির-রস-রাশি, আজি পুত্র-কলে চলে কালি,  
ববে চক্ক-করে এ কি হাসি, কুল-গন্ধ ছুটে গগনে ।  
এ কি প্রাণভরা অহুয়ানে, আজি বিশ্ব ভগত জন কাণে,  
আজি মিথিল বীণ গগনে মূৰ-পরশ কোথা হতে লাগে !

হৃদে নিহয়ে সকল বলরাজি, উঠে মোহম বাণশি ঢাকি,  
হেয়, পূর্ববিকাশিত আশি, মন অন্তর হৃদয় বপসে !

বেহাগ ।

তুমি তবে নীরবে ছয়বে ময় ।  
নিবিড় নিছত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম ।  
মন জীবন ঘোবন, মন অধিল ভুবন,  
তুমি তরিতে সৌরভে নিশীথিনী সম ।  
জাগিবে একাকী, তব করুণ জীবি,  
তব অকল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি ।  
মন হৃদে বেদন, মন সকল স্বপন,  
তুমি তরিতে সৌরভে নিশীথিনী সম ।

মিক্‌কানাড়া ।

কি রাগিনী বাজালে হৃদয়ে, মোহম মনোমোহন,  
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান ।  
চাহিলে সুখপানে, কি গাহিলে নীরবে,  
কিমে মোহিলে মন প্রাণ,  
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান ।  
আমি গুনি দিয়ারজনী, কারি আমি তারি প্রতিফলি ।

তুমি কেমনে মরম পরশিলে বদ,  
কোথা হস্তে প্রাণ কেড়ে আন,  
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান !

বেছাপড়া—কাণ্ডহালি ।

ধীরি ধীরি প্রাণে আহার এস হে !  
মধুর হাসিয়ে ভাল বেশ হে ।  
জ্বর-কাননে ফুল ফুটাইও, আদ নরনে সখি চাঁও চাঁও,  
পর্যাপ্ত কাদিয়ে দিবে কানিখানি হেগ হে ।

সিদ্ধু আশ্বাজ—খেমুটা ।

হেথ ঐ কে এসেছে, চাঁও সখি চাঁও ।  
আকুল পরাণ গর, ঈষি হিরোনে মাচাঁও সখি ।  
ভুবিত মরাসে চাখে মূখপানে,  
হাসি পুহাদানে ঈচাঁও সখি ।

পিলু—খেমুটা ।

ও কেন ভালবাদা জানাতে আসে, ওলো লজনি !  
হাসি খেলিয়ে মনের সুখে,  
ও কেন সাথে কেনে আঁধার দুখে, দিন রজনী ।

### কালিঙা—খেমটা ।

ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে, কেন সে হেথা ছিল !  
 মধু অধরের বধুর হাসি এণে কেন বরষিল !  
 হাড়ম্বরে ছিলেম গরের ধারে, মহলা দেখিলেম তারে,  
 নয়ন দুটি ফুলে কেন সুখের পানে চেয়ে গেল ?

### ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

কেন রে চানু ফিরে ফিরে, চলে আর রে চলে আর,  
 এরা এগের কথা বোঝে না যে—কদম-কুমুদ মলে যায় !  
 হেনে হেনে ধরে পান, দিতে এগেছিলি প্রাণ,  
 নয়নের জল সাথে নিয়ে, চলে আর রে চলে আর ।

### বেহাগড়া—কাঁপুয়ালি ।

মনে গুনে বেঁধে মনের কথা, গুণু জোখের জল এগের বাধা ।  
 মনে করি ছুটি কথা বলে যাই, কেন সুখের পানে চেয়ে চলে যাই,  
 সে যদি চাহে মরি যে তাহে, কেন বুদে আসে জীবির পাতা ।  
 রান সুখে যদি সে যে চলে যায়, ও তাহে ফিরারে ডেকে নিয়ে আর  
 বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল, খুলার দুটাইল লহর-দড়া !

### ছায়াট—কাওরালি :

আর তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি,  
 নাচিবি মিলি মিলি, গাহিবি গান ।  
 আনু তবে বীণা, সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান ।  
 পাশদ্বিগ জাবনা, পাশদ্বিগ বাজনা,  
 রাখিব প্রয়োজ করি সমপ্রাণ বিঘামিলি,  
 আনু তবে বীণা, সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান ।  
 ঢাল' ঢাল' মধধর, ঢাল' ঢাল' কোহনা,  
 সমীরন বহে যা রে ফুলে ফুলে চলি চলি ;  
 উলসিত ভটিমী,—  
 উলসিত গীতরবে ফুলে যে রে মন প্রাণ !

### ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা ।

মা, একবার গাড়া গো হেরি চন্দ্রানন ।  
 ঐখার করে কোথায় বাসি শূন্য ভবন !  
 মধুর সুখ হাসি হাসি, অধির বাসি রাশি মা,  
 ও হাসি কোথায় নিয়ে যাসু রে,  
 আমরা কি দেখে ফুড়ায় ঐবন !

### মিষ্ট্র কালাংড়া—খেয়টো ।

এক স্থল কে হুটালে (কানমে) ।  
 লজা পাতার এক হাসিতরঙ্গ, বহি কে উঠালে ।  
 সন্ধানীত বিয়ে হবে, কুলোয়া গুনোছে হবে,  
 সে কথা কে রটালে !

### মিষ্ট্র জয়জয়ন্তী—খেয়টো ।

আমাদের সখিরে কে নিরে যাবে রে !  
 তারে কেড়ে নেব, ছেড়ে দেব না ।  
 কে আমে কোথা হাতে কে এসেছে,  
 কেন সে হোদের সখী মিড়ে আসে, দেব না ।  
 সখীয়া পথে গিয়ে দাঁড়াবে, হাতে তার কুলের বাঁধন অড়াব,  
 বেধে তার রেবে দিব কুম্ভম বনে,  
 সখিরে নিয়ে যেতে দেব না !

### মুলতানি—কাওয়ারি ।

কোথা ছিলি লজনি মো,  
 মোর। যে তোরি ভরে বাসে আছি কাননে ।



এস শখি, এস হেথা বসি বিজনে,  
জাঁপি জরিয়ে হেরি হাসি মুখানি ।  
আজি সাজায সখীয়ে সাব মিটারে,  
চাকিব শুধুখানি কুন্দুয়েরি কুবণে,—  
গগনে হাসিবে বিধু, গাহিব হুহু মৃহু,  
কাটায ঐষোহে চানিদী ঘামিনী !

বেহাগ—তাল ক্ষেত্ৰতা ।

মধুর মিলন !  
হাসিতে মিলেছে হাসি নয়নে নয়ন ।  
মর-মর মুহুবাণী মর-মর মরমে,  
কপোলে দিলায় হাসি সুমধুর নয়নে ;  
নয়নে অপর ।  
ভাষাগুলি চেমে আছে, কুন্দুয পাছে পাছে,  
যাতাস চুপি চুপি কিরিছে কাছে কাছে ।  
বালাগুলি গেঁথে দিয়ে, আঁড়ালে লুকাইরে,  
সখীরা মেহাবিব দৌহার আনন,  
হেসে আকুল হল বকুল কামদ—  
( আশ্রয়ি হরি ) !

## কালিাংড়া—আড়াখেমুটা ।

কেষে বা বেষে বা বেষে বা মো জোর

পাধের কাননে মোর,

(আঁকায়) পাধের কুহুর উঠেছে ফাটায়

যলর বহিছে সুরক্তি ফুটিয়ায়ে—

(হেথা) জোড়না ফুটে, তটিনী ফুটে,

এমোমে কানন জোর ।

আর আর নখি আর লো বেধা, ফুলনে কবির ননের কথা,

তুলিব কুলুর ফুলনে মিলি রে,

(শুধে) পাণিব ঘালা, পণিব ফারা, করিব রজনী জোর ।

এ কাননে বসি পাণিব পান, শুষের স্বপনে কাটাও এণ,

খেলিব ফুলনে ননের খেলা রে,

(এণে) রহিবে বিনি দিবস নিখি আধো আধো দুখোয় !

## মিল্ল—একতালী ।

ফুলে ফুলে চলে চলে বহে কি বা সুদুয়ার—

তটিনী হিরোল ফুলে কলোলে চলিয়া যায় ।

লিক কি বা ফুলে ফুলে ফুল ফুল ফুল গায়—

কি আদি কিসের লানি এণ করে হায় হায় !

### বেহাগ—খেম্‌টা ।

ও কেন ছুরি ক'রে চায় ।  
 হুকোতে দিয়ে হাসি, হেসে পলায় ।  
 বনপথে হুলোর ঘেলা, হেলে হুলে করে খেলা—  
 চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিবে যায় ।  
 কি যেন সানের মত বেয়েছে কানের কাছে,  
 বেন তার ঐশ্বের কথা আধেক খামি বোমা গেছে ।  
 গাধেতে বেতে চলে, মাগাটি পেছে ফেলে—  
 পরাগের আশাগুলি গাঁথা বেন তায় ।

### ভৈরবী—খেম্‌টা ।

এবার সখি সোনার মৃগ  
 দেয় মুক্তি দেয় ধরা ।  
 আয় গো তোরা পুরাননা,  
 আয় সব আঁর ধরা ।  
 ছুটেছিল শিয়ালভয়ে,  
 মরাটিকা বারির তরে,  
 ধরে' তারে কোবল করে  
 কট্টন কাঁসি পরা' ।

দয়ামাত্রা করিস্নেহে গৌ,  
 ওপের ময় সে বারি।  
 দয়ার দোহাই মানবে না গো,  
 একটু পেলেই ছাড়া !  
 বাধন-কাটা বকটাকে,  
 যারার কীমে কোলাও পাকে,  
 ভুলাও তাকে বাণির ডাকে  
 বুদ্ধিবিচারহরা !

বাউলের তুর ।

ভোবরা লুপাই ভালো !

( যার অভূষ্টে কেন্নি ভুটেছে, সেই আশাহেত ভালো । )  
 আমাদের এই আঁধার ঘরে সজ্জা-ঐক্য আলো ।  
 কেউ বা অতি অলসল, কেউ বা মন ছলছল,  
 কেউ বা কিছু ধরন করে, কেউ বা নিঃশ্বাসে ।  
 নূতন প্রেমে নূতন বধু, আপাতোড়া কেবল মধু,  
 পুরাতনে আর মধুর একটুকু ঘাঁঝালো ।  
 বাক্য ধ্বন বিদায় করে, চক্ষু এসে পায়ে ধরে,  
 কানের সঙ্গে অহুহাথে লুপান ভাগে ভালো ।

আমরা ভূমি তোমরা স্থা, তোমরা ভূমি আমরা স্থা,  
তোমরা কথা বলতে কবিতা কথা বুরাণো ।  
যে মুষ্টি নয়নে জাগে, সবই আমার ভাল লাগে,  
কেউ বা বিবি পৌরবরণ কেউ বা বিবি কালো !

সিদ্ধু—ভৈরবী ।

জগা স্বপ্ন-বনের শিকারী !  
বিহে তারে জালে ধরা, যে তোমারি তিথারী ।  
সহস্রবার পারের কাছে, আপমি যে অস য'ই আছে,  
নয়নবানের বোঁচা খেতে সে যে অনধিকারী !

ললিত—একতালি ।

যেতে হবে আর ঘেরি নাই ।  
পিছিয়ে পড়ে বুঝি কত সঙ্গীরা যে পেল সবাই ।  
আর রে ভবের খেলা সেয়ে, আঁখায় করে এসেছে রে,  
পিছন দ্বিরে ধারে ধারে কাহার পানে চাহিসু রে জাই ।  
খেলছে এল ভবের নাটে, নতুন লোকে নতুন খেলা,  
হেথা হতে আর রে মরে' নইলে তোরে যাবুবে ঢেলা ।  
নামিরে সে রে প্রাণের বোঝা, আরেক দেশে চমু রে সোজা,  
নতুন করে বাধুবি খাসা, নতুন খেলা খেলুবি সে ঠাই ।

### ফাকি ।

তার হাতে যে ধরা যেন তার ।

( তাই ) তাবুতে আমার বেলা তার ।

জান দিকতে তাকাই যখন, বারের লাপি কাঁধেরে যন,  
বারের দিকে কিবুলে তখন বখিষ ডাকে আর রে আর !

### রাবপ্রসাদীন্দ্র ।

আমিই শুধু রইছ বাকি !

যা ছিল তা গেল চলে, তৈল বা 'তা' কেবল ফাকি !

আবার বলে ছিল যারা, আর ত তারা দেয় না দাড়া,

কোথায় তারা কোথায় তারা, কোঁদে কোঁদে করে ডাকি !

বলু কোঁচি বা শুধাই তোরে, আবার কিছু রাখলি নে রে,

আমি কেবল আমার মিয়ে, কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি !

### বিভাগ—একতারা ।

সারা বরষ দেখিনে, মা, বা জুই আমার কেমন তারা ।

নয়নভারা হারিয়ে আবার অন্ধ হল নয়ন তারা ।

এলি কি পাবানী তরে, দেখে ব তোরে আঁখি তোরে,

কিছুতেই পাবে না যে মা, খোঁড়া এ নয়নের তারা ।

### ভৈরবী—ঝাঁপতাল ।

আজ তোমায়ে দেখ্‌তে এলেন অনেক দিনের পরে ।  
 তর নাই ক স্থখে থাক, অধিক অশ থাক্‌ব না ক,  
 আসিয়াছি হু' মনের ভরে ।  
 দেখ্‌ব শুধু সুখখানি, শুধু দুটি মধুর বাণী,  
 আড়াল থেকে হাসি দেখে চলে যাব বেশান্তরে ।

### ধট—ঝাঁপতাল ।

আমার বাবার সময় হল, আমার কেন রাখিল ধরে,  
 চোখের কলের বাধন দিলে থাকিলে আর হারা তোরে ।  
 ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি, কিয়িহে যে তোর মদন ছুটি,  
 নাম ধরে আর ভাকিলে তাই, যেতে হবে বহু করে ।

### ঝিঁঝিট ধান্দাজ—তাল খেমটা ।

হেদেগে। নন্দরাণী,  
 আমায়ের জামকে ছেড়ে গাও ।  
 আমরা রাখাল-বালক ঠাণ্ডিরে করে  
 আমায়ের জামকে দিলে গাও ।

ছেয় বোৱা একান্ত হৰা পুৰিয়া উঠে,  
 কুল কুটেছে বনে,  
 আশয়। ণ্ডাকতে মিলে গোৰ্ণে বায়  
 আজ কৰেছি বনে।  
 ৩ গৈ, পীতৃকণ্ডা পৰিৱে তাৰে  
 কোলে নিয়ে আয়।  
 তার হাতে দিও বোহম বেণু,  
 নুপুৰ লিখ পাৰ।  
 বোহমৰ বেলাই পাছৰ তলার,  
 নাচ'ব মোৰা সবাই মিলে।  
 বাক'বে নুপুৰ কণ্ঠস্থ,  
 বাক'বে বাপি যথুৰ বোলে।  
 বনকুলে গাঁও'ব মালা  
 পৰিয়ে দিব স্নানেশ্বৰ পালে।

মুলতান—আড়া থেমুটা।

বুৰি বেলা যয়ে বায়,  
 কাননে আয়, তোৰা আয়।  
 আনোতে কুল উঠ'ল কুটে, জায়ায় কৰে পড়ে বায়।



সাব ছিল যে পরিমে দেব, মনের যত্নে খালা পৌঁখে,  
কই সে হল খালা গাঁধা, কই সে এস ঘর ।  
ঘরনার চেউ থাকে বঁগে, বেলা চলে যায় ।

### ভৈরবী ।

কথা কোসনে লো রাই, ভ্রামের বড়াই বড় বেড়েছে ।  
কে আমে ও কেনস করে বন কেড়েছে ।  
জু ধীরে বাজার বাশি, জু হানে নতুন ঘাসি,  
গোপিনীনের লগন দিবে তবে ছেড়েছে ।

### ঝিকিট ।

বমে এমন মুল ফুটেছে  
মান করে থাকা আজ্ কি লাভে ?  
মান অভিমান আলিয়ে দিয়ে  
চল চল ফুল বারে !  
আজ কোকিলে মেয়েছে ফুল,  
ফুল ফুল,  
আজ, কাননে ঐ বাশি বাজে !  
মান করে থাকা আজ্ কি লাভে ?

আজ যদুরে শিশাবি যদু,  
 পরাণ বধু  
 চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে !  
 হান্ন করে থাক। আদু কি সাজে !

মিষ্ট্র ।

যদি শো যরি,  
 আমার বাঁশিতে ডেকেছে কে !  
 জেবেছিলেম যবে রক্ত, কোথাও বাণ দ্য,  
 ঐ যে বাহিরে খোঁজিল বাঁশি বল কি করি !  
 জমেছি কোন্ কুজবনে যদুনা-তীরে,  
 সাঁকের বেলা বাক্যে বাঁশি ধীর সর্দীরে,  
 ও গো জোরা জামিন্ যদি পথ ব'লে দে ।  
 আবার বাঁশিতে ডেকেছে কে !  
 সেখিনে তার মুখের হাসি,  
 ( তারে ) ফুলের হাল্য পড়িয়ে আসি,  
 ( তারে ) ব'লে আসি, জোয়ার বাঁশি  
 ( আমার ) গ্রাণে বেছেছে !  
 আবার বাঁশিতে ডেকেছে কে !

কিঁকিটী খাখাজ—একতারা ।

বাজিবে বাধি, বাধি বাজিবে,  
 ছন্দমরাজ মনে বাজিবে ।  
 বাচন রাশি রাশি, কোথা বে বাধে তাসি,  
 অধরে লাজ হাসি বাজিবে ।  
 অয়মে ঐধিকল, করিবে ছলছল,  
 সুখবেহসা যনে বাজিবে ।  
 মরমে মুরছিয়া, মিলাতে চাবে ছিয়া,  
 সেই চরণ-বুগ-বাজীবে !

মিঞামোল্লায়—একতারা ।

যদি আসে তবে কেন যেতে চায় !  
 দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায় ?  
 চেরে থাকে কুণ, কয়র আকুল,  
 বাঁচু বনে এসে খেলে বাই !  
 ধরে রাখে, ধরে রাখে,  
 সুখ পাবী কাকি দিগে উড়ে যায় ।  
 পবিকের বেশে, সুখনিশি এসে,  
 বলে হেসে হেসে, বিশেষ বাই !

কেনে থাক, কেনে থাক,  
বয়সের সাথ নিমিষে হিলায় !

কেনারা ।

যোগি হৈ, কে তুমি হুঁচি আশমে !  
বিভূতি-ভূষিত ক্ষত্র দেহ,  
বাতিছ পিক-বগনে !  
মহা আনন্দে পুত্রিল কার,  
গদা উধলি উছলি যায়,  
কালে শিশু-শলি হানিয়া চায়,  
কটাছুট ছায় গগনে !

শিশু শিকু—একতারা ।

ঐ বুঝি বাশি বাজে,  
বলবাক্যে, কি বলবাক্যে !  
বলত বায় বহিছে কোথায়,  
কোথায় ফুটেছে ফুল !  
বল বো সন্ধানি, এ জ্বল হুজুরী  
কোন্‌মুণ্ডানে উছিন্নাছে ?  
বলবাক্যে, কি বলবাক্যে !

যাব কি যাব না, যিছে এ ভাবনা,  
 যিছে য়ি শোকলাছে !  
 কে জানে কোথা সে, বিরহ হৃদয়ে  
 ফিরে অভিলার-সাজে,  
 বলমাধে, কি মনষাজে !  
 মিশ্র—একতাল।

যবের ছুয়োর খোলা পেয়ে,  
 ছুটেছে সব ছেলে বেয়ে !  
 হরিবোল্ হরিবোল্ !  
 রাজ্য ছুড়ে বস্তু খেলা,  
 মরণ-বাচন অবহেলা,  
 ও ভাই, সবাই মিশে গোপটা দিলে,  
 সুখ আছে কি শরীর চেয়ে !  
 হরিবোল্ হরিবোল্ !  
 বেজেছে ঢোল বেজেছে ঢাক্,  
 ঘরে ঘরে গুঞ্জেছে ডাক্,  
 এখন কালকর্ণ্য তুলোতে বাক্,  
 ফেঁকে কোক সব আর রে বেয়ে !  
 হরিবোল্ হরিবোল্ !

সাজা একা হবে জড়,  
 থাকবে না আর ছোট বড়,  
 একই কোণের মুখে তানবে স্নেহে,  
 বৈতরণীর নদী বেয়ে !  
 হারিয়েযাও হারিয়েযাও !

### গৌরী—কাণ্ডওয়ালি ।

আমি	নিশিদিন তোমায় ভাববামি,
ভূমি	অবসর মত বাসিয়ে !
আমি	নিশিদিন হেথায় বাসে আছি,
তোমায়	যখন বনে পড়ে আসিয়ে !
আমি	সারানিশি ভোয়া লাগিয়া,
স্বপ্ন	বিরহ শরনে জাগিয়া,
ভূমি	মিনিদের তবে প্রভাতে
এসে	সুখপানে চেয়ে বাসিয়ে !
ভূমি	চিরদিন যদুপবনে,
রিত	বিদগ্ধিত ঘন-ভবনে,
বেরে	বসেযেত পথ বরিয়া,
ভূমি	নিজ সুখ-মোহে আসিয়ে !

যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া,  
 তবে আমিও চলিব তানিয়া,  
 যদি হুয়ে পড়ি তাহে কতি কি,  
 ধোর স্বতি দব হতে বাশিয়ো !

বিভাস—একতালা ।

বধু, তোমায় করুব রাণা তরুতলে ।  
 বনজুলের বিনোদমালা দেব সঙ্গে !  
 সিংহাসনে বসাইতে,  
 জয়ধ্বামি দেব পেতে,  
 অভিষেক করুব তোমার আশিষলে !

সিদ্ধ ।

আমি একলা চলেছি এ তবে,  
 আমার পথের গছান কে তবে ?  
 ভয় দেই, ভয় দেই,  
 ষাও আগুন মনেই,  
 যেমন, একলা মধুপ খেবে হার  
 কেবল ছলের সৌভে ।

ভৈরৱে !—একতালা ।

উলম্বিলী নাচে রণরঙ্গে ।

আমরা দুতা করি সঙ্গে !

দশদিক্ অধার করে মাতিল হিন্দু-বসনা,

অনে অস্ত্র-শিখা ব্রাণ্ডা রসনা,

দেখে বহিরাগে ধাইছে পতচে !

কালো কেশ উড়িল আকাশে,

রবি সোম সূর্য্য তরাসে,

রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,

ত্রিভুবন কাপে কুলতলে !

মিলে—সিন্ধু ।

গুপ্তো গুরবাসী,

আমি ধারে পাড়গে আছি উপবাসী ।

ছেড়িতেছি স্তম্ভবেলা, যবে যবে স্তম্ভ খেলা,

শুনিতছি সান্নিবেদ্য হৃদয়তঃ বীণা !

চাহি না অনেক ধন, বধ না অধিকক্ষণ,

যেহা হতে আসিতাছি সেহা বাঁধ জাণি !



তোমরা আনন্দে হবে, মন মন উৎসবে,  
কিছু জান নাহি হবে গৃহতরা হাসি !

ভৈরবী—একতারা ।

বাঁধতে আরও পাখুলি মে বা, পাখুলি টেক ?  
কোলের গজালেয়ে ছাড়লি টেক ?  
গোদী খাছি অনেক দোবে, ছিলি বলে কণিক রোদে,  
মুখ ত কিরালি শেবে, অতঃপর কাড়লি টেক ?

বাহার ।

বসন্ত আঙল রে !  
বগুকের গুন গুন, অমৃতা যজ্ঞরী  
কাঁদে ছাঙল রে ।  
গুন গুন সললী, হৃদয় প্রাণ মন  
বয়খে আঁকুলে ফেল,  
অন্য অর দিকলে দুখ জালাই সব  
দূর দূর চলি গেল ।  
সখিরে, উছলত প্রেমকরে অব  
চলতল বিহবল প্রাণ,

মিথিল ভদ্রং অনু হরুণ-ভোর ভই  
 গার ব্রহ্মস-ব্রহ্ম গান ।  
 কহিলে আকুল বিকট কুসুমকুল  
 প্রায়ক আলিহ ডাকি,  
 প্রায় নার বরি, প্রায় প্রায় করি,  
 পাণ্ডিত নত নত পাবী :  
 বসন্ত-কুণ-ভুজিত জিহুবন  
 কহিলে - সুখিনী চাখা,  
 কহিলে সো প্রিয়, কহি সো প্রিয়তম,  
 গুহি-বসন্ত সো বাবা ?  
 ভায়ু কহত অস্তি গহন দ্রয়ন অব,  
 বসন্ত সমীর স্বাসে,  
 যোহিত বিহ্বল চিত্ত-কুণ্ডল  
 কুল বাশনা-বাসে ।

তৈরবী :

গুহন গুহন বালিকা,  
 গাথ কুসুম মালিকা,  
 কুল কুল ফেরত সখি প্রায়চল নাহিলে ।

ফুলই ফুলই ফুলরী,  
 ভবন কিবুই শুভরী,  
 আলস-বদন বহরি যায় ললিত গীত গাহিরে ।  
 শশি-সনাথ বাহিনী,  
 বিগ্ন-বিগ্ন কানিনী,  
 কুহুযহার ভইল তার কলর তার গাহিরে,  
 অবর উঠই কাণিয়া,  
 বধি-করে কপ্ত আগিয়া,  
 কুহুভবনে পাণ্ডিয়া কাহে গীত গাহিরে ।  
 দুই সময় সঙ্কে  
 কুহুগি শিখিল অঞ্চলে,  
 চকিত কলর চকলে কানন-পথ চাহিরে ;  
 কুহুপানে হেরিয়া,  
 অকুহুগি ডারিয়া  
 তাহে গার শ্রুতকুহু কামচক্রে গাহিরে ।

সুখ ।

সকলি সকলি আধিক্যে  
 দেখে অবহা চাহিয়া,

হুতুল গম্বুজ ছায়া আঁচেয়ে  
 হুতুল পান চাহিয়া ।  
 পিনহ কটকিত কুমুদ হারি,  
 পিনহ নীল আভিষা  
 কুমুদ সিঙ্গুর বেকে  
 সৌধি করহ রাঙিয়া ।  
 সহচরি সব নাচ নাচ,  
 বিলম্ব গীত পাওয়ে ;  
 চকম মঞ্জীর রাব  
 কুম গগন ছাঁচেয়ে ।  
 মজনি অব উজার বঁহিন  
 কমল দীপ জ্বলিয়া,  
 সুরভি করহ কুম ভবন  
 গন্ধ সলিল ঢালিয়া ।  
 মল্লিকা চলেগি বেশি  
 কুমুদ তুলহ বাগিকা,  
 ধাঁধ ঘুঁধি, ধাঁধ জাতি,  
 ধাঁধ বকুল হাজিকা ।  
 ভূবিত-ময়ন ভাঙ্গসিঙ  
 কুম-পথ চাহিয়া,

মুহুর পদম ভ্রাম আওরে  
মুহুর পান পাহিরা ।

কিঁকিট ।

গহন কুমুদ-কুণ্ড মাঝে  
মুহুর মধুর বংশি বাজে,  
বিলসি ত্রোস লোকলাঞ্জে,  
সজনি, আও আও গো ।

অঙ্গে চাঁক নীল বাস,  
কদম্বে এগয় কুমুদ রাশ,  
হরিণ মেত্রে বিমল হাস,  
কুণ্ড বনবে আও গো ॥

চালে কুমুদ শ্রুত-ভায়,  
চালে বিহগ কুমুদ-লাগ,  
চালে ইন্দু অমৃত-ধার  
বিমল রক্ত তপ্তিরে ।

যক্ষ বন্দ কুমুদ গুণে,  
অমৃত কুমুদ কুণ্ডে কুণ্ডে,  
কুটল সজনি পুণ্ডে পুণ্ডে  
বহুল সুখি জগতিয়ে ॥

বেধ সজনি, জ্ঞানপ্রায়,  
 নয়নে প্রেম উল্লস ঘায়,  
 মধুর বদন অমৃত সদন  
 চন্দ্রনায় মিলিছে ।  
 আঁও আঁও সজনি-ব্রত,  
 হেরব সখি ত্রিপুরাবিন্দ,  
 জ্বালাকো পদারবিন্দ  
 তাড়নিত বন্দিছে ॥

### বেহাগ ।

আজ সখি মুহু মুহু  
 গাহে পিক কুহু কুহু,  
 কুহুবনে হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ  
 হোঁহার পানে চায় ।  
 দুখন-মদ-বিলসিত,  
 পূমকে ছিয়া উলসিত,  
 অবশ শুধু অলসিত  
 হুঁ হুঁ কহু ঘায় !

আজু বধু চাঁদনী  
প্রাণ-উনযাদনী,  
নিখিল পথ গাঁধনী,  
নিখিল ভাই লাজ ।

বচন বৃহৎ অরম্বর,  
কাঁপে ত্রিভু পরম্বর,  
বিহরে তম্ব জরজর  
কুসুম-বন স্বাক !

মলয় বৃহৎ কলসিছে,  
চরণে মছি চঙ্গসিছে,  
বচন মূঢ় বলসিছে,  
অকল লুটায় !

আধকুট শতদল,  
ধায়ুভরে টলমল,  
আঁখি লহু চলচল  
চাহিতে নাহি চায় !

অলকে কুল কাঁপয়  
কপোলে পড়ে কাঁপয়,  
ময়ূ অনলে ভাপতি  
বনসি পড় পায় !

কপুই শিরে ফুলদল,  
বম্বো বহে কলকল,  
হাসে শশি চন্দ্রচল  
ভালু মরি যায় !

মঞ্জার।

সজনি গো—

শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা,  
দিলীপ বাঁহিনীয়ে ।  
কুঙ্গপথে সধি, টেকসে যাওব  
অবল্য কাঁহিনীয়ে ।  
উদয় পবনে যবুনা তর্জিত  
ধন ঘন গর্জিত ঘেহ ।  
বাকত বিদ্যুত পঞ্চতরু স্তম্ভিত,  
ধরহর কম্পিত ঘেহ ।  
ঘন ঘন রিম্ রিম্ রিম্ রিম্ রিম্ রিম্,  
বরখত নীরদ পুঞ্জ ।  
ঘোর গহন ঘন ভালে ভমালে,  
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ ।



খোল ত সজনী এ ছকখোপে

ভুলে মিথস্র কাম,

দারুণ বানী কাহ বজায়ত

সকল রাধা নাথ ।

সজনি—

যোতিষ ছায়ে বেশ বন্য দে

সৌখি লগা দে তালে ।

উত্তরি বিলোনিত শিখিল চিকুর যম

বাধহ যালত মালে ।

খোল ছয়ার তরা কবি মহিরে,

ছোড় সকল ভরলাজে,

হয়হ, বিহগলম ঝটপট করতহি

পঙ্কর-পিঙ্কর মাঝে ।

গহন রমনয়ে য বাও খালা

মখল কিলোর-ক পাণ ।

পন্নজে ঘন ঘন, বহ ভর খাণ্ডব

কহে ভাই তব দাস ।

## আজ্ঞার খেলা ।

### প্রথম দৃশ্য ।

কানন ।

মারাকুমারীগণ ।

শিশু—এককাল ।

- সকলে । ( ঘোরা ) জলে ফুলে কত ফুলে মারাকুমারীগণ ।  
ঐশ্বৰ্য্য । ( ঘোরা ) স্বপন রচনা করি অংশ নয়দ ভরি ।  
দ্বিতীয়া । গোপনে হৃদয়ে গলি কুহক-আসনে পাতি ।  
তৃতীয়া । ( মোরা ) হৃদয়-ভরসে ফুলি বসন্ত-সমীরে ।  
ঐশ্বৰ্য্য । চুরাশ কাগায়, এগে এগে, আধ-ভালে, ভাঙা গালে,  
সবর গুহ্যকুল বকুলের পাতি ।  
সকলে । ঘোরা মারাকুমারীগণ ।  
দ্বিতীয়া । নরনারী হিয়া মোরা বাধি মারাপানে ।  
তৃতীয়া । কত ফুল করে তারা, কত কীমে হাসে ।

প্রথম। বাঁরা কয়ে ছারা গেলি মিলনের বাঁবে,

আনি মান অভিমান ।

দ্বিতীয়া। দ্বিরহী স্বপনে পান মিলনের সাধী !

সকলে। মোরা মায়াফল গীৰি ।

প্রথম। চল, সখি, চল !

ক্লেশ-পশন-ধেন্য। বেলাবে চল !

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। নবীন হৃদয়ে ঋচি মন প্রেম-ছল,

প্রয়োদে কণ্ঠীর নখ বসন্তের স্রাবি ।

সকলে। মোরা মায়াফল গীৰি ।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য ।

গৃহ ।

পদনোবুখ অবর : শান্তার প্রবেশ

ইদম কলাশ - একতালি ।

শান্তা । পদহারী কুমি পথিক ঘেন গো স্নেহের কাননে,  
গণে। যাও, কোথা যাও ।  
স্নেহে চল চল বিবল বিভল পাগল নয়নে,  
কুমি চাও, কারে চাও !  
কোথা পেছে তব উদাস হৃদয়,  
কোথা পড়ে আছে ধরনী !  
যাত্রাপ্র তরঙ্গী বাহিনী যেম গো  
যাত্রাপুরী পানে যাও !  
কোন্ দাঙ্গাপুরী পানে যাও !

হিস বাহার - কাণ্ডালি ।

অবর : জীবনে আজ কি প্রথম এল যশস্ব ।  
নবীন বাসনা ভরে ছহয় কেমন করে,  
নবীন জীবনে হল জীবন্ত !

সুখভরা এ ধরার হন বাহিরেতে চায়,  
কাহারে বলিতে চায় হৃদয়ে !  
তাহারে বুঝিব দিঙ্-দিশত ।

মায়াবুমারীগণের প্রবেশ ।

কাফি—বেরট ।

সকলে । কাছে আছে বেধিতে না পাও !  
তুমি কাহার লজ্জায়ে নুরে বাও !

মিন্না বাহার—কাওলানি ।

অবহ । ( শাস্তার প্রতি । ) যেমন দখিলে বায়ু ছুটেছে !  
কে জানে কোথায় কুল কুটেছে ।  
তেমনি আমিও সখি বায়ু,  
না জানি কোথায় দেখা পাব !  
কার সুখস্বর নাইবে, অগতির দৌলত বাক্যে,  
প্রভাত জাপিছে কার নয়নে !  
কাহার প্রাণের প্রেয় অনন্ত !  
তাহারে বুঝিব দিঙ্-দিশত । [ প্রস্থান ।

কাকি—বেশটা ।

মারাকুমারীগণ । মনের মত কারে খুঁজে মর,  
সে কি আছে ভূবনে,  
দে শু রয়েছে মনে !  
ওগো, মনের মত দেই ত হবে,  
তুমি শুভকৰ্ণে যাবার পানে চাও !

মিল কাপাল—কাণ্ডবাসি

শাস্ত্রী : { নেপথ্যে চাহিয়া }  
আমার পরাম যাহা চায়,  
তুমি তাই, তুমি তাই গো ।  
তোমা ছাড়া আর এ জগতে  
মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো ।  
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,  
যাও, সুখের সন্ধানে যাও,  
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় বাক্যে,  
আমি কিছু নাহি চাই গো !  
আমি, তোমার বিরহে রহিব বিলীন,  
তোমাকে করিব বাল,

দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রুম্মী,  
 দীর্ঘ বরষা যাস !  
 যদি আর কাগে কালবাস,  
 যদি আর কিরে নাহি আস.  
 তবে, তুমি যাহা চাও, তাই ধেন পাও,  
 আমি যত দুখ পাই সে !

কাহি—খেলু !

( মেপথে চাহিয়া )

মাঝাকুসারীগণ । কাছে আছে দেখিতে না পাও ।

তুমি কাহার সন্ধ্যা হুইয়াও !

প্রথম । মনের মত করে খুঁজে বের !

দ্বিতীয় । সে কি আছে কুবনে !

সে যে রয়েছে মনে !

তৃতীয় । ওগো মনের মত সেই ৯ হবে,

তুমি শুক্লপে যাহার পানে চাও !

প্রথম । তোমার আপনার যে মন, দেখিলে না তারে !

দ্বিতীয় । তুমি যাবে কার দ্বারে !

তৃতীয় । যাও চাবে তবে পাবে না,

যে মন তোমার আছে, যাবে তাও !

## তৃতীয় দৃশ্য ।

কানন ।

প্রমদার সঙ্গীপন !

বেয়াল—এখনি ।

- প্রথম । সখি, সে পেল কোন্‌দায় !  
তারে ডেকে নিয়ে আয় !  
সকলে । দাঁড়াও যিরে তারে তরুতলায় ।  
প্রথম । অ্যাকি এ মধুর সীকে, কাননে ফুলের দানে,  
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব ভায় !  
দ্বিতীয়া । আকাশে তারা ফুটেছে, নবিনে বাতাস ফুটেছে !  
পাখীটি ঘূষঘোরে গেরে উঠেছে !  
প্রথম । আয় লো, আমন্দ-হরি, মধুর বসন্ত লয়ে,  
সকলে । লাবণ্য কুটাবি লো তরুতলায় !

প্রমদার প্রবেশ ।

দেব—কাণ্ডানি ।

- প্রমদা । দেলো, সখি দে, পরাইয়ে গলে,  
সাগের বকুলকুলহার ।



আবহুট' সু'ইগুলি, বতনে আনিয়া তুলি,

গাঁথি গাঁথি সাহায়ে যে বোরে,

কবরী ভরিরে সুলভার !

তুলে দেলো ঢকল সুন্দর

ফপোলে পড়িছে বায়েবায় !

প্রথম। আচ্ছি এক শোভা কেন ! আমলে বিবশা বেশ !

দ্বিতীয়। বিআবরে হাসি নাহি ধরে !

লাববা করিহা পড়ে ধরাভালে ।

প্রথম। গছি, ভোতা দেখে যা, দেখে যা,

তরুণ তরু, এত রূপরাশি

যহিতে পারে না বুকি আর ।

দ্বিতীয়—একতারা ।

তৃতীয় সখী। গছি, যহে গেল বেলা, শুধু হাসি বোলা,

এ কি আর ভাল লাগে !

আকুল তিয়ায়, প্রেমের পিয়াস,

প্রাণে কেন নাহি মানে !

কবে আর হবে থাকিতে জীবন,

জীবিতে জীবিতে মদির মিলন,

যথু হৃদাশে যথুর দহন,

দিত-নব অধুরাগে !

ভরল কোবল শয়নের জল,  
 নরনে উঠিবে ভাসি ।  
 সে বিষাদ-সীরে, শিবে বাবে বীরে,  
 প্রবর চপল হাসি ।

উদাস শিখাস আকুলি উঠিবে,  
 আশা নিরাশার পরাণ টুটিবে,  
 মরমের আলো অগোপনে ফুটিবে,  
 মরম-অরুণ-রাগে ।

খিতাব—একতারা ।

প্রশ্না । ওমে! রেখে দে, সখি, রেখে দে,  
 মিছে কথা ভালবাসা ।  
 স্বপ্নের বেদনা, সোহাগ বাতনা,  
 বুঝিতে পারি না তাবা !

জ্বলের বাধন, গাধের কামন,  
 পরাণ নীপিতে আগের লাবন,  
 'লহ' 'লহ' বলে পরে আরাধন,  
 পবনের চরণে আশা ।

তিলেক ঘরশ গরশ ঘাপিলা,  
 বরষ বরষ কাতমে লাগিলা,  
 পরের মুখের হাসির লাগিলা  
 অলস-সাগরে তাসা' !  
 জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া  
 জীবনের সুখ নাসা' !

মিলন—সংগীতাল ।

ময়নাকুমারীগণ । প্রেমের ঝাঁদ পাড়া ছুবনে,  
 কে কোথা থরা পড়ে, কে জানে !  
 পরব সব হারি অধনু টুটে যায়,  
 সলিল ব'হে যায় নরমে !

### কুমারের প্রবেশ ।

হাতাঘট—বাঁপতাল ।

কুমার । ( প্রবেশের প্রতি ) যেও না, যেও না কিরে ;  
 পাড়াও, বারেক পাড়াও রুম-আগমে !  
 চঞ্চল সখীর সম কিরিছ কেন,  
 কুসুমের কুসুমে, কানমে কানমে !

তোষায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারিনে,  
 তুমি পঠিত বেন স্বপ্নে,—  
 এস হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি,  
 ধরিয়ে রাখি যতনে !

প্রাণের মাকে তোমারে ঢাকিব,  
 কুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,  
 তুমি দিগন্ত দিগন্তি রহিবে শিশি,  
 তেমিল প্রেম-ধরনে !

বঙ্গবাহাদুর—কায়স্থালি ।

প্রথমদা । কে ডাকে ! আমি কতু ফিরে নাছি চাই !  
 কত কুল ফুটে উঠে, কত সুল যায় টুটে,  
 আমি গুপু বহে চলে যাই ।  
 গরল পুলক-রস-ভর্য রেখে যাই, নাছি ঘিই ধরা ।  
 উড়ে আসে সুলবাস, লভাপাতা ফেলে হাস,  
 বনে বনে উঠে হা ছতাল,  
 চকিতে গুলিতে তুণু পাই,  
 চলে যাই ।  
 আমি কতু ফিরে নাছি চাই !

## অশোকের প্রবেশ ।

পিলু—বেলুটী ।

অশোক । এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি,

যারে ভাল দেখেছি ।

কুলাদলে ঢাকি মন যাব রাধি চরণে,

পাছে কঠিন পরবী পায়ে থাকে,

বেশ বেশ চরণ হারি যাবে,

না হয় হলে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে,

আমি ত ভেলেছি, অকূলে ভেসেছি !

ধোলাপ—বেলুটী ।

প্রমদা । শুকে বল, সখি বল, কেন মিছে করে ছল,

মিছে হাসি কেন, সখি, মিছে আঁখিজল !

জানিনে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সাগর,

কে জানে কোথায় সুখা, কোথা হলাহল !

সখীগণ । কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল,

বুকের বচন শুনে মিছে কি হইবে কল !

প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে ছেলাফেলা,

ফিরে যাই এই বেলা, চল, সখি, চল ।

[ প্রস্থান ।

মিসক—কপথ ।

ঝাঝঝাঝাঝাঝা । জেনেরে স্বামী পাতা ফুটনে ।  
 কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে ।  
 গরব সব হার কখন টুটে যায়,  
 সলিল ব'ধে যায় নয়নে !  
 এ লুপ-ধ্বংসীতে, কেবলি চাহ নিতে,  
 জ্ঞান না হবে হিতে আপনা,  
 স্নেহের ছায়া কেলি, কখন বাবে চলি,  
 ব্যগ্ৰবে সাধ কহি বেদনা !  
 কখন বাবে ধানী, গরব বায় ভালি,  
 পরাণ পড়ে আসি বাধনে ।

## চতুর্থ দৃশ্য ।

কানন ।

অমর, কুমার, অশোক ।

বেলাকলী—চিসে জেতালা ।

অমর । হিছে বুরি এ কগতে কিসের পাকৈ,  
নমের বাপনা বত নমেই থাকৈ ।  
বুঝিয়াছি এ মিথিলে, চাহিলে কিছু না হিলে,  
এরা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে ।  
এত লোক আছে, কেহ কাছে না ভাকে ।

গজলক্ষী—ক'পজল ।

অশোক । জারে দেখাতে পারিসে কেন গ্রাম ? ( দুদে গো )  
কেন বুঝাতে পারিসে হুদর বেদনা !  
কেনমে নে হেনে চলে যায়, কোন্ গ্রামে ফিরেও না চায়,  
এত সাথ এত প্রেম করে অপমান !  
এত বাধাভরা ভালবাসা, কেহ বেধে না,  
গ্রামে গোপনে রছিল !

এ প্রেম কুলুয যদি হস্ত, প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,  
 আর, চরণে করিতাম লাল !  
 বুঝি সে তুলে নিত না, শুকান্ত অনাদরে,  
 তবু তার সন্ধ্য বহু অবসান !

তৈরবা—স্বপন ।

কুমার । স্বপ্না, আপন মন নিয়ে কীদ্বিধে যদি,  
 পনের মন নিয়ে কি হবে ।  
 আপন মন যদি বুঝিতে নাহি,  
 পনের মন বুকে কে কবে ।

অম্বর । অবোধ মন লয়ে ফিরি তবে,  
 বাসনা কানে গোপে হাহা নখে ।  
 এ মন নিতে চাও দিয়ে ফেন,  
 কেন গে। নিতে চাও মন তবে ?  
 স্বপন সব সব ধানিয়ে। মনে,  
 তোমার কেত নাই এ জিহ্বাবনে ,  
 যে জন ফিরিবেছে আপন আশে,  
 তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে ।  
 নরন খেলি শুধু বেধে যাও,  
 জগৎ দিয়ে শুধু শাস্তি পাও ।



কুসার । তোমাতে মুখ তুলে চাহে না যে,  
খাঁকু সে আপনার গরবে !

বসন্ত—রূপক ।

অশোক । আমি, কেনে মনে দিব করেছি গান ।  
প্রাণের আশ। ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ !

যতই দেখি তারে ততই মছি,  
আপন মনোজ্ঞান। নীচবে লছি,  
তবু পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আসি,  
লইগো বুক পেতে অনল-বাণ !  
যতই আমি দিয়ে দহন করে,  
ততই বাড়ে তুমি প্রেমের তরে,  
প্রেক্ষ-অনুত ধায় ততই মাটি,  
যতই করে প্রাণে অশনি ধান !

কবিতা—কাণ্ডগতি ।

অমর । ভালবেশে যদি মুখ নাহি  
জবে কেন,  
তবে কেন মিছে ভালবাসা !

অশোক । মন দিয়ে মন পেতে চাহি ।

অমর ও কুসার । জগে কেন,  
জগে কেন মিছে এ দুঃদাশা !

অশোক । ছন্দে আলাপে বাস্তবীর শিখা,  
নয়নে সাজিয়ে যামা-মরীচিকা,  
ওধু ঘুরে মরি মরুভূমে ।

অমর ও কুমার । ওগো কেন,  
ওগো কেন যিহে এ পিপাসা ?

অমর । আপনি যে আছে আপনার কাছে,  
নিধির কপটে কি অভাব আছে !  
আছে যক্ষ নরীয়া, গুণাবিক্রম,  
কোকিল-কুজিত কুর !

অশোক । বিকটরূপের গুণ হইবে ঘায়,  
এ কি ধোর প্রেম অন্ধ রাহ প্রায়,  
জীবন যৌবন প্রাসে !

অমর ও কুমার । তবে কেন,  
তবে কেন যিহে এ কুরাশা !

বেলাকা—সাঁপতাল ।

বাসুকুমারীগণ । দেখ চেরে, দেখ ঐ কে আসিছে ।

টারের আলোতে কান হাসি হাসিছে ।

হৃদয় হৃদয় ফুলিরে লাও, প্রাণের বাঁধায়ে ফুলিরে লাও,  
জলপঙ্ক সাধে তার সুবাস ভাসিছে ।

## প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ ।

মিক কিংকট—গেঘটা ।

প্রমদা । সুখে আছি, সুখে আছি, ( সখা, আপন মনে ! )

প্রমদা ও সখীগণ । কিছু চেয়ে না, ঘুরে যেয়ো না,

তুধু চেয়ে দেখ, তুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি !

প্রমদা । সখা, মরমে শুধু জামায়ে প্রেম, সীরবে দিবে প্রাণ ।

রচিতঃ ললিত যথুর বানী অড়ালে পাৰে নান ।

গোপনে কুন্দিরা কুম্ভম গাঁধিরা রেখে যাবে ফালা পাছি !

প্রমদা ও সখীগণ । মন চেয়ে না, তুধু চেয়ে থাক,

তুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি !

প্রমদা । যথুর জীবন, যথুর রজনী, যথুর মলয় বাস !

এই মাধুরী ধার্য বহিছে আগনি, কেহ কিছু নাহি চায় ।

আমি আপনার কাছে আপনি ছায়া, আপন লৌরতে লাবা,

যেন আপনার মন, আপনার প্রাণ, আপনারে সঁপিরাছি !

মুন্সহান—একতাল্লা ।

অশোক । ভালবেসে হৃৎ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাত্তে !

প্রমদা ও সখীগণ । না না না, সখা, তুলিসে ছন্দমাত্তে !

কুমার । বন হাও, হাও, হাও, নখি, হাও গরের হাতে ।  
 প্রেমদা ও সখীগণ । না না না, মোরা, ভুলিনে ছলনাতে ।  
 অশোক । সূতের শিশির নিয়েছে শুকাই, সুখ চেয়ে হুখ কাল ;  
 আন, সমস্ত বিয়ল প্রেম ছল ছল নলিন নয়ন-পাতে ।  
 প্রেমদা ও সখীগণ । না না না, মোরা, ভুলিনে ছলনাতে ।  
 কুমার । রবির কিরদে সূচিয়া নলিনী আপনি টুটুই। ধাপ,  
 সুখ পায় তয় সে ।

চিত্র-কপিকা জনন, কে করে বহন চিত্র-শিশির রাতে ।  
 প্রেমদা ও সখীগণ । না না না, মোরা, ভুলিনে ছলনাতে ।

হাবীর-কণ্ঠদ্বারি ।

অমর । ওই কে গো হেসে চায় ! চায় প্রার্থের পানে ।  
 গোপন সদয়-ভনে, কি জানি কিসের ছলে  
 আলোক বানে ।  
 এ প্রাণ নৃতন করে কে যেম হেথানে মোয়ে,  
 বাজিল মরম-বীণা নৃতন তানে ।  
 এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণভরি বিকশিত,  
 তৃষা-ভরা তৃষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল !  
 কোন্ চাঁদ হেসে চাবে, কোন্ পাখী পান পাছে,  
 কোন্ সখীগণ বহে লতা-দিতানে ।

দিশ মাঝেবলী—তাল দেয়তা ।

প্রথম ।            দুত্রে দাড়িয়ে আছে,  
                          কেন আসে না ফাঁছে !  
 যা, তোরা বা সখি, যা ওরাগে,  
                          ওঁ আকুল অবশ আঁখি কি ধন যাচে ।  
 সখীগণ ।    ছি, ওপো ছি, হল কি, ওপো সখি !  
 প্রথম ।    লাল বাহ কে ভাঙিল, এত দিনে সন্নয় টুটিল !  
 স্ত্রীরা ।    কেননে যাব, কি শুধাব !  
 প্রথম ।    লালেক মরি, কি মনে করে পাছে !  
 প্রথম ।    বা, তোরা বা সখি, যা শুধাগে,  
                          ওঁ আকুল অবশ আঁখি কি ধন যাচে !

কালঃজা—বেস্টা ।

সারাক্ষরীণ ।    প্রোয়-পানে ধরা পড়য়েছ ছমানে,  
                          দেখ দেখ সখি চাহিয়া !  
 ছটি দুল খসে ভেসে গেল ঐই,  
                          প্রণয়ের জোত বাহিয়া !

দিশ হুট—একতাল্লা ।

সখীগণ ।    ( অবশের প্রতি ) ওপো, হেঁচি, আঁখি ফুলে ঢাও,  
                          তোয়ার চোখে কেন দুঃখোয় !

অমর । আহি কি যেন করেছি পান,  
কোন্ অদির রস-ভোর !  
আনার চোখে তাই বুঝেবো !

সবীশ । ছি, ছি, ছি !

অমর । শি, কতি কি !

( এ ভবে ) কেহ জানী অতি, কেহ ভোলা মন,  
কেহ গুচেন, কেহ অচেন,  
কাহারো নয়নে হামির কিরণ,  
কাহারো নয়নে ধোর !  
আনার চোখে শুধু বুঝেবো !

সবীশ । লখা, কেন গেল অচলপ্রায়,  
হেথা, দাঁড়ায়ে তরুছায় !

অমর । অবশ কলহপ্রায়, চরণ  
চলিতে নাহি চার,  
তাই দাঁড়ায়ে তরুছায় !

সবীশ । ছি, ছি, ছি !

অমর । শি, কতি কি !

( এ ভবে ) কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়,  
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,

কেহ যা আপনি স্বামীম, কাহারো  
চরণে পড়েছে জোর !  
কাহারো নয়নে লেগেছে বোভ !

বিধিৎ—কাওসালি ।

সদীপণ । ভবে যোথা গেল মা—চলে আয়, চলে আয় !  
ও কি কথা বে বলে দখি, কি চোখে বে চায় !  
চলে আয়, চলে আয় !  
লাল টুটে শেবে ধরি লাঞ্জে,  
যিছে কাজে,  
বরা দিবে মা যে, বন কে পারে তায় !  
আপনি সে জানে তার মন কোথায় !  
চলে আয়, চলে আয় !

[ প্রস্থান ।

কাণ্ডাকো—শেখটা ।

মাসাকুমারীকণ । প্রেম-পাশে বরা পড়েছে ফুলনে,  
দেখ দেখ দখি চাহিয়া !  
কুটি ফুল আসে ভেসে গেল ওই,  
এদয়ের স্রোত বাহিয়া !

চাষিনী বাবিনী, ধনু শরীয়া,  
 আধ ভূম ঘোর, আধ জাগরণ,  
 চোখোচোখী হতে বটালে প্রবাদ,  
 কুত আরে শিক পাহিয়া ।  
 দেখ দেখে সখি চাউয়া !

## পঞ্চম দৃশ্য ।

কামর ।

মিঃ সিঃ একতারা ।

অমর । বিবল ব্রহ্মনো, আনি যেন কাত  
 আশায় আশায় থাকি ।  
 ( তাই ) চমকিত মন, চকিত অশ্রু,  
 ভূষিত আকুল সীধি ।  
 চকল হয়ে বুঝিয়ে বেড়াই,  
 নদ্য মনে হয় বধি দেখা পাই,  
 “কে আসিছে” বলে চমকিত চাই,  
 কাননে ডাকিলে পাখী ।



জাগরণে ভায়ে না বেধিতে পাই,  
 থাকি স্বপনের আশে ;  
 স্বপ্নের আড়ালে যদি হুতা দেয়,  
 বাবির স্বপ্ন-পাশে !  
 এক ভালবাসি, এত যারে চাই,  
 মনে হয় না ত সে রে কাছে নাই,  
 কেন এ বাসনা বাকুল আবেগে,  
 তাহারে আনিবে ডাকি !

প্রমদা, সখীগণ, অশোক ও কুমারের প্রবেশ ।

বাচার—স্বহৃৎ ।

কুমার । সখি, সাধ করে যাহা মেবে তাই লইব ।  
 সখীগণ । আহা যদি যদি, সাধের ভিখারী,  
 তুমি মনে মনে চাই প্রাণ মন !  
 কুমার । হাত যদি ফুল, লিখে ফুলে রাখিব !  
 সখী । দেহ যদি কাটা !  
 কুমার ! তাজ সখিব !  
 সখীগণ । আহা যদি যদি, সাধের ভিখারী,  
 তুমি মনে মনে চাই প্রাণ মন !



জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে  
হুহিল সবর বেদনা !

পিতৃ—আজ্ঞাপ্রদা ।

অশোক । ( প্রেমদার প্রতি )

ভগ্নো সখি, দেখি, যেখি, মন কোথা আছে ।

সখীগণ । কত কাতর হৃদয় বুঝে বুঝে, হের কারে যাচে !

অশোক । কি মধু কি সুধা কি সৌরভ,  
কি রস রেখেছ লুফারে !

সখীগণ । কোন্ প্রভাতে, কোন্ রবির আলোকে,  
দিয়ে খুলিয়ে কাহার কাছে !

অশোক । সে যদি না আসে এ জীবনে,  
এ কাননে পব না পায় ।

সখীগণ । যারা এসেছে, তারা বসন্ত ফুলে,  
দিশাশ ঝোঁপে ফেরে পাছে !

সুখীর্ণা—কাঙালি ।

প্রবন্ধ । এ জ খেলা নয়, খেলা নয় !

এ যে স্বপ্ন-মহন-আলা, সখি !

এ যে, প্রাণভরা ব্যাকুলতা,  
 প্রাণদ হৃদয়ের বাধা,  
 এ যে, কাছার চরণক্ষেপে জীবন মরণ ঢাকা !

কে যেন সজ্জত যৌৱে,  
 ডাকিয়ে আকুল করে,  
 বাই বাই করে প্রাণ, যেতে পারিনে !  
 যে কথা বলিতে চাহি,  
 তা বুঝি বলিতে নাহি,  
 কোণার নামায়ে রাখি, সখি, এ প্রেমের ডালি !  
 যখনে গাঁথিতে দেবে, পরাতে পারিনে মালা !

মিঃ দেব—গেহড়া।

প্রথম সখী। সে জন কে, সখি, বোকা পেছে,  
 আমাদের সখী যারে মন প্রাণ সুঁ পেছে !  
 দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে, কে !  
 প্রথমা। ওই যে ডরন্তলে, বিনোদ খালা গলে,  
 মা জামি কোন্‌ ছলে বলে গুরেছে !  
 দ্বিতীয়া। নখি কি হবে—  
 ও কি কাছে আসিবে কড়ু, কথা কবে !

তৃতীয়া । ও কি প্রেম জামে, ও কি বাঁধন হামে ?

ও কি মারাত্মক বন করেছে !

দ্বিতীয়া । বিভোর অঁঁঁঁঁ ভুলে অঁঁঁঁঁ পামে চায়,

যেন কি পুঁঁঁঁ ভুলে এল কোথায় ! (ও গো)

তৃতীয়া । যেন কি গানের স্বরে, শ্রবণ আছে তরে,

সেন কোন্ টানের আবোম যর হয়েছে !

মিশ্র তৈরখী - একতালি ।

অযর । ওই যমুন্ন সুখ জাগে যমে !

ভুলিব নই এ জীবনে,

কি স্বপনে কি জাগরণে !

কুমি জান, বা, না জান,

মনে লগা যেন যমুন্ন বাঁধবী বাঁধে—

জন্মে লগা আছে বঁঁঁঁ !

অমি প্রকাশিত পারিমে,

কুণু চাহি কাতর নরনে !

মিশ্র তৈরখী—কাতালি ।

দ্বিতীয়া । তারে কেননে ধরিলে, সখি, যদি বরষা দিলে !

প্রথম । তারে কেননে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে !

দ্বিতীয়া । যদি যম পেতে চাই, মন রাখ গোপনে !

ভূতীয়া । কে তারে বাধিবে, তু'বি আপনায় বাধিলে !

সকলে । কাছে আসিলে ত কেহ কাছে বহে না ।

কথা কহিলে ত কেহ কথা কহে না !

এবং । হাতে গেলে ভূমিভঙ্গে কেল চলে যায় !

বিভীয়া । হানিয়ে কিরায় বৃদ্ধ কানিয়ে সাধিলে !

বিশ কানাকা—চিয়ে তেতাল ।

অমর । { নিবটে আসিরা প্রমদার প্রতি । }

সকল হৃদয় দিয়ে ভাল বেসেছি যারে,

সে কি কিরাতে পারে, সখি ।

সংসারে বাহিরে থাকি

জানিনে কি ঘটে সংসারে !

কে জানে, হেঁচায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়,

তারে পায় কি না পায়, (জানিনে)

ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি পো,

অকান! হৃদয়-যারে !

ভোমার সবলি ভালবাসি,

ওই রূপ হানি ।

ওই খেলা, ওই গান, ওই বধু হাসি !

এই দিগে আছ ছেয়ে জীবন পাখারি,  
কোখার তোমার সীমা জুবন মাকারে !

ফেরায়—বেহুতা ।

সখীগণ : তুমি কে গো, শবীয়ে ফেম জানাও বাসনা !  
দ্বিতীয়া : কে জানিতে চায়, তুমি ভালবাস, কি ভালবাসি মা !  
প্রথম : হাসে চক্ক, হাসে লজ্জা, ফুল ফুলকানন,  
হাসে রুদয়-বদন্তে বিকচ বৌবন !  
তুমি কেন ফেম খাস, তুমি কেন হাসি মা !  
সকলে : এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা !  
সখীতে সখীতে এই ফলতের বেলা !  
দ্বিতীয়া : আপন চুখ আপন ছায়া লয়ে বাও !  
প্রথম : জীবনের আনন্দ পথ ছেড়ে পাড়াও !  
তৃতীয়া : চুর হতে কর পূজা রুদয়-কমল-আসনা !

যেহাও—কণ্ঠমাণি ।

অমর : তবে লুখে থাক, প্রুখে থাক, আঁখি বাই—বাই !  
প্রথম : সখি, ওরে ডাক, মিছে খেলার কাজ নাই !  
সখীগণ : অধীরা হোয়ো না, সখি,  
আশ বেটালে ফেরে মা কেহ,  
আশ রাখিবে ফেরে !

অনন্স । হিলাব এফেনা লেই আপস ভুবনে,  
 এসেছি এ কোথায় ।  
 হেথাকার পথ জানিনে । কিরে বাই !  
 যদি সেই শিরাম কবন কিরে পাই !  
 [ প্রস্থান ।

প্রথম । সুখি, তরে ডাক কিরে !  
 মিছে খেলা মিছে হেলা কাম নাই !

সখী । অধীরা হোয়ো না, সুখি,  
 আল বেটালে ফেরে না কেহ,  
 আল রাখিলে ফেরে !  
 [ প্রস্থান ।

মিত্র . কাওগানি ।

বারাকুনারীসখ ! নিবেবের গুহে সরসে রাখিল,  
 মরবের কথা হ'ল না !  
 অনমের তরে তাহারি লাগিয়ে  
 রাখিল মরখ-বেদনা !  
 চোখে চোখে পরা রাখিবারে লাগ,  
 পলক পড়িল, ঝটিল বিষাদ,  
 মেলিতে নয়ন, হিলাল স্বপন,  
 এমনি প্রেমেয় হলনা !



## ষষ্ঠ দৃশ্য ।

গৃহ ।

শাক্তা । অমরের প্রবেশ ।

কাকি—কাঙালি ।

অমর । সেই শাস্ত্রভবন ভুবন কোথা গেল ?

সেই ববি শর্পী তারা, সেই শোকশাস্ত্র নজা-নবীরণ,

সেই শোভা, সেই কাগা, সেই শশন !

সেই আপন ক্ষয় আপন বিদায় কোথা গেল,

গৃহহারা কদম তবে কাহার শরণ !

( শাক্তার প্রতি ) এনেছি ফিরিয়ে, ধেনেছি ভোঁমারে,

এনেছি কদম তব পার—

শীতল ব্রহ্মকথা কর দান ;

দাও প্রেম, দাও শাস্তি, দাও নূতন জীবন !

মালাইবা—আড়বেশুটা ।

বারাকুমারী । কাছে ছিলো মূরে গেলে, মূর হতে এস কাছে !

ভুবন জমিলে তুমি, সে এখনো বসে আছে !

ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পারনি ভাল,

এখন বিরহানলে প্রেম্যানল জলিয়াছে !

ভুলক-খাওয়াগি ।

পাশা । যেখো, লখা, ভুল করে ভালবেস না !  
 আমি ভালবাসি বলে কাছে এস না !  
 তুমি বাবে সুখী হও তাই কর লখা,  
 আমি সুখী হব যলে বেস হেস না !  
 আপন শিগ্গহ লগে আছি আমি ভাল,  
 কি হবে চির আঁধারে নিষেধের আলো !  
 আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই,  
 আমার পল্টু-লোকে তুমি কেনো না !

ললিত বসন্ত-কাওয়াগি ।

অবসর । ভুল করেছিছ ভুল ভেঙেছে !  
 এবার ক্ষেমেছি, ক্ষেমেছি,  
 এবার আর ভুল নয়—ভুল নয় !  
 ফিরেছি আমার পিছে পিছে,  
 কেনেছি নগন সব মিছে !  
 বিধেছে বাসনা-কাঁটা এসে,  
 এত ভুল নয়—ভুল নয় !  
 পাই যদি ভালবাসা, হেলা করিব না,  
 খেলা করিব না লগে ঘন !

ତହିଁ ଶ୍ରେୟସର ଶ୍ରୋତା, ନାହିଁବ ଆଦର ନାହିଁ,  
 ଅନ୍ଧାର ନାମିନି ଏ ସଂସାର,  
 ଏ ଓ କଳା ମଧ୍ୟ—କଳା ନହୁ !

(ପ୍ରାୟୋଗିକ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ )

विद्युत्-संयन्त्र-संयन्त्र ।

সবীশণ । (দূর হইতে) অলি বায় বায় কিলে বায়,  
অলি বায় বায় ফিলে আলে !  
ভয়ে শু ফল বিকালে ।

প্রথম : কলি কুটিতে চাছে ফোটে না, যেরে লাঞ্জে যেরে জায়ে ।  
 ভুলি বাদ অপবাদ, হাত-পাশ, নিশি খিন রহ পাশে ।

দ্বিতীয়া । ওপো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও,  
স্বপ্ন-কল্পনা-আশা !

সকলে। ফিরে এস, ফিরে এস, বন ঘোরিত হুঁসবাসে !  
আজি বিরহরজনী, ক্লম ক্লম, শিশির-নিলে ভাসে ।

गुरुवो—काठमाडौं ।

অমর : ঐ, কে আমায় গিরে ডাকে !  
 গিরে বে এনেছে তারে কে ধনে রাখে ।

কাঁচাড়া - ৫৭ ।

মায়াকুমারী । বিদায় করেছে ঘারে নয়ন-জলে,  
এখন কিভাবে তায়ে কিসের ছলে !  
আছি বধু সখীরূপে, নিদীথে কুসুম বনে,  
তায়ে কি পড়েছে যনে গুল-ভণে ?  
এখন কিভাবে আর কিসের ছলে !

পুরবী—কাণ্ডমানি ।

অমর । আমি চলে এল বনে কার বাঁকে বাধা ?  
কাহার মনের কথা বয়েই থাকে !  
আমি শুধু তুষ্টি লখি, সরল ভাবা,  
সরল প্রবয় আর সরল ভালবাসা !  
তোমাদের কত আছে, কত সম প্রাণ,  
আমার প্রবর নিয়ে কেণো না বিপাকে !

কাঁচাড়া—৫৮

মায়াকুমারীগণ । সে দিনো ত মধুলিনি, প্রাণে গিরেছিল দিগি,  
মুকুলিত মণদিগি কুসুম-দলে ।  
হুটি সোহাগের বাঁধি, যদি হ'ত কানাকানী,  
কদি ঐ মালাধামি পরাতে পলে !  
এখন কিভাবে তায়ে কিসের ছলে !

কুণালী - কাওলাপি ।

শাস্ত্র । ( অনন্দের প্রতি )

না বুঝে কারে কুশি ভাসালে জঁখিলে !  
 ওগো কে আছে চাহিরা নুত পথপায়ে,  
 কাহার জঁখিলে নাহি হুব, কাহার পরাণ ঘলে !  
 গড়নি কাহার নরনের ভাষা,  
 বোঝনি কাহার মরমের আশা,  
 হেঁদনি কিরে,  
 তার বাকুল এণের সাধ এসেছ দাঁলে !

বেদাদ - আড়াটেবা ।

অমর । আমি কাহেও বুঝিয়ে গুণ বুঝেছি তোমাতে !

তোমাতে পেয়েছি আলো সংলহ-জঁধারে !  
 ফিরিয়াছি এ কুবন, পাইনি ত কারো মন,  
 পিয়েছি তোমারি গুণ মনের যজ্ঞারে !  
 এ মপোরে কে কিরাবে, কে লইবে ডাকি,  
 আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি !  
 কেবল তোমাতে আনি, বুঝেছি তোমার বাণী,  
 তোমাতে পেয়েছি কুল অকুল পাধারে !

[ প্রস্থান ।

বিজ্ঞান—জ্ঞানার্থীক।

সখীগণ । প্রভাত হইল নিশি কামল ধূত,  
 বিষম-বিধূত হিম। মণিক ভূত !  
 রান নদী অত পেল, রান হানি মিলাইল,  
 কাদিরা উঠিল প্রাণ কাতর সুরে ।

( প্রমদার প্রবেশ )

প্রমদা । চল সখি চল তবে বয়েতে ফিরে,  
 থাক স্নেহে রান নদী নয়ন-দীপে !  
 থাক ফেটে শূন্য প্রাণ, হোক আশা অখণ্ড,  
 ক্ষয় ঘাহারে ফাকে থাক সে ঘুরে ।

{ প্রস্থান ।

জানাজ—৪৫ ।

দারাকুমাৰীগণ । মধুনিশি পূৰ্ণিমা, ফিরে আসে বার বার,  
 সে জন্ম কেনে না আর, যে দেখে চলে ।  
 ছিল তিথি অমুকুল, তখু নিবেশের ভুল,  
 চিহ্ন ছিল ভূমুকুল পরাণ জলে ।  
 এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে ।

## সপ্তম দৃশ্য ।

কানন ।

অমর, শাক্তা ও অস্তিত্ব পুরনারী ও পৌরজন

বিলে বনত—রাগ ।

স্ত্রীসম । এস এস বনত ধরাফলে !  
আম কুহকান, প্রেমবান,  
আম পঙ্কজকরে অলস সমীরণ ;  
আম নববৌবন-হিরোন, নব প্রাণ,  
প্রকৃত নবীন বাসনা ধরাফলে !

পুরুষসম । এস বরষা-কল্লিত, স্বর্গ-মুগ্ধরিত,  
নব-পলক-পুলকিত  
কুল-আকুল মালতী-বলি-বিতানে,  
সুখছায়ে, মসুবায়ে, এস, এস ।  
এস অরুণ-চরণ কমল-বরণ তরল উবাড় কোলে ।  
এস জ্যোৎস্না-বিদগ্ধ-নিশীথে,  
কল-কল্লোল তটিনী-তীরে,  
সুখহৃৎ নয়নী-বীরে, এস, এস ।

জীপপ । এস ঘোবন-কাঁকর জ্বরে,  
 এস মিলন-সুখামস নরনে,  
 এস যদুস সন্নয় মাঝারে,  
 মাগে বাহুতে বাহু বাধি,  
 মদীন কুসুম পাশে রুচি হাও নবীন মিলন বাধন !

সাক্ষাৎ—৩৭ ।

অমর । (সাক্ষার প্রক্তি) যদুর বসন্ত এসেছে যদুর মিলন বটোতে ।  
 যদুর বলম-লনীরে যদুর মিলন রটোতে !  
 কুসুম বেগুনী ছুটোয়ে, কুসুম কুনিছে কুটোয়ে,  
 লিখিছে প্রণয়-কাহিনী বিবিন বরণ ছটোতে ।  
 ফের, পুরাণ এটিম বরদী, হসেছে স্যামল বরদী,  
 ফেন, বোবন-প্রবাহ ছুটিছে কালের শাসন টুটোতে ;  
 পুরাণ বিবহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে,  
 মদীন বসন্ত আইল নবীন মদীন কুটোতে !

মিঃ মূলতান—গাওগালি ।

জীপপ । আজি আঁধি ছড়াল হেরিয়ে,  
 মনোমোহন মিলনমাধুরী বৃগল মূলতি !  
 পুরুষগণ । কুলপথে অকুল করে, বাক্যে বাণরী উদাস করে,  
 বিকৃত প্রাবিত চক্রে করে ;—



শ্রীগণ । তারি সাক্ষে, মনোযোহন মিলনমাধুরী সুগল নৃত্তি !

আন আন সুলমালা, হাঙ গৌহে বাধিয়ে ।

পুরুষগণ । হৃদয়ে পশিবে সুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন,

শ্রীগণ । চির দিন ছেত্রিষ হে —

মনোযোহন মিলনমাধুরী সুগল নৃত্তি ।

( প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ )

বেহাগ—আওরাণি ।

অমর । এ কি স্থপ্ন ! এ কি যাত্রা !

এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া !

শাশ্বত । (প্রমদার প্রতি) আচ্ছা কে গো তুমি বলিন বদনে,

আদ-নিশীলিত বলিন-বদনে,

বেন আপনারি সঙ্গ-শরনে

আপনি রয়েছ সীন !

পুরুষগণ । তোমা ভয়ে সবে রয়েছে চাহিয়া,

তোমা মাগি পিক উঠিছে বাহিয়া,

ভিখারী সবীক কামন বাহিয়া

ফিরিতেছে সাগাধিন !

অমর । এ কি স্থপ্ন ! এ কি যাত্রা !

এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া !

শাফা : বেদ শ্রুতের বেদখাসি ফেলে,  
চালের সড়ালে বাঁধারেছ এসে,  
এখনি মিনায়ে রাম হাসি হেসে,  
কাঁদিয়া পড়িয়ে করি !

পুল্লমথ : কাশিছে পূৰ্ণিমা পূৰ্ণ মীমাংসারে,  
কামমে চানেকি ফুটে ধরে ধরে,  
হাসিটি কখন হুজিয়ে অধরে  
রয়েছি তির্যক ধরি ।

অমর : এ কি যুগ ! এ কি যামো !  
এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া !

কিস—বিকিট ।

সবীথ : আহা, আছি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,  
এত বাঁশি থাকে, এত গাণী গায়,  
সখীর হৃদয় কুসুম-কোমল—  
তার অনাময়ে আছি করে বার !  
কেদ কাছে আন, কেম মিছে হান,  
কাছে যে আগিত সে ত আগিতে না চান !  
সুখে আছে বারা, সুখে থাকে তারা,  
সুখের বসন্ত সুখে হোক সারা,

চুখিলী নারীর মধ্যমেয় নীর,  
 পুখী জমে যেন হেথিতে না পায় !  
 তারে বেখেও বেখে না, তারে বুকেও বোকে না,  
 জ্বালা কিয়েও দা চায় !

খিকি—বাপভাল ।

শান্তা । আমি শু বুকেছি সব, যে বোকে না বোকে,  
 গোপনে হুয় ছুটি কে কাছারে বোঁকে !  
 অংপসি যিরহ গড়ি, আপনি রয়েছ পড়ি,  
 বাসনা কামিছে দসি জনম-সবোকে !  
 আমি কেন থাকে বোকে, ছুজনাবে রাগি ঢেকে,  
 এমন ভবেন তলে কেন থাকি ম'জে !

গোড় সারা—৭৭ ।

অশোক । ( ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি ) এতদিন বুঝি নাই, বুকেছি বীরে ।  
 ভাল যায়ে বাস, তাগে আমিবি কিনে ।  
 জনয়ে হুয় বাবা, হেথিতে না পায় আঁধা,  
 নয়ন রয়েছে ঢাকা নয়ন-বীরে !

সোহিলী—খেকি ।

শক । ও ব্রীক্ষণ । টাং, হাস, হাস !  
 হারা হুয় ছুটি কিরে এসেছে !

পুরুষ । কত ছুঁছে কত ঘূরে, অঁধার লাগর ঘূরে,  
 সোনার তরঙ্গী ছুটি ভীষে এসেছে !  
 মিলন দেখিবে বলে, ফিরে বারু কুতুহলে,  
 চারিধারে কুলগুলি ঘিরে এসেছে !  
 সকলে । টাব, হাস, হাস !  
 হাবা হার কুঁট ফিরে এসেছে ।

তেরনী-অভ্যর্থনা ।

ক্রিয়দা । আর কেন, আর কেন,  
 গলিত কুসুমেরে বহে বসন্ত সনীরণ !  
 সুরারে গিয়াছে বেলা, এখন এ মিছে খেলা,  
 নিশান্তে বলিল দীপ কেন জ্বলে প্রকারণ !  
 সুখীগণ । অক্ষ ঘবে সুরায়েছে তবু মুছিতে এলে,  
 অজ্ঞতার হাসিতর, নবীন নয়ন সেনে !  
 প্রমদা । এই লভ, এই ধর, এ বালা ভোমরা পর,  
 এ খেলা ভোমরা খেল, সুখে থাক অক্ষয় !

জিহ্বট-বাঁগড়াল ।

অমর । এ তাঁটা সুখেই মাঝে ময়ন-জলে,  
 এ বলিল মালা কে লইবে !

পান আলোয় পান আশ। ফল-ফল,  
এ চির বিবাহ কে বহিবে !  
জ্বলমিষি অবসান, গেছে হানি গেছে পান,  
এখন এ ভাঙা প্রাণ লইয়া পলে,  
কীরব মিথ্যা কে বহিবে ?

সাম্বলি—কাণ্ডালি ।

শাক্তা । যদি কেব নাহি চায়, আসি লইব,  
তোমার সকল হৃদ আসি লইব !  
অনাগ হৃদয় বদ, সব দিব বিলম্বন,  
তোমার ফল-ফল আসি বহিব !  
ভুল-ভাঙা দিবালোকে, চাহিব তোমার চোখে,  
প্রশান্ত স্রবের কথা আসি কহিব ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

মোতি—কাণ্ডাল ।

বাঁরাঝুসারীসণ । হৃদয়ের মিলন টুটিবার নয় !  
নাহি আর ভয়, নাহি সন্দেহ !  
নয়ন-নলিলে যে হাসি ফুটে গো,  
রয় ভাঙা বদ চিরদিন রয় !

কৈরবী—৪<sup>র্থ</sup> পড়াল ।

একদা । কেম এলি রে, ভালবাসিলি, ভালবাসা পেলি নে !

কেন সংসারেতে ঊঁকি যেয়ে চলে গেছিলে !

সখীগণ । সংসারে কঠিন বড় কারেও সে ভাঙে না,

কারেও সে ধরে রাখে না ?

বে থাকে সে থাকে, আর যে বার সে যায়,

কারো করে ফিরেও না চায় !

একদা । হারি হাচ, এ সংসারে ঘড়ি না পুড়িল.

আজগের এঁধের বাসনা,

চলে ঘাও গ্রানবুধে, ধীরে ধীরে ফিরে ঘাও,

ধেকে বেতে কেহ বলিবে না ।

তোয়ার বাধা. তোয়ার অঙ্গ তুমি নিয়ে যাবে.

আর ত কেহ অঙ্গ ফেলিবে না !

[ প্রস্থান ।

যাহ্নাকুমারীগণ ।

যিহ বিজাস—একতাল ।

সকলে । এরা, অধের লাপি চাবে কোম, কোম দেলে না.

একদা । শুধু অধ চলে যায় !

- দ্বিতীয়। এমনি মাঝারি ছন্দ।  
 তৃতীয়। এয়! ভুলে যাও, কায়ে ছেড়ে কারে চান।  
 সকলে। তাই বেঁধে কাটে নিশি, তাই রয়ে প্রাণ,  
 তাই মান অভিধান,  
 প্রথম। তাই এত হাস হাস।  
 দ্বিতীয়। প্রেমে কুণ্ঠ কুণ্ঠ ভুলে তবে কুণ্ঠ পার।  
 সকলে। সবি চল, গেল নিশি, অপম কুরান,  
 মিছে আর কেন বল।  
 প্রথম। বসি ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অজাচল।  
 সকলে। সবি চল।  
 প্রথম। প্রেমেই কাহিনী গান, হয়ে গেল অবসান।  
 দ্বিতীয়। এখন কেহ হাসে, কেহ বসে কেলে অকলস।

সমাপ্ত।

## বাল্মীকি-প্রতিভা ।

প্রথম দৃশ্য । অরণ্য । বনদেবীগণ ।

সিঁহু কান্দি ।

সহে না সহে না কীদে পরাণ !  
সাধের অরণ্য হ'ল অশ্রাম !  
নন্দ্যদলে আসি শাস্তি করে নাশ,  
জীবে সকল দিশ কম্পমান !  
আকুল কানন, কীদে সমীরণ,  
চকিত মূগ, পাখী নাহে মা নান !  
জাম্ববতুগন, শোণিতে ভাসিল,  
কাকর রোমন-রবে কাটে পাবান !  
দেবি হুর্গে চাহ, জাহ্নবি এ বনে,  
রাখ অধিনী জনে, কয় শাস্তি হাস !

[ প্রস্থান ।



## ( প্রথম দম্ভের প্রবেশ )

বিস গিহু ।

আঃ, কেচেছি এখন !

শরী ও হিকে আর নন !

গেলোমানে কাকতালে পালিয়েছি কেমন !

লাঠালাঠি কাটাকাটি, ভাঙতে লাগে দাত-কপাটি,

(তাই) মানটে, রেখে প্রাণটা নিয়ে সটকেছি কেমন !

আমুক্ তারা আমুক্ আগে, হুলাছনি নেব ভাগে,

স্তম্ভমিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন !

সুগু মুখের ধোরে বলার চোটে, লুট-করা ধন নেব লুটে,

গুহু ছলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে ভুড়ি কব্ব গদ্বরম ।

( লুটের দ্রব্য লইয়া দম্ভাগণের প্রবেশ )

দিল ঝাঁকিট ।

এনেছি যোরাঃ এনেছি যোরাঃ রাশি রাশি লুটের ভার !

করেছি ছারখার !

ফত প্রাণ গলী লুটে-লুটে করেছি একাকার !

কাকি ।

১ম দম্ভ ।—আজকে তবে যিলে হবে কব্ব লুটের ভাগ,

এ সব আনতে কত লগতত বহুত খল বাস ।

২য় সঙ্কট ।—কাজের বেলায় উনি কোথা যে কাগেদ,

জানের বেলায় আসেন আগে (আগে লাহা) ।

১ম ।—এক বড় আপলডা কোরের, মোরে নিয়ে এ কি হাসি  
তাহায়া !

এখনি মুক্ত করিব যত খবরদার রে খবরদার !

২য় ।—হাঃ হাঃ, ভায়া খায়া বড়, এ কি ব্যাপার !

আছি মুক্তি বা বিশ্ব ক'বে নস্ত, এখনি যে আকার !

৩য় ।—এখনি বোঝা উমি, পিঠেভেই দাগ,

ভলোয়ারে বরিচা, বুখেভেই রাগ !—

১ম ।—আর যে এ সব লহে না প্রাণে,

নাহি কি জোদের প্রাণের মার ?

বাক্য রাগে কপিয়ে অঙ্গ,

কোথারে লাঠি কোথারে চাল ?

সকলে ।—হাঃ হাঃ, ভায়া খায়া বড়, এ কি ব্যাপার !

আছি মুক্তি বা বিশ্ব ক'বে নস্ত, এখনি যে আকার !

( বাল্মীকির প্রবেশ )

বাঘে ।

সকলে ।—এক ভোরে ঝেঁপা আছি বোয়া সকলে ।

না বামি বায়ণ, না বামি শালন, না বামি কাছারে !

কে বা রাজা কার রাজ্য, শেরা কি আমি ?  
 প্রতি জনেই রাজ্যে বোরা, বলই রাজধানী !  
 রাজ্যে প্রজা কঁচু খীচু, ফিচু না খনি !  
 জিহ্বাযন মাঝে আঁহরা সকলে কাঁধেই না কতি ভর,  
 মাথাগ উপরে ঠ'রেছেন কালী, সমুখে রয়েছে জর !

শিল্প ।

১ম দম্ভ্য ।—এখন কর্জ' কি বল ?  
 সকলে ।—( বাস্তবিকের প্রতি ) এখন কর্জ' কি বল ?  
 ১ম দম্ভ্য ।—হো রাজ্য, হাজির র'য়েছে মল !  
 সকলে ।—বল রাজ্য, কর্জ' কি বল, এখন কর্জ' কি বল ?  
 ১ম দম্ভ্য ।—পেলে সুখেই কবা, আমি বনেছি বাবা,  
 ক'রে দিই রসাতল ?  
 সকলে ।—ক'রে দিই রসাতল ?  
 সকলে ।—হো রাজ্য, হাজির র'য়েছে মল,  
 বল রাজ্য, কর্জ' কি বল, এখন কর্জ' কি বল ?

ভিঁড়ি ।

বাস্তবিক ।—শোন্ তোরা তবে শোন্ ।  
 অমানিশা আজিকে, পুজা ঘেব কাপীকে,

ছরা করি যা' তবে, তবে মিলি যা' তোরা,  
বলি নিয়ে আয় !

[ বাজীকির প্রবেশ ।

মাসিষ্ট বেলাঘরী ।

সকলে ।—ত্রিভুবন রয়েছে, অস্তিত্ব সকলে, কাহারে না করি তর,  
নাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয় !

তবে আয় তবে আয়, তবে আয় তবে আয়,

তবে চান্ সুরা, চান্ সুরা, চান্ চান্ চান্ !

হরা হারা হোন্ হার, হারহার হোন্ !

কে বা কান্দে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ !

তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,

তবে আন্ বরবা, আন্ আন্ হেথি চান্ ।

১ম দম্পত্য ।—আগে পেটে কিছু ঢাল, পরে পিঠে নিবি ঢাল,

হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ ।

২য় দম্পত্য ।

সকলে ।—( উঠিয়া ) কালী কালী বনো রে আক,

বল হো, হো, হো, বল হো, হো, হো, বল হো !

মাঝের কোরে সাধিব কাল,  
 বল হো, হো, বল হো, বল হো !  
 ঐ ঘোর দস্ত করে দুখ্য রক্ত ঝাঁকাবে,  
 ঐ লক্ষ লক্ষ রক্ত ঘেরি ভাষাবে,  
 ঐ লট পট ফেল, অট অট হাসিয়ে ;  
 হাহা হাহাহা হাহাহা !

আয়ে বন্ রে কান্না মাঝের অর, অর অর,  
 অর অর, অর অর, অর অর, অর অর !  
 আয়ে বন্ রে কান্না মাঝের অর, অর অর !  
 আয়ে বন্ রে কান্না মাঝের অর !

( গম্ভীরোত্তম —একটি খালিকার প্রবেশ )

দিল মগরে ।

খালিকা ।—ঐ দেখ করে বুদ্ধি গগনে !  
 আঁধার ছাইল, রক্তমৌ অাইল,  
 ঘরে ফিরে বাব কেমনে !  
 চরণ অবশ হার, প্রান্ত কান্ত কায়,  
 সাব। বিবস বন প্রসঙ্গে ।  
 ঘরে কিবে বাব কেমনে !

বেল ।

বালিকা ।—এ কি এ ঘোর বন ।—এই কোথায় !

শব্দ যে জানি না, ঘোরে দেখায়ে দে না !

কি করি এ অঁধার রাতে !

কি হবে হায় !

ঘন ঘোর বেঘ ছেয়েছে গগনে,

চক্ষিতে ওপমা চরকে দখলে,

একেনা বালিকা

ভরানে কাঁপে তার !

পিলু ।

১ম দৃশ্য ।—(বালিকার প্রতি)—

পথ ভুলেছিস্ সত্যি অটে ৭ মিছে রাস্তা দেখতে চাস্ ?

এমন আঁধার গাঠিয়ে দেব, তুখে থাকুনি বার হাস্ !

সকলে । হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ !

২য় ।—(প্রথমের প্রতি) কেমন হে ভাই !

কেমন সে ঠাঁই ?

১ম ।—বন্দ্য নহে বড়,

এক মিন'না এক দিন সবাই দেখার জন জড় !

সকলে ।—হাঃ হাঃ হাঃ !

৩২ ।—আমি সাথে আমি, রাজা জেগে দেবিগে দিইগে তবে,

আর তা' হলে রাজা জুগে খুঁজে নাহি হবে !

সকলে ।— হাঃ হাঃ হাঃ !

[ সকলের প্রস্থান ।

( বনদেবীপণের প্রবেশ )

হিম্মি হিম্মি ।

নদ্রি ও কাহাবি বাজা, একে কোণার নিয়ে যায় !

আহা ঐ করুণ চোখে ও কাব পানে চায় !

হাঁবা কঠিন পাশে, অক কীপে জালে,

খাঁধি-কলে তানে, এ কি লগা হায় !

এ বনে কে আছে, যাব কার কাছে,

কে ওয়ে খাঁচার !

দ্বিতীয় দৃশ্য । অরণ্যে কালী-প্রতিমা ।

বাগ্মীকি কুবে আসীন ।

বাহেদী ।

রাগা-গদ-পদ্মবুদে প্রেমি নো ভবহারা ।

আজি এ ঘোর নিশীথে পুজিব তোমাংগে তারা ।

হৃদয়ের বহুবহর'—কল্যাণ বিলাস কর,  
 বদরসে মাতো যা গো, বোরা উল্লাসিনী পাখা !  
 বলসিরে দিশি দিশি, পুরাত ভক্তিত অসি,  
 ছুটাত শোণিত-লোভ, ভাসাত বিপুল বরা ।  
 উর কালী কপালিনী, বহাকাল-সামন্তিনী,  
 মহা জবা পুষ্পাঙ্গলি মহাধেনু পরাংমণা ।

( বালিকারে লইয়া দম্ভ্যগণের প্রবেশ )

অতি ।

দম্ভ্যগণ ।—দেখ, হো ঠাকুর, বতি এনেছি বোবা !  
 বড় মবেল, পেয়েছি বলি মবেল,  
 এহন মবেল বহু লি রাখা, জানে না পড়ে ধরা !  
 বেরী কেন ঠাকুর, সেবে কেন' বরা !

কল্যাণ ।

বাছীকি ।—নিম্নে আর কল্যাণ, রয়েছে ভূদিতা জায়া বা,  
 শোণিত লিয়াও, বা' বরার ?  
 লোল জিহবা লকুলকে, ভক্তিত খেবে চোখে,  
 করিরে বস্ত দিক্‌দিক্‌, ছোর দত্ত ভায় !



ভিঁঝিট ।

বাদ্যিকা ।—

কি সোনে বাঁধিলে আঁয়ার, আঁনিলে কোঁধার !

পলহারা একাকিনী যমে অলহারা,—

রাখ রাখ রাখ, বাঁচাও আমার !

দয়া কর অনাবারে, তে আবার আছে,

বন্ধনে কাঁটার তত্ত্ব বহি বে মাথার !

বনদেবী ।—(নেপথ্যে) দয়া কর অনাবারে, দয়া কর গো,

বন্ধনে কাঁটার তত্ত্ব লঙ্কর মাথার !

সিঁহু তৈরবী ।

বাদ্যীকি ।—এ কেমন হ'ল মন আমার !

কি ভাব এ যে, কিছুই বুঝিতে বে পারিনে !

পাখাণ হুল্লো গলিল কেমনে,

কেন আজি অঁখিলল বেথা দিল নহমে !

কি বারা এ জানে গো,

পাখাণের বাঁধ এ বে টুটিল !

সব ফেলে গেল গো—সব ফেলে গেল গো—

মতলুখি জুবে গেল কলুণার মাঁবনে !

পরিচয় ।

১ম দম্পত্য ।—আবে, কি এত ভাবনা, কিছু ত বুঝি না !

২য় দম্পত্য ।—নব্বয় ব'লে যাও যে !

৩য় দম্পত্য ।—কথন্থ এনেছি যোরা, এখানেো ত হ'ল না !

৪র্থ দম্পত্য ।—এ কেমন গীতি তব, বাছ'রে !

বাহ্মীকি ।—মা মা হবে না, এ বলি হবে না,

অন্ত যদিও তব, যা' রে যা' ।

১ম দম্পত্য ।—অন্ত বলি এ রাতে কোথা যোরা পাব ?

২য় দম্পত্য ।—এ কেমন কথা কণ্ঠ বাছ'বে !

কেন্দ্রসিদ্ধি ।

বাহ্মীকি ।—শোন্ তোরা শোন্ এ আবেশ,

রূপাশ স্বপ্নের ফেলেমে দে !

বাধন কর ছিন্ন,

মুক্ত কর এখনি রে !

( বধ্যদিষ্ট বাক্য )

তৃতীয় দম্পত্য । অরুণ্য । বাহ্মীকি ।

বাধ্যক ।

বাহ্মীকি ।—বাকুল হতে বনে বনে,

অনি একেলা ম্লান মনে !

কে পূর্বাঘে শোর কাতর আঁশ,  
ফুড়াবে হিগা হুখা বরিষণে !

[ প্রহসন

( মহুগণ বালিকাকে পুনর্ব্বার ধরিয়া আনিয়া )

মিস বাপেই ।

ছাড়'ব না ভাই, ছাড়'ব না ভাই,

এমন শিকার ছাড়'ব না !

হাতের কাছে অরি এল, অরি ঘাটে :—

অরি যেতে যেবে কে রে !

রাজাটা খেপেছে চে, তার কথা আর মান'ব না !

আঁদ রাতে ধ'ব হবে ভারি,

নিরে আর কারণ-বারি,

যেলে যে মশাল-জ্বলো, মনের মতন পুজো দেব—

নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে—রাজাটা খেপেছে রে,

তার কথা আর মান'ব না !

কানাকা ।

প্রথম দৃশ্য ।—

রাজা মহারাজা কে জানে, আনিই আনিধিরাণে !

হুপি উজীর, বোভোরাল হুপি,

ঐ ছোঁড়োগুলো বর্কমালা !

বত নব কুঁড়ে, আছে ঠাঁই কুঁড়ে,  
কাষের বেলায় বুড়ি বার উড়ে !  
পা ধোবার জল নিজে আয় কট,  
কর তোরা সব যে বার কাজ !

খান্না ।

দ্বিতীয় বক্তা ।—

আছে তোমার বিত্তে সাধি আনা !  
বাজায় কর এ কি তামাশা পেয়েছ !

প্রথম ।—জামিন্ বা কেটা আমি !

দ্বিতীয় ।—চেরু চেরু জানি—চেরু চেরু জানি—

প্রথম ।—হাসিন্‌নে হাসিন্‌নে মিছে বা বা—

সব আপনা কাছে বা বা,

বা আপন কাছে !

দ্বিতীয় ।—খুব তোমার লম্বা চোঁড়া কথা !

মিতাল লেখি তোমার কুতাল ডেকেছে !

দ্বিতীয় ।

তৃতীয় ।—আঃ, কান্না কি গোলদালে,

না হয় বাজাই বাজালে !

মহাবার বেলায় মদনে খটাই, থাক্‌ব কীকতালে !

ঐশ্বর্য ।—মান যায়, হরি হরি, ওমা থাকতে আমি বরি !  
 ভেমন ভেমন দেখলে বাবা চুপে আঁড়ালে !  
 সকলে ।—ভরে চলু তবে শীখণ্ডিরি,  
 আমি পুজোর স্যাবিশ্ণুরি !  
 কথায় কথায় রাত পোহানো, এখনি কাজের ছিরি ।  
 [ প্রস্থান ।

গান ভৈরবী ।

বালিকা । হা কি দশা হ'ল আমার !  
 কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে ঐশ ঘায় গো !  
 নহুর্জেল ভরে বা গো, দেখা দিও আদারে,  
 জনমের মত বিদার !

( পূজার উপকরণ লইয়া দয়্যাগণের প্রবেশ  
 ও কালী-প্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য )

গাউরারি ।

এত রক্ত সিংহে কোথা মুগ্ধহাসিনী !  
 তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চরকে ধরনী !  
 কান্ত হে মা, শান্ত হ' য়, সন্তানের হিমন্তি !  
 রঙে নয়ন দেখে নয়ন মুহি ও মা জিন্দহনী !

## ( বাঙ্গালীকির প্রবেশ )

[বেলাপ ।

বাঙ্গালীকি :—অহো আশ্চর্য্য এ কি তোমের নরাধম !

তোমের কাবেরে চাহিলে আর, আর আর না রে-

হু হু হু, আধারে আর হুঁসমে !

এ সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,

আর না আর না, জাহি, সব ছাড়িল ।

প্রথম :— বীম হীন এ অবস আশি কিছুই জানিলে রাজা !

এয়াই ত বস্ত বাধায়ে কঙ্কাল,

এত স্নেহে ঘোষাই ঘোষণে না !

কি করি, দেখ বিচারি !

দ্বিতীয় :— বাঃ—এও ত বড় মক, বাহবা !

যত কুরের গোড়া ওই ত, আরে বল না রে !

প্রথম :— হু হু হু, মিলজ্ঞ আর বকিলুনে !

বাঙ্গালীকি :—তকাত্তে সব স্নেহে বাঃ ! এ পাপ আর না,

আর না, আর না, জাহি, সব ছাড়িল !

[ দ্রব্যসংগে প্রস্থান ।

তৈয়রী ।

বান্ধীকি । আর যা আমার সাথে, কোল ভর মাছি আর ।  
কত ছুঁধ পেলি বনে অহা যা আমার ।  
নয়নে অরিছে বারি, এ কি যা সহিতে পারি ।  
তোমল কাজর তহু কাপিতেছে বার বার ।  
[ প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য । বনদেবীগণের প্রবেশ ।

মহাশয় ।

রিখু ঝিখু খন ঘনরে বরষে ।  
গগনে ঘনঘটা, শিবরে তরু লতা,  
মধুর মধুরী নাচিছে হরষে !  
দ্বিধি দ্বিধি সচকিত, দ্বাসিনী চকিত,  
চকি উঠিছে হরিণী তরাসে !

[ প্রস্থান ।

( বান্ধীকির প্রবেশ )

কোথ ।

কোথার হুড়াত্তে আছে ঝিই—  
কেন প্রাণ কেন কাঁদেয়ে !

বাই দেখি শিকারেতে, রহিব কারোদে যেতে,  
কুন্দি সব জালা, যনে যনে ছুটিয়ে —

কেস প্রাণ কেন কাঁদেরে !

আপদা তুলিতে চাই, তুলিব কেমনে,  
কেমনে যাবে বেদনা !

বহি নহু আমি বাণ, নাহিব ব্যাধের গান,  
হলধল লয়ে যাকিব —

কেস প্রাণ কেন কাঁদেরে !

(শূরঙ্গধরনি পূর্ববক দম্ভ্যগণের আহ্বান)

দম্ভ্যগণের প্রবেশ ।

গীট ।

দম্ভ্য । — কেম রাজা ডাকিস্ কেন, এনেছি লবে !

বুঝি আবার জায়া মায়ের খুজো হবে !

বাকীকি । — শিকারে হবে যেতে, আয় রে দাথে !

প্রথম । — ওয়ে, রাজা কি হলুচে, শোন !

সকলে । শিকারে চন্ পাবে !

সবারে আনু ভেবেক যত হলধল লবে !

[ ব্যাখ্যাকর প্রস্থান ।



ইদর ফলাণ ।

এই বেলা সবে বিলে চলছো, চলছো,  
ছুটে আর, শিকারে কেরে বাবি আর,  
এখন রজনী বহে বার রে !  
ধনুর্ধ্বাণ বরষ লগে হাতে, আর আর আর আর !  
যাক! শিকার খন বন, শকে কাঁপিয়ে বন,  
অকোশ কেটে বাবে, চরকিবে পত্ত পাতী গবে,  
ছুটে বাবে কাননে কাননে, চরিসিকে বিয়ে  
বাব পিছে পিছে, হো হো হো হো !

( বাস্ত্রীকির প্রবেশ )

বাহার ।

বাস্ত্রীকি ।—সহনে পহনে বারে কোয়া, মিখি বহে বাত রে !  
তর তর করি অন্ত্য, করী, বদাহ বোজ্গে,  
এই বেলা বা রে !  
নিশাচর পত্ত শবে, এখন বাহির বখে,  
ধনুর্ধ্বাণ মে রে হাতে, চল বরা চম্ !  
আলারে মশাল আলো, এই বেলা আর রে !

[ প্রস্থান ।

অহঃ ।

প্রথম ।—চন্ চন্ তাই, বরা করে বোরা আগে বাই !

দ্বিতীয় ।—প্রাণ পূর্ণ ঘোঁষ এ বন সে বন,

চন্ বোরা ক'জন শুমিকে বাই ।

প্রথম ।—নাম্য ভাই, কাছ নাই,

ওই কোণে যদি কিছু পাই !

দ্বিতীয় ।—বরা' বরা'--

প্রথম ।—আরে ঝাঁড়া ঝাঁড়া, অত ব্যস্ত হলে কতাবে শিকার

চুপি চুপি আর, চুপি চুপি আর, অগত তলার,

এবার ঠিক ঠাক্ হয়ে সব থাক্.

সাবধান বর বাণ, সাবধান ছাড় বাণ,

পেল পেল, ঐ ঐ, পালার পালার, চন্ চন্ !

ছোট্ রে শিছে আর রে বরা বাই !

( বনদেবীগণের প্রবেশ )

দ্বিতীয় ।

কে এল আলি এ ঘোর নিশীথে !

সাধের কান্দনে পাণ্ডি আশিতে ।

হস্ত করী যত পছন্দম মলে,

দ্বিমল সরোবর বহিরা ;

সুখের বিষয়ে ফেন বধে রে,  
 সখনে বর বর সন্ধিয়া !  
 তরশে চমকিয়ে হরিণ হরিণী  
 স্বলিত চরণে ছুটিছে ।  
 স্বলিত চরণে ছুটিছে কাননে,  
 কল্পন নরনে চাহিছে—  
 আঁকুল সরসী, সারস সারসী  
 নর-বনে পনি কাঁদিছে !  
 ভিমিত দিন্ভরি ঘোর বামিনী  
 বিপদ ঘন ছায়া ছাইয়া—  
 কি জানি কি হয়ে আছি এ নিশীথে,  
 কবলে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া ।

( প্রথম দৃশ্যের প্রবেশ )

স্বপ্ন ।

প্রাণ দিয়ে ত সটকেছি রে স্বপ্নি এখন কি !  
 'জরে বরা' স্বপ্নি এখন কি !  
 বাঁধারে, আঁধি চূণ কবে এই ক্ষুধনে সুকিরে থাকি !  
 এই নয়নের মূগ্ধবাসা, হেঁথো কি রে তছু কালি না,  
 বাঁধবা সাবাস ভোরে, সাবাস রে তোর তরঙ্গ লেখি !

( ঘোড়াইতে ঘোড়াইতে আর এক জন  
দস্যুর প্রবেশ । )

গোষ্ঠ ।

অন্ত দস্যু ।—বল্ব কি আর বল্ব খুঁড়ে—উঁ ঊঁ !  
আমার বা হয়েছে, বলি কার কাছে—  
একটা বুনে ছাপল তেড়ে এসে সেয়েছে হুঁ !  
প্রথম ।— তখন বে ত্যারি ছিল আরি খুঁটি,  
এখন কেন করুছ বাপু উঁউউ—  
কোন স্থানে লেগেছে কাবা, দিই একটু হুঁ !  
( দস্যুগণের প্রবেশ )

দস্যুগণ ।

দস্যুগণ ।— সর্দার মশায় দেবী মা নয়,  
তোবার আশার সবাই ব'লে ।  
লিকারেতে হবে বেতে,  
মিহী কোমর বাঁধ ক'লে !  
বনবাদাড় সব খেটে খুঁটে,  
আমরা মরু খেটে খুঁটে,  
জুনি কেবল গুটে গুটে  
পেট পেয়াবে মেনে হুঁসে !

এখন :— কাছ কি খেয়ে তোকা আছি,  
 আবার কেউ না খেলেই বাচি,  
 শিকার কর্তে যার কে যাবে,  
 চুলিয়ে দেবে বরা' হোয়ে ।  
 টু খেয়ে ত পেট ভরে না—  
 মাঘের পেট'টি যাবে কেঁলে ।

( হাসিতে হাসিতে প্রশ্নান ও শিকারের  
 পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনঃপ্রবেশ )  
 বাস্তবিকের দ্রুত প্রবেশ ।

বাস্তব ।

বাস্তবিক :—রাব্ রাব্ কেল বহু, ছাড়িসুনে বাণ !  
 হরিণ শাবক ছুটি, আগতরে যার ছুটি,  
 চাহিতেছে কিরে কিরে কল্পন নদাম !  
 কোম মোঘ করেনি ত, সুকুমার কলৈবর,  
 কেমনে কোমল দেখে বিধিবি কঠিন শর !  
 থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দারুণ খেলা রাব্  
 লাগ হতে বিলম্বিত এ ছার বহুক বাণ !

‖ প্রশ্নান ।

## ( মন্থ্যগণের প্রবেশ )

নটনারায়ণ ।

মন্থ্যগণ ।— আর না আর না, এখানে আর না,  
 আর রে সকলে চলিয়া যাই !  
 থলুক বাণ কেলেছে বাজা,  
 এখানে কেমনে থাকিব ভাই !  
 চল চল চল এখনি যাই !

## ( বাগ্মীকির প্রবেশ )

নট্যারঙ্গ ।—তোমরা দামা, গ্রামা, ভাল ত মর !  
 রক্তপাতে পাস্ রে তর,  
 লালো মোরা মরে যাই !  
 পাখীট বারিদে কাদিয়া খুন,  
 মা জানি কে তোরে করিল জঘ,  
 হেন কড়ু দেখি নাই !

[ মন্থ্যগণের প্রস্থান ।

## পঞ্চম দৃশ্য ।

প্রাথিবী ।

বান্ধীকি ।—জীবনের কিছু হ'ল না, হায় !—

হ'ল না গো হ'ল না হায়, হায় !

পথনে গহনে কত আর ক্রিয়ব, মিথ্যাপার এ জীবাশ্মে !

শুভ্র ছন্দ আর বহিতে যে পারি না,

পারি না যে পারি না আর !

কি ল'রে এখন ধরিব জীবন, মিসর প্রজন্মী চলিরা বার—

মিসর প্রজন্মী চলিরা বার—

কত কি করিব বলি কত উঠে বাসনা,

কি করিব জানি না যে !

সহচর ছিল বার, ত্যাকিয়া স্নেহ তারা ; ধরুণীণ তোরগেজ,

কোন আর নাহি কাজ—

কি করি কি করি বলি, হায়া করি আমি গো,—

কি করিব জানি না যে !

( ব্যাধগর্ভের প্রবেশ )

বিল দূরী ।

প্রথম ।—সেখ্ দেখ্, দুটো পাখী এসেছে পাড়ে ।

দ্বিতীয় ।—আর দেখি ছুপি ছুপি আর যে আছে

এখন ।—আগে কট করে এইবারে ছেড়ে দে রে বাগ ।

মিতৌর ।—রোস্ রোস্ আগে আমি কপি রে মজান !

সিদ্ধু জৈয়বী ।

বান্দীকি । ধাম্ ধাম্, কি করিবি বহি পাখীটির ঘোণ !

ছটিতে রয়েছে সুখে, মনের উল্লাসে গাহিতেছে গান ।

১ম ব্যাধ । রাধ' মিছে ওসব কথা,

কাছে নোনের এস না ক হেথা,

চাইনে ওসব শাস্ত্র কথা, লমর বাঁচে বাঁচ বে ।

বান্দীকি ।—শোন শোন মিছে রোষ কোর না !

ব্যাধ ।— ধাম ধাম ঠাকুর, এই ছাড়ি বাগ !

( একটি ক্রৌঞ্চকে বধ )

বান্দীকি ।—না বিবাহ প্রতিজ্ঞাঃ ব্রহ্মগমঃ শাস্তীঃ সত্যঃ,

হং ক্রৌঞ্চবিশ্বনাথকমবধীঃ কামমোহিতঃ ।

বাহার ।

কি বলিছ আমি !—এ কি লুললিত বান্দীরে !

কিছু না আমি কেমনে বে আমি, প্রকাশিছ দেবভাষা,

এমন কথা কেমনে শিখিছ রে !



পুলকে পুড়িল বনপ্রাণ, যধু বরষিল শ্রবণে,  
এ কি !— হৃদয়ে এ কি এ দেখি !—  
ধোর অন্ধকার মাঝে, এ কি জ্যোতি ভায়,  
অবাক !—করুণা এ কার !

( সরস্বতীর আবির্ভাব )

চুলালী ।

বাছীকি ।—এ কি এ, এ কি এ, স্থির চপলা !  
কিষণে কিরণে হ'ল সব দিক উজলা !  
কি প্রতিমা ঘেঁষি এ,  
ঝোছনা মাঝিয়ে,  
কে রেখেছে আঁকিরে,  
আ বরি কমল পুতলা !

[ ব্যাধগণের ঐক্যনি ।

( বনদেবীগণের ঐবেশ )

বনলেনবী ।—নবি নদি ভারতী, অব কমল-চরণে,  
পূন্স হ'ল বনভূমি, ধস্ত হ'ল প্রাণ !  
বাছীকি ।—পূর্ণ হ'ল বাসনা, দেবী কবলাননা,  
বস্ত হ'ল বস্ত্রাঙ্গতি, গনিল পাশাণ !

বন্দ্যবধী ।—কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া ভূমি যে,

সুন্দর-কমলে চরণ-কমল কর দানি !

বান্ধীকি ।—তব কমল-পরিমলে, স্থাণ ছদি ডরিয়ে,

চিরবিবল করিব তব চরণ-সুখা পানি !

[ দেবীমণের অন্তর্ধান ।

( বান্ধীকি কালী-প্রতিমার প্রতি )

মামঙ্গলানী হর ।

জামা, এবার ছেড়ে চলেছি যা !

পাৰাণের বেয়ে পাবানী, না বুঝে যা বলেছি যা !

এত দিন কি হল ক'রে তুই, পাষণ ক'রে রেখেছিলি,

(আজ) আপন মাগের দেখা পেয়ে, নতন-জলে গলেছি যা !

কালো হেথে ভুলিনে আর, আলো হেথে কুলেছে যন,

আমায় ছুশি ছলোছিলে, (এবার) আমি তোমায় ছলোছি যা !

যায়ার মারা কাটিয়ে এবার, মাগের কোলে চলেছি যা ?

যষ্ঠ দৃশ্য ।

টোড়ী ।

বান্ধীকি ।—কোথা লুকাইলে ?

সব আশা নিভিল, যখদিবি অন্ধকার,

সবে গেছে চলে ত্যজিয়ে আঁখিতে,  
জমিত কি ভেঁয়াপিলে ?

( লক্ষ্মীর আবির্ভাব )

লিঙ্গ ।

লক্ষ্মী ।—কেন গো! আপন বসে, ত্রিবিধ বসে বসে, সলিল হৃদয়নে  
ফিলের মুখে ?  
কহলা দিভেছি আসি, রতন নানি স্নানি, কুটুক তব হানি  
বলিল মুখে !  
কহলা ঘরে চায়, বর সে কি না পায়, ছুটেব এ ধরায়  
থাকে সে স্নেহে,  
তোলিয়া কহলাসনে, এসেছি ঘোর বনে, আমারে শুভক্ষণে  
হেঁয় গো চোখে !

টোড়ী ।

বাঁকীকি ।—কোথায় সে ঈশ্বরময়ী প্রতিমা !  
ভূমি শু মরো সে দেবী, কহলাসনা—  
ঝোরো না আমারে ছলনা !  
কি এনেছ বন ঘন ! তাহা যে চাহে না প্রাণ ;

দেবি গো, চাহি না চাহি না, নগিছ যুগিরাপি চাহি না।

তাখা গরে সুখী ব্যাখা হয় হোক—হয় হোক—

আছি, দেবি, সে সুখ চাহি না !

বাও লক্ষী অলকাই, বাও লক্ষী অমরাই,

এ বলে এস না এস না,

এস না এ হীনজন জুটরে !

যে বীণা শুক্কেছি কামে, নম প্রাণ আছে তোব,

আরে কিছু চাহি না চাহি না !

[ লক্ষীর অন্তর্ধান, বাবরীকির প্রস্থান ।

বনদেবীগণের প্রবেশ ।

ভৈরবী ।

যাদী বীণাপাশি, করুণাময়ী !

অক্ষয়নে নয়ন দিবে, অক্ষকরে ফেলিলে,

দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবি অরি !

অপন সম মিলাবে যদি, কেন গো নিলে চেতনা,

চকিতে শুধু দেখা দিবে, চির সত্ত্ববেহনা,

তোহায়ে চাহি কিরিছে, ছের, কাননে কাননে শুই !

( বনদেবীগণের প্রস্থান । বায়ীকির প্রবেশ )

সরস্বতীর আশির্বাদ ।

বাক্য ।

বায়ীকি ।—এই যে হেরি গো দেবী আবারি !

সব কবিতায়র অগত চরাচর,

সব শোভায় নেহারি !

ছন্দে উঠিছে চললা, ছন্দে কনক রাবি উমিছে,

ছন্দে অগ-মণ্ডল চলিছে ;

অগস্ত কবিতা তারক্য পথে !

এ কবিতার যাকারে তুমি কে গো দেবি,

আলোকে আলো খাঁহরি !

আজি বলর আকুল, বনে বনে এ কি এ গীত গাহিছে,

কুল কহিছে প্রাণের কাহিনী ;

সব রাগ রাগিনী উছাসিছে,

এ আনন্দে আক, গীত গাহে, যোর জদয় সব অব্যাহি !

ভূমিই কি দেবি ভাগ্যী, কৃপাভণে অত আশি কুটালে,

ঈশ্বঃ আমিলে প্রাণের আঁহারে ;

প্রকৃতির রাবিনী শিখাইলে !

ভূমি ধন্ত পো,

যব' তির্যকাল চরণ ধরি তোমারি !

সরস্বতী । - ধীনহীন বাণিকার গাছে,

এসেছিহু ঘোর বনমাতে,

পলাতে পাবণে তোমর মন,—

কেন বৎস, শোন, জাহা শোন !

আমি বাণপাণি, তোমারে এসেছি শিখাতে গান,

তোমর গানে গ'লে যাযে সহস্র পাবণ-প্রাণ ।

যে রাগিনী শুনে তোমর গ'লেছে কঠোর মন,

সে রাগিনী তোমি কঠে বাধিবে রে অহুশ্রণ ।

অধীত হইয়া লিখু কাঁদিয়ে চরণ-তলে,

চারি দিকে দিক-বধু আকুল নয়ন-জলে ।

বাণার উপরে তোমর কাঁদিয়ে সহস্র তারা,

অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা ।

যে করুণ রূপে আঁকি ভুবিল রে ও হৃদয়,

শত-শ্রোতে তুই তাহা চালিবি জগতময় ।

বেধায় হিমাঙ্গি আছে, বেধা তোমর নামে র'বে,

বেধায় জাহ্নবী বহে, তোমর কাব্য-শ্রোত ম'বে !

সে লাক্ষ্মী বহিবেক অমৃত হৃদয় বিদ্যা

প্রদান পাবন করি মল্লভূমি উর্জরিয়া !

যোর পরাসনভলে রহিবে আসন তোর,  
 মিত্য নব ■ গীতে সন্তত রহিষি তোর ।  
 বসি তোম পদতলে কবি কালকেরা যত,  
 তনি তোর কণ্ঠবর শিখিবে সঙ্গীত কত ।  
 এই সে অমর্য দীপা, হিঙ্গু তেজে উপহার,  
 যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তায় !

সমাপ্ত

## জাতীয়-সংগীত ।

বেহাগ ।

আগে চল, আগে চল, তাই !  
পড়ে থাকি পিছে, ম'রে থাকি দিছে,  
বৈতে ম'রে কি বা কল, তাই !  
আগে চল, আগে চল, তাই !  
প্রতি নিমিষেই যেতেছে সময়,  
কিমঞ্চ চেয়ে থাকি কিছু নয়,  
সময় সময় ক'রে পাকি পুঁথি ধরে'  
সময় কোথা গাবি, বল তাই !  
আগে চল, আগে চল, তাই !

অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নতি,  
সতীত দুবেল আয়োজন,  
( এ যে ) স্বপনের সুখ, দুবেল ছলনা,  
আর নাহি তাহে আয়োজন !  
হুগে আছে কত, বিহু নত নত,  
অীষ্মের পথে সংগ্রাম সতত,



চলিতে হইবে পুরুষের হত  
 ক্রময়ে বহিরা দল, ভাই ।  
 আগে চল, আগে চল, ভাই !

হেথ স্বামী যায়, এয় গান পায়,  
 রাকপাথে গদ্যপদ্য,  
 এ আনন্দ করে, কে রয়েছে করে,  
 কোণে করে দলাহলি !  
 বিপুল এ বত্না, চঞ্চল সমর,  
 মহাবেগবান্ মানব-জগদ্র,  
 বার বসে আছে তার। বড় নয়,  
 চাক ছাড়্ মিছে চল, ভাই ।  
 আগে চল, আগে চল, ভাই !

পিছারে যে আছে তারে ডেকে মাও,  
 নিয়ে যাও সাথে করে,  
 কেহ নাহি আসে, একা চলে যাও  
 মহাভয়ের পথ ধ'য়ে !

পিছু হতে ডাকে আরার কাছন,  
 ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বীধন,  
 নাবিতে হইবে আশ্রয় সাধন—

দিয়ে নহনের জল, ভাই ।

আগে চল্, আগে চল্, ভাই ।

চির দিন অগ্নি তিথারীর বস

জগতের পথ-পাশে,

বারা চলে যায়, রূপা চলে চায়,

পদধূলি ঝেঁড়ি আসে !

ধূলিশযা হাড়ি উঠে উঠে শবে,

মানবের পাশে যোগ দিতে হবে,

তা যদি না প'র, চেয়ে বেধে তবে,

ওই আছে হসাতল, তাই ।

আগে চল্, আগে চল্, ভাই !

সিদ্ধু ।

( ভবু ) পারিমে স'পিতে আগ ।

পলে পলে যত্রি, লে ও ভাগ, সহি পলে পলে অগমনে !

আপনারে শুধু বড় বলে জানি,

করি হাসাহাসি, করি কামাকামি,

কোটারে হাজর ছোট ছোট প্রাণী, বরা করি লরা প্রাণ !

অগ্নি আগন্তে যদি বরের কোণে জা'বে জা'বে করি স্থল ।

আপনার জনে বাখা দিতে যবে, তার বেলা আগ্রহণ !

আপনার দোষে পরে করি দোষী,  
 আনন্দে সবান্ধারে ছড়াই মসী,  
 ( হেথা ) আপন কলঙ্ক উঠেছে উজ্জ্বলি, রাশিবার নাহি স্থান ।  
 ( যিহে ) কথায় বাধুনী কাগজের পাতা চোখে নাই কাব্যে মীম্ব,  
 আবেদন আর নিবেদনের আলা ব'লে ব'হে নত শির ।  
 কামিয়ে সোহাগ ছি ছি এ কি লাজ,  
 লগতের মাঝে তিখারী লাজ,  
 আপনি করিনে আপনার কাজ, পরের পরে অভিমান !  
 ( ছি ছি ) পরের কাছে অভিমান !  
 (ওগো) আপনি মানাও কলঙ্ক পসরা, যেও না পথের দার ;  
 পথের পায়ে বেরে মান ভিক্ষা কর, সকল ভিক্ষার ছার !  
 দাঁও লাগে ব'লে পথের পিছু পিছু  
 কামিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু,  
 (যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও, প্রাণ আগে কর লান !

রাগিণী প্রভাতী ।

এ কি অন্ধকার এ তারত-হৃদি,  
 বুঝি, পিতা, তারে ছেড়ে গেছ কুমি,  
 প্রতি গলে গলে, ভূষে রসাতলে,  
 কে তারে উদ্ধার করিবে !

চারিদিকে চাই নাহি হেরি স্মৃতি,  
নাহি যে আশ্রয় অসহায় স্মৃতি,  
স্মৃতি এ স্বীকারে বিপদ-পাথারে  
কাহার চরণ ধরিতে !

ভূমি চাও, পিতা, সূতাও এ ছশ,  
অজ্ঞান দেহেতে রয়ে। না বিমুখ,  
নহিলে স্বীকারে বিপদ-পাথারে  
কাহার চরণ ধরিতে !

বেখে চেয়ে শুধু গহন সন্ধান,  
নাহে নত নিত, তবে কলমাল,  
কয়টিছে সহিছে শত অপমান  
লাজ মান আর থাকে না ।

হীনতা লয়েছে যাবার ভুলিয়া,  
তোমারও ওই দিরাছে ভুলিয়া,  
হয়নির সঙ্গে আশ্রয় হইলে  
তোমারও তারা ডাকে না ।

ভূমি চাও, পিতা, ভূমি চাও চাও,  
এ হীনতা, পাপ, এ ছশ সূতাও,

সলাটের কলক মুছাইও মুছাইও,  
মহিলে এ দেশ থাকে না ।

ভূমি যবে ছিলে এ পুণ্যভবনে,  
কি শৌর্যত লুপ্তা বহিত পশনে,  
কি আনন্দ গান উঠিত গগনে,  
কি প্রতিভা-জ্যোতি অলিত !

ভগবত-অরণ্যে স্নানবিহীন গান  
অনন্ত সমনে করিত প্রয়াণ,  
ভোমারে চাহিত পুণ্যপথ দিয়া  
সকলে বিলিয়া চলিত !

আজি কি হবেছে, চাও পিতা, চাও,  
এ তাপ, এ পাপ, এ ছঃষ ঘুচাইও,  
বোঝা ও ধরেছি ভোমারি শতান,  
ঘনিষ্ঠ হয়েছি পতিত ।

হাশির—তাল কেবুতা ।

আনন্দধ্বনি জাপাও গগনে !  
কে আছে জাপিয়া পুরনে চাহিয়া,  
ঘল, উঠ উঠ সধনে, গভীর শিলা যগনে ।

মেধ, তিমির যক্ষনী দ্বার উই,  
হাসে উমা নব জ্যোতির্ময়ী,  
নব আনন্দে, নব জীবনে,

সুখ কুসুমের মধুর পবনে ; সিংহবলকুব্জনে ।

হের, আশ্রিত আলোকে জাগে স্বকতার উদয় অচল পথে,  
কিম্ব-কিম্বীটে তরুণ তপস উষ্টিছে অরুণ-রথে ।

চল যাই কাঙ্ক্ষ, মানব-স্বযজ্ঞে,

চল বারিহরিয়া অপত্যের দ্বন্দ্ব,

যেহা না অগম শয়মে, ধৈর্য না অর্পন স্বপনে !

যার লাজ জ্ঞান, আলস বিলাস, কুহক মোহ বধি ।

ঐ দূর হয় শোক সংশয় কুংখ অগ্নি !

ফেল জীর্ণ চীম, পন্ন নব লাজ,

আরম্ভ কর জীবনের কারু,

সবল সবল আনন্দ যনে, অমল অটল জীবনে !

কাফি ।

কেন চোরে আছে গৌ বা, কুণপানে !

এরা চাহে না জোয়ারে চাহে না বে,

আগন মায়েরে নাহি কাদে !

এরা কোঁসার কিছু দেবে না ছেবে না,  
 বিখ্যা কবে শুধু কত কি ভাসে !  
 কুসি ত দিতেছ মা, যা আছে কোঁসারি,  
 অর্ধ শত্ৰু তব, জারুবাঁসারি,  
 জানি বর্ষ কত পুণ্য-কাহিনী ;  
 এরা কি লেখে ভোরে, কিছু না কিছু মা,  
 বিখ্যা কবে শুধু হীন পরাণে ।  
 যমের বেদনা ত্রাণ মা, যেন,  
 নদন-বারি নিবার' নয়নে,  
 মৃৎ লুকায় মা, ধূলিখয়নে,  
 কুলে থাক যত হীন সঞ্জামে !  
 শৃঙ্গপয়মে চেয়ে গ্রহর গপি দণি,  
 যেথ, কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,  
 গ্রন্থে জাদায়ে কি হবে ধননী,  
 নির্ধম চেতনাহীন পাশাণে !

সিন্ধু—কাণ্ড্যালি ।

আবার      যোলো না গাঁহিতে যোলো না !  
 এ কি      শুধু হাসি মেলা, প্রমোদের মেলা,  
             শুধু বিছে কথা, ছলনা !

- এ যে নয়নের জল, হস্তাশের খাঁস,  
কলঙ্কের কথা, দয়িত্বের আশ,  
এ যে বুকফাটা হৃদে, গুপ্তরিছে বৃকে,  
গভীর স্বপ্ন দেখনা !
- এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের খেলা,  
শুধু মিছে কথা, ছলনা !  
এনেছি কি বেধা যশের কাঁড়ালি,  
কথা গোঁথে গোঁথে নিতে করতালি,  
মিছে কথা করে, মিছে বশ লয়ে,  
মিছে কাঁখে দিশি ঘাপনা ।  
কে আদিবে আশ, কে করিবে কাজ,  
কে দুচোখে চাইবে জননীর লাজ,  
কাতরে কাঁদিবে, মাঝের পায়ে দিবে,  
সকল প্রাণের কাঁহনা ।
- এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের খেলা,  
শুধু মিছে কথা, ছলনা !

ভৈরবী—রূপক ।

কে এসে যায় কিরে কিরে,  
আঁচুল নয়নের নীরে ?



কে কৃষ্ণা আশাকরে,  
চাহিছে মুখপরে ?  
সে যে আবার জননী রে !

কাহার সুবাসরী বাপী,  
বিলার অলদের আসি ?  
কাহার ভাষা হারি,  
ভূমিতে নবের চারি ?  
সে যে আবার জননী রে !

কনেক ব্রহ্মকোণ ছাড়ি  
চিনিতে আর নাহি পারি ।  
আপন সন্তান  
করিছে অপমান,—  
সে যে আবার জননী রে !

বিরল কুটীরে বিবর,  
কে যসে' সাক্ষাৎই আর ?  
সে দেহ-উপহার,  
জটিল না বুঝে আর !  
সে যে আবার জননী রে !

### বিঁঝিট—একতালা ।

একবার তোরা ■ বলিয়া ডাক,  
অগভজনের অবণ জুড়াক,  
হিরাপিপাষণ কেঁবে গলে থাক,  
হুঁৎ কুলে আনি চাহ রে !

গাফা দেবি তোরা! আত্মপত্র তুলি,  
মনরে মনরে ছুটুক বিদুলি,  
প্রজ্ঞাভগগনে কোটি দির তুলি,  
নির্ভয়ে আছি পাহ রে !

বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে,  
রোষাক উষ্টিয়ে অমন্ত মিথিলে,  
বিশ কোটি ছেলে মথুরায় ঘেরিলে,  
দশমিক হুঁৎ হানিবে !

সে দিন প্রজ্ঞাতে নূতন তপন,  
নূতন জীবন করিবে বগন,  
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,  
আসিবে সে দিন আসিবে ।

আপনার মাঘে না বলে ডাকিলে,  
আপনার ডায়ে জব্বরে রাখিলে,  
সব পাণ্ডিত্য দুরে ছাড় চলে,  
শুধা প্রেমের বাজিলে !

সেখায় বিরাজে হেব-অশীর্ষক,  
না থাকে কলক, না থাকে বিবাহ,  
ঘুচে অপমান, জেদে গঠে ঐশ্বর্য,  
বিশাল প্রতিভা বিকাশে !

### রামপ্রসাদী হুর ।

আনন্ডা মিলেছি আজ মাগের ডাকে !  
ধরের বহে পনের মতন  
তাই হেঁটে তাই কদিন থাকে !

ঐশ্বের মাঝে থেকে থেকে,  
আমি বলে ওই ডেকেই কে !  
গভীর স্বরে উদাস করে,  
আমি কে কারে ধরে রাখে !

বেধার থাকি বে যেখানে,  
 বীদন আছে এখানে এখানে,  
 এখানে টানে টেনে আসে,  
 এখানের বেদন জানে না কে !

মাঝ অশ্রুমাঝ পেড়ে বুচে,  
 নয়নের জল পেড়ে বুচে,  
 মবীন আশে রহর আসে,  
 তাইয়ের পাশে তাইকে দেখে !

কত দিনের সাধন ফলে,  
 মিলেছি পাখ দলে দলে,  
 যবের ছেলে সবাই মিলে  
 যেখা দিলে আর রে থাকে !

হাথির—একতাল্লা ।

কমনীর হারে আজি ওই  
 কন গো স্বপ্ন থাকে !  
 থেকে না থেকে না, গুরে তাই,  
 যখন মিথ্যা থাকে !

অর্থ্য ভরিয়া আনি,  
 ধর নো পূজার থালি,  
 রক্তন-প্রাণীশ থালি,  
 যতনে আন ধো আনি,  
 ভরি লয়ে ছুই পাণি  
 বহি আন ফুল-ডালি,  
 মাইর আফ্রাম বাগি  
 রটাও ছুবন মাঝে !  
 জননীত্ব মায়ে আকি ওই  
 তম গো শখ বাজে !

আকি প্রেমর পবনে,  
 নবীন জীবন ছুটিছে !  
 আকি প্রেমর কুহনে,  
 তব শূন্য ছুটিছে ।  
 আকি উজ্জ্বল কালে,  
 তোল উন্নত বাঁধা,  
 নব সন্নীত-কালে,  
 গাও গভীর পাখা,

পদ্ম মালা কপালে,  
 নব পল্লব গাঁথো,  
 শুভ সূক্ষর কাঁপে,  
 লাজে মাঝ নব মাঝে ।  
 জননীর বাবে আঁখি শুট  
 জ্বল পো নখ বকে !

### ভৈরবী ।

অগ্নি ভুবনমনোমোহিনী !  
 অগ্নি নির্মল স্বর্ধ্যকরোজ্জ্বল বরুণী,  
 জনক-জননী-জননী ।  
 নীল-সিদ্ধ-কল-দোঁত চরণগুল,  
 অমিল-বিকম্পিত খ্যামল অকল,  
 অমর-চূড়িত শাল হিম্মচল,  
 গুহ-ভূষার-কিরিটিনী !  
 ঐশ্বর্য প্রভাত উল্লস জব পপনে,  
 প্রথম সাগরব তব অপোষনে,  
 প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে,  
 জামবর্গ কল জাব্যকাহিনী !

চিরতলাপসরী তুমি ধত,  
 দেশ নিদেশে বিতরিল অন্ন,  
 কাঙ্ক্ষবী বহুমা বিগলিত করুণা,  
 পুণ্যপীষ-অন্তরাহীনী !

নববর্ষের পান ।

হে ভারত, আজি নবীম বর্ষে,  
 শুভ এ কবির পান !—  
 তোমার চরণে নবীম বর্ষে  
 এনেছি পূজার মন !  
 এনেছি যোদের দেহের শক্তি,  
 এনেছি যোদের মনঃ তকতি,  
 এনেছি যোদের শরীর মতি,  
 এনেছি যোদের প্রাণ ।  
 এনেছি যোদের জেষ্ঠ সর্বা  
 তোমারে করিতে দান ।

কাকন-খালি নাই আশাঘর,  
 অন্ন নাহিক ছুটে !  
 বা আছে যোদের, এনেছি স্যাক্ষরে  
 নবীম পর্ণপুষ্টে ।

সমারোহে আক নাহি প্ররোজন,  
 মীনের এ গুণ), মীন আরোজন,  
 চিরকারিড়া করিব মোচন,

চরণের ধূলা লুটে !

সুর-ছলিত জোয়ার প্রসাদ  
 লইব পৰ্য্যগুটে ।

রাধা ভূমি নহ, হে মহাতাপস,

ভূমিই প্রাণের প্রিয় !

তিকাভূষণ ফেলিয়া পরিব,

জোয়ারি উত্তরীর !

বৈষ্ণবের মাঝে আছে তব বন,

বৌয়ের মাঝে রয়েছে গোপন,

জোয়ার বহু অস্থিচরন,

ভাই আযাদের বিরোধ ।

পরের নজর ফেলিয়া পড়িব,

জোয়ার উত্তরীর !

হাও আশিকের অভয়মহন,

অশৌকমহ তব !



হাও আঁধারের অন্তরায়,  
 হাও গোীবন নব-  
 যেীবন ছিল তব অণোক্ষমে,  
 যেীবন ছিল তব আকাশনে,  
 মুক্ত হৌও সে মহাীবনে  
 চিত্ত ভরিয়া লব !  
 মৃত্যুভরণ শকাবরণ  
 হাও সে বস্তু তব !

### স্মরণ—চৌতাল ।

এ ভারতে রাধা নিত্য প্রভু,  
 তব গুণ আশীর্বাদ,  
 তোমার অন্তর,  
 তোমার অধিক অনন্ত বাঁধী,  
 তোমার হৃদ অমর আশা !  
 অনির্জাণ ধর্ম-আলো,  
 সবায় উজ্জ্বল আলো আলো,  
 সত্যটে হৃদিয়ে দে,  
 রাধা তানে অরণ্যে তোমারি পথে ।

বসে বাঁধি দাও তার,  
 বসে ভব মির্বিদার,  
 মিশ্রিত যেম স্নায়ু দিওঁক ।  
 পাণের নিরখি লয়,  
 মিষ্টা ভবুও রয়,  
 ধাতু তব চরণে অটল বিখালে !

বিশ্ব বিখিট—একভালা ।

সব বসন্তেরে করিয়ায় পণ,  
 সব বসন্তেরে দাঁড়া ;  
 সব আশ্রমে, তোমার চরণে,  
 হে ভারত, সব শিক্ষা !  
 পদের ভূষণ, পদের সন্ধান,  
 জেনাখিছ আজ পদের অলন,  
 যদি হই দীপ, না হইব হীন,  
 ছাড়িব পদের জিহা !  
 সব বসন্তেরে করিয়ায় পণ,  
 সব বসন্তেরে দাঁড়া !

৷ থাকে আঁসাল, আছে ত কুটীর,  
 কল্যাণে সুপবিত্র ।  
 না থাকে নগর, আছে তব বন  
 ফলে ফুলে সুবিচিত্র ।  
 ভোম্বা হতে বত মূলে গেছি সরে'  
 ভোম্বারে দেখেছি তত ছোট করে'  
 কাছে দেবি আশ, বে স্নানস্নান,  
 তুমি পুরাতন বিহ্ন ।  
 হে তাপস, তব শরৎকীর্তন  
 কল্যাণে সুপবিত্র !

পরের বাঁকে তব পথ হয়ে  
 দিগেছি পেয়েছি গন্ধা !  
 ভোম্বারে কুমিতে ফিরিয়েছি মুখ,  
 গিয়েছি পরের সন্ধ্যা !  
 কিছু নাহি গপি' কিছু নাহি কহি'  
 জগিছ বন অন্ধরে রহি',  
 তব সমান্তর ধানের আসন  
 বোনের অস্থিরতা !

পরের বুলিতে, তোমারে ফুলিতে  
 দিয়েছি পেরেছি লজ্জা !

সে সকল লাজ, তেরাশিব আজ,  
 লইব তোমার দীক্ষা !  
 তব পদতলে, যদিও বিরলে,  
 দিবিব তোমার শিখা !

তোমার বঙ্গ, তোমার স্বর্ণ,  
 তব মন্দের গভীর মর্দ,  
 লইব তুলিয়া সকল ফুলিয়া,  
 ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা !  
 তব গৌরবে পবন মানিব,  
 লইব তোমার দীক্ষা !

---

## বাউল ।

সার্থক জগৎ ।

ভৈরবী ।

সার্থক জগৎ আশ্রয়,

অন্তরে এই বেশে ;

সার্থক জগৎ যা গো,

তোমার কানবেসে ।

আনিসে তোর ধম বতন,

আছে কি ■ রাষ্ট্রের মতন,

অধু আনি আশ্রয় অঙ্গ স্ফুটায়

তোমার ছায়ায় এসে ।

কোন বনেতে আনিসে ফুল

গন্ধে এমন করে আকুল,

কোন গগনে ওঠেবে চাঁদ

এমন হাসি হেসে !

ঈশি যেনে তোমার আলো,

প্রথম আশ্রয় তোমার হৃদয়ালো,

ঐ আলোতেই মনন রেখে

মুগ্ধ নয়ন পোকে ।

## পথের পান ।

বাক্যকলী—একতালি ।

আমরা পথে পথে ঘাট ঘাটে সারে,  
তোমার নাম শেয়ে ফিরিব ঘাটে ঘাটে ।  
বলব, “জননীকে কে দিবি নাম,  
কে দিবি ধন তোর, কে দিবি প্রাণ—”

( তোষের ) যা কেঁকেছে, কব ঘাটে ঘাটে ।

তোমার কাছে প্রাণের সকল সুর,  
উঠবে আপনি বেজে সুখ-সদুর—

( মোদের ) কলম যন্ত্রেরই তারে তারে ।

বেলা গেল শেবে তোমারি পারে,  
এনে ঘেব সবার পুঙ্খ কুড়ামে,

তোমার ) সঙ্কনেরি দান তারে তারে !

দোনার বাংলা ।

বাউলের গুন

আমার লোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি ।

চিরদিন তোমার আশাশ, তোমার বাতাল,

আমার প্রাণে বাজায় বাঁপী ॥

- ৩ বা. কাঙনে তোর আঁখির সমে  
 ত্রাণে পাগল করে, ( যদি হারি হারি রে )—
- ৪ বা. অত্যাণে তোর ভরা কেতে,  
 কি দেখেছি মগুর হাসি ?  
 কি দোভা কি ছায়া পো,  
 কি রেহ কি মায়া গো,  
 কি ঐচল বিছায়েছ ঘটের মূলে,  
 নদীর কূলে কূলে ।
- ৫ বা. তোর চুপের বাণী আমার কানে  
 লাগে সুধার বত, ( যদি কায়-হারি রে )—
- ৬ বা. তোর বলমণিনি মণিন হ'লে,  
 আমি নয়নজলে ভাসি ॥  
 তোমার এই হেলাঘরে,  
 শিশুকাল কাটিল যে,  
 তোহারি হুলামাটি আছে মাথি  
 এক জীবন বানি ।
- ৭ বা. দিন কুরালে সন্ধ্যাকালে  
 কি দীপ আলিস ঘরে, ( যদি হারি হারি রে )—
- ৮ বা. খেলাধুলা সকল ফেলে,  
 তোহার কোলে ছুটে আসি ॥

হেম-চন্দ্রা তোমার মাঠে,  
 পায়ে বাঁধার খেঁচাখাটে,  
 সাবানিন পাখি-তাঁত। ছায়ার ঢাকা  
 তোমার পরিখাটে,—  
 তোমার নামে-করা আঁঠুমাতে  
 লীলনের হিন কাটে, ( যদি হায় হায় রে )—  
 ও মা, আমার যে তাই তান্না সবাই,  
 তোমার ব্রাহ্মণ তোমার চাখী ॥  
 ও মা, তোমার চরণেতে,  
 দিলেব এই মাথা পেতে,  
 যে পো তোমার পায়ের ধুলো, সে বে আমার  
 মাথার আঁধিক হবে ।  
 ও মা, গরীবের বন বা আছে তাই  
 দিব চরণ-তলে, ( যদি হায় হায় রে )—  
 আমি পরের করে কিন্থ না তোকে  
 ছুঁব যলো' পলায় কঁপি ॥



# বেশের মাটি ।

( ঝাঁপের ওয় )

ও আমার বেশের মাটি,  
তোমার 'পরে তৈরী মাথা !

তোমারে বিশ্বযরী,  
( তোমারে বিশ্বযরের )

আঁচল লাভা !

তুমি বিশেষ মোর দেহের লগ্নে,  
তুমি বিশেষ মোর প্রাণে যনে,  
তোমার ও প্রাণলবরণ কোমলকুঁড়ি

দর্শে গাঁথা—

তোমার কোলে জনম আকার,  
হরণ তোমার বুকে ;  
তোমার 'পরেই থেঁতা আকার,  
হুগে হুগে ।

তুমি অর মুখে ফুল মিলে,  
তুমি আঁচল কলে কুড়াইলে,  
তুমি যে সকল-সকল সকল-বকল  
মাকার মাথা !

অনেক ভোষার খেয়েছি গো,  
 অনেক মিরেছি যা,  
 তবু, জানিনে যে কি বা ভোষার  
 মিছেছি বা :  
 আশায় ভরষা পেলে মিছে কাজে,  
 আশি কটাহু দিন ঘরের বায়ে,  
 ও যা, রুখা আমার শক্তি দিলে শক্তিহারা !

### স্বিধা ।

বেহাগ—একতালি ।

বুক বেধে তুই হাড় দাখি,  
 বায়ে বায়ে হেলিসনে, তাই !  
 গুঁড়ুই ভেবে ভেবেই  
 হাতের লম্বী হেলিসনে, তাই !  
 একটা কিছু করলে ঠিক,  
 ভেসে ফেরা করার অধিক,  
 বায়েক এ মিক্ বায়েক ও মিক্  
 এ খেলা আর হেলিসনে, তাই !

যেলে কি না যেলে বড়ল,  
 করুতে তবু হবে বড়ল,  
 না যদি হয় মনের মতল,  
 চোখের জলটা ফিস্ফিসনে, তাই !  
 ভালোতে হয় ভালো ভেলা,  
 ফিস্ফিসনে আর হেলাফেলা,  
 পেছিয়ে যখন যাবে বেলা,  
 শুধম জাঁখি ফিস্ফিসনে, তাই !

অভয় ।

চুশামি—একটালো ।

আমি ভয় করব না, ভয় করব না ।  
 হু বেলা বয়াল আগে,  
 মরুব না, গাই, মরুব না !  
 ফরিখানা বাইণ্ডে গেলে,  
 হাফে হাফে তুফান মেলে ;  
 তাই বলে, হাল ছেড়ে দিয়ে  
 কাছাকাছি বসব না ।

শব্দ বা ভাই লাগতে হবে,  
 মাথা তুলে রইব তবে,  
 সহজ পথে চলব তেবে  
 পীড়িত 'পথে পড়ব না ।  
 শব্দ আমার মাথায় রেখে ;  
 চলব নিখে হাঙা ছেবে,  
 বিপদ যদি এসে পড়ে  
 ঘরের কোণে লুপ্ত না !

হবেই হবে ।

( বাঁদলের দ্বারা )

নিশিথিন তরঙ্গা রাধিস্,  
 ওরে মন হবেই হবে !  
 যদি পণ করে' থাকিস্,  
 সে পণ তোমার হবেই হবে ।  
 ওরে মন হবেই হবে !  
 পাষণ সমান আছে পড়ে'  
 প্রাণ পেয়ে সে উঠবে ওরে,  
 আছে বাবা বোমার হৃদয়,

ভায়াও কথা কবেই কবে ।

ওরে মন হবেই হবে ।

সবর হলো, সবর হলো,

যে যায় আপন বোঝা ভোলো ;

জুগে যদি আখায় ঘড়িল,

সে দুঃখ ভোর হবেই হবে ।

ওরে মন হবেই হবে !

ঘটী যখন উঠে যেছে,

দেখি সবাই হাসে সেছে ;

এক সাথে সব যাত্রী যত

একই রাফা লেখেই লখে ।

ওরে মন হবেই হবে !

বান ।

( গাতি গমনের ছন্দ )

এবার ভোর যত্র পাতে বান এসেছে,

অয় বা বলে ভালো করী ।

ওরে রে ওরে আঁধি, কোথায় আঁধি,

আপগণে তাই, ডাক বে আঁধি ;

কোরা লবাই মিলে বৈঠা নে বে,  
খুলে কেজ্ সখ মড়াগড়ি ।

মিনে মিনে ঝাড়ুল পেমা,  
ও ভাই, করলি নে বেচা কেনা,  
হাতে নাইরে কড়া কড়ি ।  
ঘাটে বাধা দিন গেলরে,  
হুধ ছেঁষাবি কেমন করে,—  
ওরে বে খুলে দে, পাল জুলে বে,  
যা হয় হবে বাচি নরি ।

একা ।

( বটিলের ঘর )

যদি ভোঁর ডাক শুনে কেউ না আসে,  
অবে একুলা চল রে !  
একুলা চল, একুলা চল,  
একুলা চল রে ।  
যদি কেউ কথা না কয়—  
( ওরে ওরে ও অত্যাশা । )

যদি সবাই থাকে সুখ কিরূপে,  
সবাই করে শুধু—  
তবে পদাশ ধুলে,  
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা,  
একলা বল রে !

যদি সবাই ফিরে যায়—  
( ওরে ওরে ও অত্যাশা ! )  
যদি গহন পথে ঘাবার কালে  
কেউ ফিরে না চায়—  
তবে পথের কাটা,  
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে  
একলা বল রে !

যদি আশো না ঘরে—  
( ওরে ওরে ও অত্যাশা ! )  
যদি বড় বানলে আঁধার রাতে  
ছায়ার বেগ ঘরে—  
তবে কহানলে,  
আপন দুকের পাঞ্জর আলিয়ে নিয়ে  
একলা বল রে !

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,  
 তবে একলা চল রে !  
 একলা চল, একলা চল,  
 একলা চল রে !

মাতৃমুষ্টি ।

শিলাপ—একতারা :

আজি বাংলাদেশের জনম হতে  
 কথম্ আপনি,  
 তুমি এই অপকল্প রূপে বাহির  
 হ'বে জননী !

অগো মা—

তোমায় বেথে সেখে অঁধি না ফিরে !  
 তোমায় ছায়ার আঁধি খুঁজে গেছে  
 সোনার বন্ধিরে !  
 কান হাতে তোর ধড়ল আলো,  
 বাঁ হাত করে লজ্জাহরণ,  
 দুই ময়নে মেহের হাসি,  
 ললাট-নেত্র আঁকন বরণ ।



ওগো বা—

তোমার কি স্মৃতি আজি হেথিরে !

তোমার হুয়ার আজি খুলে গেছে  
শোনার নদ্বিরে !

তোমার স্মৃতিকেশের গুণ মেঘে  
পুফার অবনি,

তোমার আঁচল বলে আকাশতলে,  
রৌদ্র-বন্দনী !

ওগো মা—

তোমার দেখে দেখে আঁধি মা ফিরে !

তোমার হুয়ার আজি খুলে গেছে  
শোনার নদ্বিরে ।

যখন অনাধরে চাইনি সুখে,  
ভেবেছিগেব স্মৃতিবন্দী মা !

আছে তাড়াঘরে একুশ পড়ে,  
চুপের বুঝি নাইকো সীমা !

কোথা সে তোমার স্মৃতি বেশ,  
কোথা সে তোমার স্মৃতি হাসি !

আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল,  
ঐ চরণের স্বীকৃতিরাশি !

ওগো মা—

তোমার কি মৃত্যু আছি বেঁধে ;  
আছি দুঃখের রাতে, অশ্রুর শ্রোতে,  
ভাসাও ধরনী !  
তোমার অন্তর বাঁকে কদম্বাশ্রমে,  
ফলন-বহনী !

ওগো মা—

তোমার দেখে বেঁধে আঁধারি মা গিরে !  
তোমার হৃদয় আলি বুকে পেছে  
সোনার বন্ধিরে !

বাউল ।

( ২ )

যে তোমার হৃদয়ে ছাড়ুক,  
আমি তোমার ছাড়ব না, মা !  
আমি তোমার চরণ করব শরণ,  
আমি কারো গরি ধরব না, মা !  
কে বলে তোমার মন্দির ঘর,  
কখনো তোমার বক্তব্য রাখি,

আমি ধো তোর মূল্য আমি,

পরের পাবন কাড়িব না, বা !

আমি তোমায় ছাড়িব না, বা !

হানের আশে দেশ বিদেশে,

যে যাবে সে বলকু বুয়ে,

তোমার ছেঁড়া কাবা আছে পাড়া—

তুলতে সে যে পারিব না, বা ।

আমি তোমার ছাড়িব না, বা !

ধনে যানে লোভের টানে,

ভুলিয়ে নিতে চায় যে আশায়—

খুদা, তার যে আগে শিখর বাসে,

কারো কাছেই হাবিব না, বা ।

আমি তোমায় ছাড়িব না, বা !

( ২ )

যে তোরে পাগল বলে,

তারে ভূই বলিসনে কিছু !

আজ্জকে তোরে কেমন জেবে,

অঙ্গে যে তোর খুলো ঘেবে ;

কাল সে ঝাড়ে, বাল্য হাতে,

আম্বে যে তোর পিছু পিছু !

আজ্জকে আপন মানের ভবে,  
 থাক্ সে বসে গসিয় পয়ে ;  
 তালুকে ধোয়ে, আশুবে মেনে,  
 কহুবে সে তার মাথা দৌছু ।

( ৩ )

গরে তোর।

নেই বা কথা বলি !  
 পাঙ্কিয়ে হাটের মাধি ধানে,  
 মেই জাগালি পল্লী !  
 ঝরিল্ মিথ্যে বকে ককে,  
 কেথে কেথল ছাগে মোকে,  
 না হয়, নিরে আপন অনেক আগুন,  
 মনে মনেই অলি—  
 নেই জাগালি পল্লী ।

অস্তরে তোর আছে কি যে,  
 নেই রটালি মিথে মিথে,  
 না হয়, বাস্তবলো বহু রেখে,  
 চুপেচাপেই চাচি—  
 নেই জাগালি পল্লী !

কাজ থাকে ত করুণে না কাজ,  
লাজ থাকে ত ঘুচায়ে লাজ,  
ওরে, কে যে তোরে কি বলেছে,  
মেই বা জাভে টলি—  
নেই আগাণি পরী ।

( ৪ )

যদি তোর ভাবনা থাকে,  
কিয়ে যা না—  
তবে হুই নিগে যা না !  
যদি তোর ভয় থাকে ত  
করি যান ।

যদি তোর ব্লু জড়িয়ে থাকে গারে,  
ভুলি যে পথ পায় পায়,  
যদি তোর হাত কাপে ত নিবিয়া আসে,  
সবার করুণি কান ।  
যদি তোর ছাড়তে কিছু না চাবে মন,  
করিল ভারী বোঝা আপন,  
তবে হুই সইতে করু পারিষিনেরে  
বিদ্য পথের টানা !

যদি ভোয় আপন হতে অকারণে,  
 অথ সহ্য না জায়ে মনে,  
 তবে কেবল তর্ক করে নবম কথা  
 করি মান্য থানা !

( ৫ )

আগনি অবশ হলি, তবে  
 বস দিবি তুই কারে !  
 উঠে ঝড়ো উঠে ঝড়ো,  
 ভেঙে পড়িসু না রে !  
 করিসুমে নাজ, করিসুনে ভর,  
 আপনাকে তুই করেনে ভর,  
 সবাই তখন সাড়া দেবে,  
 ডাক দিবি যারে !  
 বাহির বসি হজি পথে,  
 করিসুমে আর কোনো নজে,  
 থেকে থেকে সিঁছলপানে  
 চাসুনে যারে যারে !  
 নেই যে রে ভর ব্রিহুবলে,  
 ভর শুধু ভোয় দিঘের বসে,

অন্তর চরণ শরণ করে,  
বাহির হয়ে বাইরে !

( ৩ )

খোঁচাকি,

কি স্রুখে ঐ ভাষা ছুঁটি পেলেছ !

এই      ঝাঁধার লালে, বনের মাঝে,  
উল্লাসে প্রাণ চেলেছ !

ভূমি      নও ত দূরী, নও ত চক্রে,  
তাই বলেই কি কম আমল !

ভূমি      আপন আঁবন পূর্ণকরে  
'আপন আলো' এলেছ !

তোমার      যা আছে, তা তোমার আছে,

ভূমি      নও ঘো ঝগী কারো কাছে,

তোমার      পুস্তকে যে শক্তি আছে,  
তারি আবেশ পেলেছ !

ভূমি      আঁবার ঝঞ্জন ছাড়িরে ওঠ,

ভূমি      ছোট হয়ে নও ঘো ছোট,

অপভ্রম      যেবার যত আলো, লবার  
আপন করে ফেলেছ !

## মাতৃগৃহ ।

( বাউলের ঘর )

মা কি কুই শরের ধারে,

পাঠাবি তোর শরের ছেলে ?

ভাঙ্গা যে করে হেলা, খারে ঢেলা,

ভিক্ষাখুলি দেখতে পেনে !

করেছি মাথা নীচু,

চকোছি বাহার পিছু,

হদি বা দেব সে কিছু অবহেলে—

ভবু কি এমনি করে, সিব্ব ঘরে,

আপন দায়ের ঐশাণ কেলে ।

কিছু মোর নেই কদতা,

সে যে যোর মিথ্যে কথা,

এখনো বহুনি মরণ শক্তিকেলে—

আমাদের আপন শক্তি, আপন তক্তি,

চরণে তোর দেব মেহে !

নেব গো মেধে গেছে,

যা আছে তোর শরতে,

দে গো তোর আঁচল পেতে টিয়কেলে—



আঁখিরে সেইখানে মান, সেইখানে প্রাণ,  
সেইখানে দিই ছুর ঢেলে !

প্রয়াস ।

( ব্যক্তি ।

তোমর আপন মনে ছাড়বে কোরে,  
তা বলে ভাবনা করা চলবে না ।  
তোমর আশাভাঙ্গা গড়বে ছিড়ে,  
হয় ত রে ফল ফলবে না—  
তা বলে ভাবনা করা চলবে না !

আগুণে গধে আগার নেমে,  
তাই বলেই কি রইবি ধোয়ে,  
ও কুই বায়ে বায়ে আলুনি বাস্তি,  
হয় ত বাস্তি অলুবে না—  
তা বলে ভাবনা করা চলবে না !

তলে ভোঁবার দুখের বাসী,  
আলুণে দিবে বনের প্রাঙ্গী,

তবু হৃদয় তোমার আশ্রয় হবে  
 পাশাপাশি গল্পে না—  
 তা বলে ভাবনা করা চলবে না।  
 বন্ধ চুম্বন দেখি বলে,  
 প্রেমি কি দুই আশ্রয় চলে,  
 তোমারে আরো আরো ঠেকাবে হৃদয়,  
 হৃদয় হৃদয় চলবে না—  
 তা বলে ভাবনা করা চলবে না।

### বিলাপ।

( বাউনের হৃদয় )

ছিছি, চোখের অঙ্গে  
 তেজস্বিনী আর নাট্য।  
 এবার কঠিন হয়ে থাক না ওরে  
 বন্ধ চুম্বন আঁটি—  
 মোরে বন্ধ চুম্বন আঁটি।

পরাগটাকে গলিয়ে ফেলে,  
 দ্বিগুণের তাই, পাবেই ফেলে,  
 বিধো অকালে !

ওয়ে নিয়ে আসে, চমুখি পারে,  
কতই বাবা কাটি —  
পথের কতই বাধা কাটি !

হেথলে ও ছোঁর জলের খাতা,  
যবে পরে হাসবে ঘাঁরা,  
তারা চাইবিকে—

তাদের দ্বারেই নিয়ে কান্না কুড়িসু,  
দায় না কি বুক কাটি—  
জান্নে দায় না কি বুক কাটি ।

দিনের বেলাই অগ্নি মাঝে,  
সবাই এখন চমুছে তাঝে,  
আপন পরবে—

তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে,  
করিস্ ঘাঁটাঘাঁটি—

কেবল করিস্ ঘাঁটাঘাঁটি ।

বাউল ।

যবে দুখ মলিন বেধে পলিসনে—ওয়ে তাই,  
যাইরে দুখ আঁধার বেধে টলিসনে—ওয়ে তাই ।

বা জোবানি আছে মনে,  
 লামো তাই পরান পপে,  
 তধু তাই দশ অমায়ে  
 বলিলেন—ওরে তাই !

একই পথ আছে গয়ে,  
 চল সেই খাজা হয়ে,  
 যে আসে তারি পিছে  
 চলিলেন—ওরে তাই !

খাক না আপন কাজে,  
 বা খুসি বন্ধু না খে,  
 তা নিরে গারের আলার  
 চলিলেন—ওরে তাই !

## ব্রহ্মসঙ্গীত ।

রাগিণী যেহাগ—তাল ঝাঁপতাল ।

অন্তরে আগিহ অন্তরবাসি !  
তবু বদা হুয়ে ত্রিমিতেছি আমি ।  
সংসার স্থখ করেছি বরণ,  
তবু তুমি বন জীবনবাসী !  
না জানিয়া পথ ক্রিমিতেছি পথে,  
আপন গরবে অশীম অগতে ।  
তবু হেহনৈঐ জাগে ঐশ্বর্যদ্বা,  
তব স্তম্ভ আশিস্ আলিহে আমি ।

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা ।

অনিয়ম অঁখি সেই কে দেখেছে !  
বে অঁখি অগত পানে চেয়ে রয়েছে ।  
ববি শশী গ্রহ তারা, হয় না ক মিশেহারা,  
সেই অঁখি পরে তারা অঁখি রেখেছে ।  
তত্বালে অঁখারে কেন জীবিয়া বেড়াই,  
হৃদয়-আকাশ পানে কেন না তাকাই !

এক-জ্যোতি সে মরন, জাপে সেখা অহঙ্কণ,  
বলোনের বেবে দুখি দুই তেকেছে ।

রাগিণী আসাবরী—তাল কাওয়ালি ।

অনেক দিয়েছ নাথ,  
অন্ডায় বালমা ভবু শ্রিয়ল মা ।  
হীন লগা হুটিল মা, অকরাগি হুছিল মা—  
পতীয় প্রাণের কৃষা বিটিল মা বিটিল মা ।  
দিয়েছ জীবন মন, প্রাণপ্রিয় পরিজন,  
কৃষাদিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অমর,  
ক্রাসশোভা ধরনী ।  
এত যদি দিলে লগা, আরো দিতে হবে ছে,  
তোহারে না পেলে আমি, কিরিব না কিরিব না ।

রাগিণী ধন—তাল ঠুংরি ।

অনু অনে বেহ আসো, নৃত অনে হের প্রাণ !  
তুমি করুণামৃতসিদ্ধ কর করুণা-কণা দান ।  
শ্রব কবর বন, কষ্টের পাখাবন,  
প্রেম-সলিল-ধারে সিঁড়িহ শুক নদান ।

যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাক ডাক,  
তোমা হতে হবে বে বার, তারে তুমি রাখ' রাখ' !  
ভূষিত বে জন কিয়ে, তব লুখালাপন-ভীয়ে,  
ছড়াও তাহারে রেহ-নীয়ে, সুধা করাও হে পান !  
তোমারে পেরেছিছ বে, কখন হারান্ন অবশেষে,  
কখন দুবাইছ হে, অঁখান্ন হেপি অঁখি মেলে !  
বিরহ আনাইব কার, লাঙ্ঘনা কে দিবে হার,  
দয়ব বগ্ন চলে বার হেরিছি প্রেম-বরান,—  
দরশন দাঁও হে, দাঁও হে দাঁও, কঁাদে জনর দ্বিরদাঁ !

যাক্ কেদারা—চৌতাল ।

অসীম আকাশে অগণা কিরণ, কত প্রেহ উপপ্রেহ,  
কত চন্দ্র তপন কিরিছে, বিচিত্র আলোক জ্বালায়ে,  
তুমি কোথায়—তুমি কোথায় !  
হার শকলি অঙ্ককার—চন্দ্র, সূর্য্য, সকল কিরণ,  
অঁখান্ন নিখিল বিশ্বজগত,  
তোমার প্রকাশ হৃদয় মাগে হৃদয় যৌর নাথ,  
সবুজ প্রেহ-আলোকে,  
তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে !

### রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা ।

আইল আমি প্রাণসখা, দেখে যে মিথিল জন ।  
 আলস বিছাইল নিশীথিনী গগন ভলে,  
 প্রহরার সন্ধ্যা ঘেটিয়া দাঁড়াইল !  
 নীরবে বনপিঙ্গি আকাশে রহিল চাহিয়া,  
 ধামাইল ধরা দিবস কোলাইল !

### কাফি—চৌতাল ।

আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁছি !  
 তবু কেন হেরি না তোমার কোঁজি,  
 কেন মিশাহাবা অন্ধকারে !  
 অকুলের কুল কুণি আমার,  
 তবু কেন ভেলে যাই মরণের পাগালায়ে !  
 আনন্দমন বিহু, তুঁরি বাব দারী,  
 সে কেন ঘিরে পথে যাবে যারে !

### রাগিণী সাহান্না—তাল কাওয়ালি ।

আজ বুঝি আইল প্রিয়তম, চরণে সকল আকুল দাঁহিন ।  
 কত দিন পরে মন ব্যক্তিগ ধামে,



পূৰ্ণ আনন্দ আগিল এনে,  
তাই বলে ডাকি সবारे, ছুফল সুবধূর এবে ছাইল ।

### রাগিনী টোড়ি—তাল কাঁপতাল ।

আজি এনেছে তোহারি আনন্দ-কিরণে ।  
পবিত্র কর-পরাণ পেয়ে,  
ধরনী বুঠিছে তোহারি চরণে !  
আনন্দে তরুণতা নোরাইছে মাথা,  
কুসুম কোটাইছে খড় মরণে !  
আশা উল্লাসে চরাচর হাসে,  
কি ভয় কি ভয় হুখ তাপ মরণে !

### রাগিনী বাহার—তাল তেওরা ।

আজি বহিছে বলস পবন সুমল তোহারি সুখদেহে ।  
কত আকুল এণ আজি পাইছে গান, তাহে তোহারি গানে  
আনন্দে হে !  
অন্য তোবার আলোক হ্যালোক জ্বলোকে পগন উৎসব-  
প্রাধপে—  
চিত্র-জ্যোতি পাইছে চক্রে তারা, অঁধি পাইছে অন্ধ হে ।

তব মধুর-মুখ-জ্যোতি-বিহসিত প্রেম-বিকশিত অঙ্কুরে—  
কত ককত ছাৰিছে, “নাথ, বাচি দিবশ রজনী তব সখ হে !”  
উঠে সমানে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে বশোপাখা কত ছন্দে হে,  
ঐ তবশরণ প্রভু, অন্তরগত তব সুর নামব সুনি বন্দে হে !

হৃদিগীর্ষী কৰ্ণাটী ধাম্বাজ—তাল ফেহুতা ।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে,  
অমৃত-সদনে চল ঘাই—  
চল চল চল ভাই ।

না কার্নি সেধা কত সুখ মিথিবে,  
আমঙ্গের নিক্ষেপনে,—  
চল চল চল ভাই !

মহোৎসবে ত্রিভুবন মাভিল,  
কি আনন্দ উধলিল,—  
চল চল চল ভাই !

যেবলোকে উঠিয়াছে জয় গান,  
গাই সবে একতান,—  
বল সবে, জয় জয় !

### বেলাঘনী—চৌতাল ।

আজি হেত্রি লংলাক অমৃতময় ।

মধুর পধন, বিহঙ্গ কিয়ল, ফুল কম,

মধুস বিহঙ্গকলধনি ।

কোথা হতে বহিল লহল প্রাণভরা প্রেমহিরোন। আরা,

হননকুমুদ উঠিল ফুটি পুলকভরে !

অতি আশ্চর্য্য, দেখে গবে লীমহীন জুহু হননমাবে,

অলীক ভগতস্বামী বিগাহে সুলভ শোভন !

বল এই মানব-জীবন, বল বিহ-অগত,

বল তাঁর ধেন, তিনি বল বল !

### রাগিণী হালকোড়ি—তাল কাণ্ড্যালি ।

আনন্দধারা বহিছে ফুবনে,

নিমরজলী কত অমৃতরস উৎসনি বাহ অনন্ত গগনে !

পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া,

সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় সৌভিতি,

নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে !

বসিছা আই কেমন আপন মনে,

স্বার্থ-বিষয়ন কি কারণে ?

চাষিবিদকে দেখ চাহি কবর ঐসারি,  
কুত্র হঃস সব জুড়ি মানি,  
কোন ভবিষ্য নহ শূন্য কীবনে !

রাগিণী ছাশ্বির—তাল চৌতাল ।

আনন্দ করেছে রাগি ভুবনে তোমার,  
ভূমি মদা নিকটে আছি বলে ।  
স্বস্তি অম্বক নীলাধরে রবি শশী তারা,  
গাঁথিছে যে গুহা কিরণমালা !  
বিশ্বপরিবার তোমার ক্ষেত্রে সুখে আকাশে,  
তোমার ক্রোড় ঐসারিত যোনে যোনে ।  
আমি মীন সন্ধান আছি সেই তব আশ্রয়ে,  
তব দেহ স্থ পানে চাহি চিরদিন !

রাগিণী মহীশূরী ভঞ্জন—তাল একতাল ।

আনন্দ-লোকে স্বপ্নগোষ্ঠে  
বিরাট সত্য সুন্দর ।  
যদিবা তব উদ্ধাসিত  
বহাগমন থাকে ।

বিশ্বজনক অশিষ্য  
 যেটি চরণে ।  
 ঐহিক চক্রান্ত  
 ব্যাকুল ক্রমবধে,  
 করিছে পান, করিছে যান,  
 অজ্ঞ কিরণে !  
 বরষা পর বরে নিরন্তর  
 মোহন মাণ্ডলিকা,  
 হুল পল্লব গীত গন্ধ  
 স্তম্ভিত কিরণে !  
 বহে জীবন নজরো দিম,  
 চিরদুত্তর ধারা,  
 করুণা তব অবিদ্রাব  
 জনমে মরণে !  
 সেহ প্রেম দয়াভক্তি  
 কোথায় করে প্রাণ ;  
 কত লাগিল বর বর্ষণ  
 সস্তাপ হরণে !  
 অগতে কব কি বোধোদয়,  
 কখন করে বিশ্ব,

ঐশ্বর্য্য ভূমাপার

নির্ভর শরণে !

রাগিণী ভৈরো—তাল বাঁপতাল ।

আমারেও কর আর্জনা !

আমারেও দেহ, মাথ, অমৃতের ভণা ।

দূর ছেড়ে পাশে এসে, বসে আছি রান বেশে,

আমারো হৃদয়ে কর আসন রচনা ।

জানি আমি, আমি তব হৃদয় সন্ধান,

আমারেও দিচ্ছে তব পদতলে স্থান ।

আমনি ভুবেছি পাশে, কামিতেছি মলজাপে,

জল গো আমারো এই স্বরম-বেধনা ।

রাগিণী দেশ সিদ্ধু—তাল একতাল ।

আবার বা আছে আমি সকল দিতে

পায়িনি তোমারে মাথ ।

আবার লালিত্য, আমার মন অশ্রুমাণ্ড,

হৃৎ হৃৎ ভাবনা ।

নাথো রয়েছে আদরণ কত শত কত মত,

তাই কেঁদে কিরি, তাই তোমারে না পাই,

মনে থেকে যায় তাই হে, মনের বেঘনা ।

যাহা রেখেছি তাহে কি পুথ,

তাহে কেঁদে যরি, তাহে ফেবে যরি !

তাই দিলে যদি তোমারে পাই—

কেন তা দিতে পারি না !

আমার অগতঃ সব তোমারে দেব,

দিলে তোমার মেঘ নাকদ ।

রাগিণী মূলতান—তাল একতাল ।

আমায় হ'জনায় মিলে, পথ দেখায় বলে,

পথে পথে পথ ভুলি হে !

নামা কথায় ছলে মাঝে দু'মি যশে,

সংশয়ে তাই দু'মি হে !

তোমার কাছে বাব এই ছিল সাধ,

তোমার বাণী শুনে মুচাব প্রসাদ ;

কানের কাছে সবাই করিছে বিবাহ—

নত লোকের নত দু'মি হে !

কাতর প্রাণে আমি তোমার বধন বাতি,

আড়াল করে সবাই গাড়ান কাছাকাছি,

ঘরশূন্য হুলা তাই মিরে আছি,  
 পাইনে চরণ-গুলি হে !  
 শত ভাগ মোর শত দিকে ধার,  
 আপনা আপনি বিবাহ বাধার,  
 কারে সাহায্য, এ কি হল নার,  
 একা যে অনেক গুলি হে !  
 আমার এক বর তোমার প্রেমে বেঁধে,  
 এক পথ আমার দেখাও অবিলম্বে,  
 বাঁধার মাঝে পড়ে কত বরি কেঁদে,  
 চরণেতে লহ তুলি হে ।

কীর্তনের সুর ।

(আনাচ) সুর-সবুজ-তীরে কে ছুঁনি ঝড়ারে ।

কাতর পদে ধার বাহ বাড়ায়ে ।

(স্বরে) ঊর্ধ্বে তবু চরণ পদধের সুরে,

(তাঁরা) চরণ-কিরণ লয়ে কাঁকাকাড়ি কয়ে ।

যেহেহে সুর আমার গৈরল না বানে,

তোমারে ঘেরিতে চায় নাচে সবলে ।

(সখা) ঐ কেনেতে থাক ছুঁনি বেগে না চলে,

(আমি) সুর-সবুজের বাঁধে তালি সবলে ।



কোথা হতে আমি এতদূর পকন ছুটেছে,  
 (আবাব) স্বপ্নে ভরল কত মেতে উঠেছে ।  
 তুমি লাড়াক তুমি যেয়ো না—  
 (আবাব) স্বপ্নে ভরল আমি মেতে উঠেছে !

সানিগী বেকাগ—ভাল একতাল।

আমি জেনে শুনে তবু ফুলে আমি,  
 দিবস কাটে রূপায় হে—  
 অগ্নি মেতে চাই স্তব পথ পানে,  
 কত বাধা পায় পায় হে ।  
 চরিত্রকে হের বিরুদ্ধে কাঁরা,  
 শত ঝগদে জড়ায় হে—  
 আমি ছাড়াতে চাকি, ছাড়তে না কেন গো,  
 কুসারে রাখে মরিয়া হে !  
 বাধে ভেলে বাধে, এ ভবের মুখ,  
 কাল মেই এ খেলার হে—  
 আমি ফুলে থাকি স্বত অধোমের বত,  
 বেলা বহে স্তব যায় হে ।

হানি তব বাস কর-পছনে,  
 হৃদয়নিজ আলি' তাই হে,—  
 মননের অলে ভাসিয়ে আবারে,  
 সে জন বাও বুছিয়ে হে ।  
 শূন্য করে দাও স্বয়ং আমার,  
 আসন পাত' সেথায় হে,  
 জুনি এল এল, নাথ হ'য়ে বস,  
 ছলো না আর আশার হে ।

রাগিণী রামকিরি—তাল ঝাঁপতাল ।

আমি হীন অতি হীন—  
 কেননে গুহিব নাথ বাধ হে, তব করুণা-বণ !  
 তব দেহ শত বারে, ফুটাইছে সংসারে,  
 জাপিত স্রদি মাঝে করিছে নিশি দিন ।  
 জবয়ে বা আছে, যিব তব কাছে,  
 ভোয়ারি এ প্রেম দিব ভোবারে—  
 চিরদিন তব হাবজ, চরিত্র অশত বাবে,  
 জীবন করেছি ভোয়ার চরণকলে লীম !

### রাগিণী খট্—তাল একতাল ।

অঁধার রজনী গোহাল, জনত পুঁদিল গুলকে,  
 বিবল প্রভাত-কিরণে নিলিল ছালোক কুলোকে ।  
 জগত নরন সুনীয়া, কহর-ছরার খুলিয়া,  
 হেরিছে স্বদরনাথেরে, আপন স্বদর-আলোকে ।  
 প্রেমসুখহাসি তাঁহারি, পড়িছে ধরায় আসনে,  
 সুসুম বিকশি উঠিছে, নবীন বহিছে কাশমে ।  
 সুধীরে অঁধার ছুটিছে, নন্দিনী কুটে উঠিছে,  
 জননী কোলে যেন সে, আগিছে বাগিচা বাগবে ।  
 জগৎ যে দিকে চাহিছে, সে দিকে যেখিন্ চাহিয়া,  
 হেরি সে অসীম মাপুরী সদয় উঠিছে গাহিয়া ।  
 নবীন আলোকে জাতিছে, নবীন আশায় সাজিছে,  
 নবীন জীবন সজিয়া জয় জয় উঠে জিলোকে ।

### রাগিণী ইন্দ্ৰ জুপালি—তাল কাওয়ালি ।

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি সুখ হেরি এ !  
 আজি বোর ঘরে আইল মরম-মাখ,  
 প্রেম-উৎস উখলিল আজি !

বল হে প্রেমবর, হৃদয়ের স্বামী,  
 কি বন তোঁরাইে দিব উপহার ?  
 জহর গ্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব,  
 বাহা কিছু আছে মন, সকলি লও হে বাব !

রাগিনী মিজ—তাল ঝাঁপতাল ।

এ কি সুগন্ধ-বিজ্ঞান বহিল,  
 আমি প্রভাতে, জগত মাড়িল তার ।  
 স্বদয়-মধুকর ঘাইতে দিলি যিনি  
 পাশে প্রায় !  
 বরণ বরণ পুষ্পরাশি, লবব খুলিয়াছে আজি,  
 সেই সুরভি-সুধা করিছে পাশ,  
 পূরিয়া গ্রাণ, সে সুধা করিছে মান,  
 সে সুধা অনিলে উৎলি যায় !

রাগিনী পূর্ণ যড়জ—তাল একতাল ।

( এ কি ) দাবণ্যে পূর্ণগ্রাণ প্রাণেশ হে,  
 আমল বসন্ত সমাধনে !  
 বিকলিত ঐতি-কুহল হে,

দুলকিত চিত্ত-বাননে ।

জীবনভর অধনভর তব চরণে ।

হরব-গীত উজ্জ্বলিত হে,

কিরণ-স্রগল গগনে ।

রাগিণী আসাবরি—তাল চৌতাল ।

এখনো আঁধার রয়েছে, হে নাথ,

এ প্রাণ হীন বলিল, চিত্ত অধীর,

সব শূন্যময় !

চাতি দিকে চাহি পথ মাছি মাছি,

শান্তি কোথা, কোথা আলস !

কোথা তাপহারী সিঁপসার বারি—

জলয়ের চির আশ্রয় !

রাগিণী বাহার—তাল ধামার ।

এত আশ্রয় আমি উঠিল কোথায়,

অগতপূরবালী শবে কোথায় যায় !

কোন অশ্রুত বনের পেয়েছে সন্ধান,

কোন সুখ করে পাল !

কোন আলোকে আঁধার ঘূরে যায় !

রাগিণী সিদ্ধু—তাল মধ্যমান ।

এ পরবাসে রয়ে কে হার !  
কে হবে এ সংগমে সঙ্গণে শোক !  
হেথা কে রাবিয়ে দুখ ভয় সজটে,  
ভেমন আপন কেহ নাহি এ আশ্বরে, হার রে !

রাগিণী ইমন—তাল আড়াঠেকা ।

এ মোহ-আবরণ খুলে দাও দাও হে !  
গুহর দুখ তব দেখি নরন ভরি,  
চাও হার খাণ্ডে চাও হে !

রাগিণী মিত্র বিভাস—তাল আড়াঠেকা ।

এবার বুকেছি লখা, এ বেলা কেবলি খেলা ।  
মানবর্ষাবন লয়ে এ কেবলি অবহেলা ।  
তোমারে মহিলে আস, বুটবে না হাতকায়,  
কি দিবে ডুলারে রাখ, কি দিবে কাটাও বেলা ।  
বুঝা হাসে রবি শশী, বুঝা আসে দিব্যানিধি,  
সহসা পরাণ কানে শূক হেরি দ্বিধিদ্বিধি ।  
তোমারে খুঁজিতে এসে, কি লয়ে রয়েছি শোখে,  
কিরি গো কিসের আগি, এ অসীম মহাখেলা !

## রাগিণী আনন্দৈকরসী—তাল কাওছালি ।

এল হে গৃহযেথতা !

এ ভবন সুখ-প্রভাবে কর পবিত্র !

দ্বিরাজ অননী সবার জীবন করি,

দেখাও আদর্শ মহান্ চরিত্র !

শিখাও করিতে কমা, করহে কমা,

জগদারে রাখ বনে তব উপমা,

দেহ বৈদ্য হবহে—

জগে জগে সবারে অটল চিত্ত !

দেখাও রত্নলীলিকা, বিদগ্ধ বিদ্যা,

বিভব পুরসনে গুণ প্রতিভা,

সব শোভা করিগে -

কর গৃহ সুখের রূপ-বিচিত্র !

সবে কর জেযমান, পূরিয়া জ্ঞান,

কুলারে রাখ নগা, আদ্যাভিমান ।

সব বৈদ্যী হবহে মূর—

তোমারে বরণ করি জীবন-মিত্র ।

### রাগিণী হান্সির—তাল চৌতাল ।

এসেছে সকলে কত আশে, হেথ চেয়ে  
হে আশে, ডাকে লবে ঐ ভোমায়ে ।  
এস হে মাঝে এস, কাছে এস,  
তোমার খিদিব চারি ধারে ।  
উৎসবে রাত্তির হে তোমার লয়ে,  
ভূবিব আনন্দ-পান্নাধায়ে ।

### রাগিণী আলাইয়া—তাল কাওয়ালি ।

ঐ পোকাইল ভিমির রাত্তি ;  
পূর্ণপর্ণমে দেখা দিল নব প্রভাতহটা !  
জীবনে, যৌবনে, হৃদয়ে বাহিরে  
প্রকাশিল অতি অপরূপ বধুর জাতি ।  
কে পাঠালে এ স্তম্ভদিন দিল্লী বাবে,  
বহা যকোরাসে কাগাইশে চরচর,  
শুভদল আশীর্বাদ বরদিলে,  
করি প্রচার সুখ-বায়তা—  
তুমি চির সাধের সাধী ।



### রাগিণী বিভাস—তাল চৌতাল ।

ষষ্ঠ ঐশ্বরে—বিকলে প্রভাত বহে যায় বে ।  
 দেল আঁধি, জাখো জাগো, যেক ৷ রে অচেতন !  
 সকলেই তাঁর কালেক, হাইল অগত নাহে,  
 জাগিল প্রজাত বানু,  
 তাম্র হাইল আকাশ-পথে ।  
 একে একে মাঝ বয়ে ডাকিছেন বৃষ্টি প্রহু—  
 একে একে ফুলগুলি তাই  
 ফুটিয়া উঠিছে যেন ।  
 জন সে আস্থান-বাণী—চাহ সেই বুধপানে—  
 উছার আশিস লয়ে,  
 চল রে যাই সবে তাঁর কালেক !

### কীর্তন ।

গুহে জীবন-বরষা, গুহে সাধন-দুর্গত ।  
 আমি হর্ষের কথা অন্তর ব্যথা কিছুই নাহি কব,  
 গুহু জীবন মন চরণে দিহু, বুঝিয়া শব্দ নব ।  
 আমি কি আর কব ।

এই সুসৌরভের সবটুকু অতি কষ্টকরময় হে,

আমি নীরবে ব্যথ জ্বরে লয়ে প্রেমবৃষ্টি তব !

আমি কি আর কব !

স্বপ্ন ছুঁব সব ভুল করিছ, প্রিয় অপ্রিয় হে,

তুমি নিজ হাতে বাহো সঁপিবে, তাহা মাথার তুলিছা লব !

আমি কি আর কব !

অপরাধ ঘনি করে থাকি পলে, না কর যদি জ্বা,

তবে পতাবঞ্জিয়, মিথো হে মিথো বেলা না বস !

কবু কেলো না হুয়ে—বিবশশেবে ভেঁকে মিথো চরণে,

তুমি ছাড়া আর কি আছে আবার, মুহূর্ত-আঁধার তব !

আমি কি আর কব !

রাগিণী দেশকার—তাল চৌতাল ।

কামনা করি একান্তে,

হউক বহুবিধ মিথিল মিথে সুখ শান্তি !

পাপজ্ঞাপ হিংসা শোক,

পান্নরে সকল দোষ,

সকল আশী পায় তুমি,

সেই তব অপিত-বরণ অনন্ত-চরণ-প্রান্তে !

### ভজন — জাল চুরি ।

কি করিলি মোহের ছলনে !  
 গৃহ তেরাশিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি,  
 পথ হারাইলি গহনে !  
 (ঐ) নবর চলে গেল, আঁধারে বহে এল,  
 বেধ ছাইল গহনে ।  
 শ্রান্ত মেহ আর চলিতে চাহে না,  
 বিধিছে কঁকক চরণে ।  
 গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে,  
 এখন কিয়িবে কেমনে !  
 পথ বলে দাঁও, পথ বলে দাঁও,  
 কে জানে কারে ডাকি লবনে !  
 বদ্ধ বাহারি ছিল, সকলে চলে গেল,  
 কে আর রহিল এ বনে ।  
 (ওরে) জনস্ত-সখা আছে, যা'রে তাঁর কাছে,  
 বেলা যে বার দিছে দ্রোষনে !  
 দাঁড়ায়ে গৃহ-দ্বারে জননী ডাকিছে,  
 আর যে ধরি তাঁর চরণে,

পথের ধূলি লেগে, অন্ধ অঁধি বোর,  
 দারের বেখেণ্ড দেখিলিনে !  
 কোথা গৌ কোথা তুমি, অননি, কোথা তুমি,  
 ডাকিছ কোথা কতে এ জনে !  
 হাতে দ্বিগুণে সাধে করে চল,  
 জোয়ার অনুভববনে !

রাগিনী শঙ্কর—তাল কাঁপতাল ।

কি কম অভয় ধামে, কুমি মহারাঙ্গা,  
 তব দায় তব নায়ে !  
 নির্ভয়ে অনুভব সহস্র ঞ্জক ধারি হে,  
 গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে !  
 তব বলে কর বলী যাবে রূপাবয়,  
 লোকের বিপদ যুহুভর দুঃ হর তারি ।  
 আশা বিকাশে, সব বন্ধন ঘুচে,  
 নিত্য অনুভবস পায় হে !

রাগিনী বেহাগ—তাল যৎ ।

কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ !  
 নিশিদিন অচেতন ধূলি-শয়ান !

আগিছে তারা নিশিধ আকাশে,  
 আগিছে শত আগিদেব নক্ষত্র !  
 বিহঙ্গ গাহে শব্দে, ফুটে কুলরাশি,  
 চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি ;  
 তব মাধুরী কেন জ্বলে না প্রাণে,  
 কেন হেরি না তব প্রেম-বদন !  
 পাই জননীর অযাচিত ঘেহ,  
 তাই ভগ্নিনী মিলি মধুর গেহ ;  
 কত ভাবে সদা তুসি আছ যে কাছে,  
 কেন কহি তোমা হতে দূরে প্রয়াণ !

রাগিণী ডেরেঁ—তাল ঝাঁপতাল ।

কেন ঘাণী তব নাহি শুনি, মাধ হে !  
 অন্ধ জন্মে নয়ন দিয়ে, অন্ধকারে ফেলিলে,  
 বিরহে তব কাট্টে দিন রাত হে !  
 স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো মিলে চেতনা,  
 চকিতে শুধু দেখা দিলে চির মরমবেদনা !  
 আগমাগমে চাহি শুধু মরম-জল পাত হে !  
 শরমে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল,  
 কেন জীবন বিফল কর মরণ শরদাত হে !

অহম্মার চূর্ণ কর, প্রেমে মম পূর্ণ কর,  
স্বপ্ন মম স্বপ্ন করি গাথ তব সাথ হে !

রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল ।

কেননে কিস্তিয়া বাঙ না দেখি তাঁহারে !  
কেননে জীবন কাটে চির অন্ধকারে !  
মহাম্ অগতে থাকি, বিশ্ববিশ্বীন অঁজি,  
বারেক না দেখে তাঁরে এ বিশ্ব সাধারণে !  
হৃদয়ে আগ্নেয় জ্যোতি ফিরে কোটি স্বর্গলোক,  
তুমি কেন নিজেরেছ আশ্রয় আলোক ।  
তাঁহার আশ্রয়-দশে, আনন্দে চলিছে সব,  
তুমি কেন বলে আছ ক্ষুদ্র এ সংসারে !

রাগিণী জালাইয়া—তাল বাসাল ।

করে শুই ডাকিছে,  
যেহের রব উঠিছে অগতে অগতে—  
তোরা আর, আর, আর, আর !  
তাই আনন্দে বিহব গান গাহে,  
ঐতাতে, সে সুধানন্দ প্রচারে ।

বিদায় তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে,  
 ঘোককাতর আত্মা কেন আজি ।  
 কেন নিরানন্দ, চল যবে যাই—  
 পূর্ণ হবে আশা ।

শুজরাটী ভঞ্জন—তাল একতারা ।  
 কোথা আছ প্রভু ! এসেছি হীন হীন,  
 আলর নাহি মোর অলীম সঙ্গারে !  
 অতি হৃদে হৃদে প্রমিছি আমি হে,  
 প্রভু প্রভু ব'লে ডাকি কাতরে !  
 যাড়া কি মিবে না, দীনে কি চাবে না,  
 রাধিবে কেলিয়ে অকূল আধারে !  
 পথ যে জানিনে, রজনী আগিছে,  
 একেলা আমি যে এ বনহাকারে ।  
 লগত-জননী, লহ' লহ' কোলে,  
 বিরাম য়াগিছে প্রান্ত দিগে এ ।  
 শিলাস্ত অমৃত, ভূষিত সে অতি,  
 সুভাও তাহারে মেঘ বরষিলে !  
 জাতি সে তোমারে, গেছিল চলিয়ে,  
 কাঁদিছে আজিকে পথ দাড়াইয়ে ।

আঁর সে মাখে মা,  
রহিবে মাধ মাধ,  
ধরিতে তব হাত কহিবে মিলিয়ে !

এস তবে এঁহু ?                      স্নেহ-মরমে,  
এ মুখ পানে চাপ, ঘুচিবে ঘাউনা !  
পাইব সব বল,                      বৃদ্ধি অশ্রুজল,  
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কাঁহনা !

রাগিণী টোড়ী—তাল একতাল।

গাও বীণা, বীণা গাওয়ে ।—

অমৃত-মধুর তাঁর প্রেম পান,  
মানব মনে ফুটাও রে !  
মধুর তানে নীরস প্রাণে,  
মধুর প্রেম জাগাইও রে ।  
মাথা দিও না কাহারে, ব্যাধিভের করে  
পাষণ প্রাণ কাঁহাইও রে ।  
নিরাশেরে কচ আশার কাঁহিনী,  
প্রাণে নাশল দাও রে !  
আঁমল্যরের আঁমল-আঁলর,  
সব সব তামে ছাইও রে ।



পড়ে থাক নল। বিদ্যুৎ চমকে,  
আপনারে কুণে বাঁধ রে !

রাগিণী মিশ্র মল্লার—তাল রূপক ।

চলেছে তরলী ঝলপ-পবনে,  
কে যাবে এস হে শান্তি-ভবনে ।  
এ ভবনস্যায়ে ঘিরেছে অঁধারে,  
কেন রে বঁসে হেথা লাস মুখ !  
আঁধের ঝলসল, হেঁদার পূরে যা,  
হেঁদার কোথা ঐয় কোথা মুখ !  
এ ভব-ভেলাহল, এ পাশ-হলাহল,  
এ হুঁশ শোকানল মূরে থাক ;  
সমুখে চাহিয়ে, পুনকে ধাহিয়ে,  
চল রে গুনে চলি তাঁর ডাক ।  
বিষয়-গাধনা, লইয়া যাব না,  
কুজ লুপ্ত হুঁশ পড়ে থাক !  
ভবের নিপীড়িনী খিরিবে বদলেয়ে,  
জ্বল্ কান মুখ চাহিবে !  
সাদের বদলম, বিধে বিলম্বন,  
কিসের আশে ঐয় রাধিবে !

### রাশিগী মিশ্র কিংকিট—তাল কাওয়ালি :

চাহি না স্মৃতি থাকিতে যে,  
 হের, কণ্ঠ হীন মন কাণিছে ।  
 কত শোকের কন্দন গগনে উঠিছে,  
 জীবন-বন্ধন নিমেষে ছুটিছে ;  
 কত খুশিয়ারী জন, মলিন জীবন  
 সন্মুখে চাহে চাকিতে যে !  
 শোকে তাহাফারে বরিষ শ্রবণ,  
 গুহিতে না পাই তোমার বচন,  
 ছন্নবদন করিতে বোচন,  
 করে ডাকি কারে ডাকিতে ছে !  
 আশার অমৃত ঢালি হাও গোণে,  
 আশীর্বাদ কর আত্মর সন্তানে,  
 পথদারা লসে, ডাকি গৃহগামে,  
 চরণে হবে রাখিতে যে !  
 প্রেম হাও, শোকে করিতে সাহসনা,  
 ব্যথিত মনের বুচাতে বহননা,  
 তোমার কিরণ, করহ প্রেরণ,  
 মস্ত-আকুল আঁখিতে যে ।

### রাগিণী নট মল্লার—তাল চৌতাল ।

চির দিবস নব বাধুদী, নব বোকা তব বিবে,  
 নব কুসুম-গলব, নব স্তম্ভ, নব আমল ।  
 নব জ্যোতি বিকাসিত, নব গ্রাম বিকাশিত,  
 নব শ্রুতি-প্রবাহ হিরোলে !  
 চারিদিকে চিরদিন নবীন আশা  
 তব প্রেম-স্নেহ-ছটা !  
 হৃদয়বায়ী, তুমি চির প্রাণীণ,  
 তুমি চির নবীন, চির মঙ্গল, চির সুন্দর !

### রাগিণী মহিশূরী ঞ্জাম্বাজ—তাল চুংরি ।

চির বহু, চির নির্ভয়, চিরশান্তি  
 তুমি হে প্রভু !  
 তুমি চিরমঙ্গল লক্ষ্য বে, ( তোমার লগতে )  
 চিরলগ্নী চির জীবনে ।  
 চির শ্রুতিসুধানির্ভর তুমি হে স্বদেশ ।  
 তব কর সঙ্গীত ধনিছে, ( তোমার লগতে )  
 চির দিব্য চির স্নেহী !

রাগিণী কানড়া—তাল চৌতাল ।

অগতে তুমি যাক, অনীয় প্রতাপ,  
 ছব্রে তুমি সানুশাখ প্রদয়হরনকপ !  
 নীলাশ্বর স্যোতিষচিত চরণ-প্রাণে প্রসারিত,  
 ক্রিরে সন্তরে নিরমপণে অনন্ত লোক !  
 নিকৃত দহন থাকে কি বা প্রসন্ন মুখছবি,  
 প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাষি ।  
 সন্ত-রূপে তব করণেরে মত্তত বহে,  
 লীনভাবে সন্তত কর অন্তর দান !

রাগিণী কুপালী—তাল তালফের্তা ।

অর রসিরাজেশ্বর ! অর অরপ সন্দর !  
 অর প্রেম-সংগর, অর কেম-সাকর,  
 তিমির তিরসর সন্দ-গদন-ভাসর !

রাগিণী শকরা—তাল চৌতাল ।

আগিতে যবে রে !  
 ঘোহ-মিত্রা বড়ু মা গুণে চিরদিন,  
 ত্যজিতে হইবে মুখ-পদম অদনি-ঘোষনে !

জাগে তাঁর ভ্রাতৃধন সর্বদুঃখমে,  
 ঘিরে তাঁর কালচক্র অসীম গগনে ;  
 অশ্রু ভাঁষ কত্র-শেষ পাণ-ভিষিরে !

রাগিণী বিভাস—তাল চৌতাল ।

জাগ্রত বিধ-কোলাহলঘায়ে,  
 তুমি পঙ্কজ, লব, শাক, নিষিকার,  
 পরিপূর্ণ মহাজান !  
 তোমা পানে ধার প্রাণ,  
 শব কোলাহল ছাড়ি,  
 চক্ষু মরী যেমন বাহ সাগরে ।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ষায়াস ।

জাকিছ কে তুমি তাপিত জনে, তাপ হরণ দেহ-কোলে !  
 নন্দন-সঙ্গিলে কুটেছে হাসি,  
 ভাব জনে নবে ছুটে তলে, তাপ হরণ দেহ-কোলে !  
 কিসিছে বাত পথে পথে, ভিলা বাগিছে ধারে ধারে,  
 তলেছে তাহার। তব করুণা,  
 হুতী জনে হুতী নেবে তুলে, তাপ হরণ দেহ-কোলে !

## মিশ্র ললিত—তাল একতাল।

কাকিছ স্তনি আধিহু প্রভু, আশিহু তব পাশে !  
 আঁধি কুটিল চাহি উঠিল, চরণ-দরশ আশে !  
 খুলিল দায়, তিরিগ তার দূর হইল জ্বালে !  
 ঘেরিল পথ বিধ জগত ধাইল নিরু বাসে !  
 বিমল কিরণ প্রেম আঁধি সুন্দর পরকাশে !  
 নিখিল তার অভয় পায়, সকল জগত হাসে !  
 কানন সব কুল আলি, সৌরভ তব আসে !  
 হৃদয় হরয় মন্ত মনুণ প্রেম-কুসুম-বাসে !  
 উজ্জ্বল দক ভকত-হৃদয়, বোহ-তিরির মাশে !  
 হাও নাথ, প্রেম-অনুত ব্যক্তি তব হাসে !

## রাগিণী ললিত—তাল চৌতাল।

ভূবি অসুত-পাখারে,—

যাই ভুলে চরাচর,

মিলায় রবি শশী !

নাহি বেগ, নাহি কাল, নাহি হেরি সীমা.

প্রেমসুহৃতি জ্বরে জ্বলে, আনন্দ নাহি ধরে !

রাগিণী সাহানা—তাল কাঁপতাল ।

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে !  
 ভাবিতে এসেছি তাই, চল' করা ক'রে ।  
 তাপিত-হৃদয় যারা, দুঃখিবি মন-ধারা,  
 দুটিবে বিরহ তাপ কতদিন পরে ।  
 আমি এ আকাশ হাবের, কি অকৃত বীণা হাবের,  
 পুলকে অগ্নি আমি কি যত্ন শোভার কালের !  
 আমি ও যত্ন হব, যত্ন বিদন হব,  
 তাঁহার সে প্রেমযুগ কেগেছে অস্তরে !

রাগিণী পরজ—তাল কাণ্ডালি ।

তব প্রেমধারলে যেতেছি, ভূষেছে যম ভূষেছে !  
 কোথা কে আছে নাহি জানি,  
 তোবার বাধুরী পানে যেতেছি, ভূষেছে যম ভূষেছে !

রাগিণী দেশী চৌড়ি—তাল চিরা তেতালা ।

তবে কি কিরির রান বুঝে লগা, অর অর প্রাণ কি জুড়ায়ে না ।  
 আঁধার সলোয়ে আঁধার কির বাব ? হৃদয়ের আঁধা পুঁথিবে না ?

রাগিণী কাকি—তাল মৎ ।

ভাষ' ভাষ' হরি, লীম কমে !  
 ডাক ভোয়ারি পাথে করুণাময়,  
 পূজন-সাধন-লীন জনে ।

অকুল সাগরে ন্য হেরি জাণ,  
 পাণে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,  
 বহুশ যাকানে ঈশ্বর দাও হে,  
 সাধ এ দুর্গল পৌন জনে ।

ঘেরিল ঘামিনী নিভিল আলোয়,  
 বৃথা কাকি মম দিন সুবাবো,  
 গধ নুগি প্রভু, পাথের নহি,  
 ডাকি ভোয়ারে প্রাণপণে ।

দিকৃৎসবা মদা মাঝি বে ঘুরে,  
 ঘাই তোমা কতে দূর অধুরে,  
 গধ হারাই রসাতল পুরে,  
 অক এ সৌচন যৌন-মনে ।



রাগ ভৈরো—তাল একতাল ।

ঔহাঃ এয়ে কে ভূবে আছে ?  
চাবে না সে তুচ্ছ সুখ বশ মান ।  
দ্বিগুহ নাহি তার, নাহিবে দুঃখ ভাগ,  
সে এয়ের নাহি অবশান ।

ভৈরো—কাণ্ড্যালি ।

ভূমি আপনি জাগাও মোরে, তব সুখ-পরণে,  
সুদয়নাথ, তিমির রজনী অবশানে বেত্রি তোমায়ে ।  
সীরে দীরে বিকাশে সুদয়-বখনে দিবল তব সুখভাঙি ।

রাগ ভৈরো—তাল কাণ্ড্যালি ।

ভূমি কি গো পিতা আশামের,  
ওই যে সেহাটি সুখ অতুল বেহের !  
ওই যে নরন গুণ, অকুণ কিতন নব,  
বিবল চরণ-তলে সুল কুটে প্রত্যাহের !  
ওই কি বেহের হবে, ডাকিল মোলের নামে,  
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে সিংহ ?

হৃদয়ের কুলগুলি,                      বহুদনে হুটাত্রে কুলি,  
 দিবে কি বিহ্বল করি প্রসাদ-সলিল দিয়া ?

রাপিণী দেশ —তাল একতাল। ।

তুমি ছেড়ে দিলে খুলে দিলে বলে,  
 হের গো কি দশা হয়েছে !

হলিন বদন, হলিন জঘন,  
 মোকে এত ভুবে রয়েছে !

ধিরহীর যেষে এসেছি হেথায়,  
 জানাতে বিরহ-বেদনা ;

ধরশন মেঘ, তবে চলে বাঘ,  
 অনেক দিনের বাসনা ।

বাঘ আধ বলে, জাকিষ তোমারে,  
 চাহিব ক্রমে রাখিতে ;

কাতর প্রাণের রেদিন গুলিলে,  
 আর কি পারিবে থাকিতে !

ও অসুতরূপ হেখিব স্বপন,  
 হুঁহিব নয়ন বারি হে ;

আমি উঠিব না, পড়িয়া রাখিব  
 চরণতলে তোমারি হে !

রাগিণী—ভৈরৱী—তাল ঝাঁপতাল ।

ভূমি ধন বহু হে, বহু তব প্রেব,  
 ধন তোমার অগণ্য বচনা !  
 এ কি অমৃতরসে চন্দ্র বিকাশিলে,  
 এ সমীরণ পূরিলে প্রাণ-হিরোনে !  
 এ কি প্রেমে ভূমি তুল কুঠাইলে,  
 কুসুমবন ছাইলে ত্রাস পরবে !  
 এ কি গভীর বাণী শিখালে সাগরে,  
 কি মধুস্বীকৃতি তুলিলে নদী-কন্ঠোনে !  
 এ কি ঢালিছ অর্থ মানব-রূপে,  
 তাই স্বয়ং গাইছে প্রেব-উল্লাসে !

রাগিণী মিশ্র জয়জয়ন্তী—একতাল ।

ভূমি বহু, ভূমি নাথ, নিশিদিন ভূমি আমার ;  
 ভূমি অর্থ, ভূমি শক্তি, ভূমি হে অমৃত-পাণ্ডার !  
 ভূমিই ত আমল-লোক, কুড়াও প্রাণ, মান শোণ,  
 জাণ হরণ তোমার চরণ, অসীম পরম বীন জনার !

স্বাধীনী আল্লাইয়া—তাল বাঁপ্তাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের কবিতায়।  
 এ স্বপ্নে আর কত হব না ক গহ্বারা !  
 দেখা আমি যাই না ক, তুমি একান্তি থাক,  
 আতুল নয়ন-জলে চাপ গো কিরণ-ধারা !  
 ডব ঘুণ সহ্য নহে, কাগিড়েছে সন্ধ্যাপনে,  
 ভিলেক স্বত্ব হ'লে না তেজি কল-কিনারা !  
 কখন বিপদে যদি, অমিতে চাহে এ জ্বি,  
 অমনি শু নৃৎ হেরি সরমে সে হর দার।

কজন—তাল ছেপ্কা !

তোমারেই প্রাণের আশা করিব।  
 স্নেহে হুখে শোকে, জীবাণে আলোকে,  
 চরণে চাহিয়া করিব !  
 কেন এ সংসারে, পৃষ্ঠাশে আশারে,  
 কুমিই কাম তা' একু গো !  
 তোমারি আসনে, বসিব এ মেখে,  
 হুখ হুখ যাবা যাবে করিব।

যদি যমে কছু, পথ হারাই প্রভু,

তোমারি নাম লয়ে ডাকিব ;

কড়ই প্রাণ যবে, আত্মলুপ হইবে,

চরণ কদরে যাইব !

তোমারি অঙ্গতে, গেম্ব বিলাইব,

তোমারি কার্ঘ্য যা সাধিব ;

শেষ হয়ে গেলে, ভেঙে নিয়েও কোলে,

বিরাম আর কোথা পাইব !

রাগিনী পূরবি—তাল চৌতাল ।

তোমা লাগি নাথ, কারি কারি হে,

সুখ নাই কীমনে তোমা বিনা ।

সকলে চলে যায় ফেলে, চির পরণ হে,

ভুমি কাছে থাক স্তবে চুপে মগে,

পাপে তাপে আর কেহ নাহি !

রাগিনী দেশ ধাবাজ—তাল কাঁপতাল ।

তোমার, মস্তনে রাখিব হে, রাখিব কাছে :

প্রেম কুসুমের বহু সৌরভে—

নাথ, তোমারে ভুলাব হে :

তোমার প্রেমে সখা, সাজিব সুন্দর,  
 হৃদয়হারী, তোমারি পথ চহিব চেয়ে ।  
 আপনি আসিবে, কেননে হৃদয়ে আর,  
 নধুর হাসি বিকশি রবে হৃদয়াকাশে !

ব্রাহ্মিনী তৈরবী—ভাল একতারা ।

তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ,  
 করণাময় হারী !  
 তোমারি প্রেম অরণ্যে রাখি,  
 চরণে রাখি আশা,  
 হাও দুঃখ, হাও আপ,  
 সকলি সহিব আমি !  
 তব প্রেম-আঁখি সত্যত জাগে,  
 কেনেও জানি না ;  
 ঐ, মদন রূপ ভুলি, তাই  
 শোক-সাগরে মাঝি !  
 আনন্দময় তোমার বিশ্ব,  
 শোভানুতপূর্ণ ;

আমি আপন ঘোবে ছুঁষ পাই,  
 বাসন্ধ্য অহুগামী ।  
 মেঘে-বন্ধ ছিন্ন কর,  
 কঠিন আশ্রয়ে ;  
 অশ্রুশলিলমোত রূপের  
 থাক হিবল বাঘী !

রাগিনী ঈশন ভূপালি—ভাল একতারা !

তোমার কথা বেধা কেহ ও বলে না,  
 করে শুধু বিচ্ছে কোলাহল ।  
 অধঃগগরের ভীয়েতে বসিয়া,  
 পান করে শুধু হলাহল !  
 আপনি কেটেছে আপনার মূল,  
 না জানে সঁতার, বাহি পায় কুল,  
 প্রোত্তে বীর প্রেমে, ডোবে কুঁকি মেঘে,  
 করে দিবাশিখি টলমল ।  
 আমি কোথা যাব, কাহারে জ্ঞাব,  
 নিয়ে যায় তবে টানিয়া ।

একেবা আবারে, ফেনে বাবে শেখে,  
 অকল পাখাত্রে আনিয়া ।  
 স্বপ্নদের তরে, চাই চানিবারে,  
 আঁধি করিতেছে ছলছল ;  
 আপনার কাছ, যদি যে আপনি,  
 কাঁপিতে উঠে হাঁসবল !

রাগিনী গৌড় মল্লার—তাল ক। ওয়ালা ।

তোমার দেখা পাব যবে এসেছি যে সখা !  
 কন প্রিয়তম বে, কোথা আছ লুকাইয়ে,  
 ডব গোপন বিলম্ব গৃহে লবে যাও !  
 দেহ কেঁ সতায় তপস ডারকা,  
 আবরণ সব দূর কর হে, সোচন কর জিমির !  
 জগত-ঝাড়ালে, থেক না বিরলে,  
 বুকাযো না আপনারি হিম্মা মাঝে,  
 তোমার গৃহের দায় খুলে দাও !

রাগিনী ঝিঁঝিট—তাল চৌতাল ।

তোমারি মনুর রূপে তরোছ সুধন,  
 মুক্ত নয়ন দখ পুলকিত-বোহিত মন !



তরুণ অরুণ নবীন ভাতি,  
 পূর্ণিমা প্রসন্ন ভাতি,  
 রূপ-রাশি-বিকশিত-তরু কুসুম বন !  
 তোমার পানে চাহি লক্ষ্যে সুন্দর,  
 রূপ হেরি আকুল অন্তর,  
 তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিঃশ্বর,  
 তোমার প্রেম চাহি ।  
 উঠে স্বজাত তোমার পানে,  
 গগন পূর্ণ প্রেম-গানে,  
 তোমারে চরণ করেছে বরণ নির্ধন জন !

রাগিণী আগাবরা—তাল ঝাঁপতাল ।

দীর্ঘ জীবন-পথ,  
 কল দুঃখ তাপ,  
 কল শোক-দহন —  
 পেয়ে চলি তবু তাঁর করণীর গাম ।  
 খুলে রেখেছেন তাঁর,  
 অনন্ত-ভবন-বার,

শ্রান্তি ঘুটিবে, অলস বৃদ্ধিবে,  
 এ পথের হবে অবসানে ।  
 অনন্তের পানে চাহি,  
 আনন্দের গান গাহি,  
 ক্ষুদ্র শোক তাপ নাহি নাহি রে—  
 অনন্ত আলয় দার,  
 কিসের ভাষনা তার,  
 নিমেষের তুচ্ছ ভাবে হব না যে দ্বিগতাপ !

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাঁপতাল ।

তোমারে আমিমে হে, তবু যম তোমাতে যায় !  
 তোমারে না কেনে বিশ্ব, তবু তোমাতে বিরাম পায় !  
 অসীম সৌন্দর্য তব, কে করেছে অল্পভব হে,  
 সে মাধুরী চিত্র মব,—  
 আমি না কেনে গ্রাণ নপেছি তোমায় !  
 তুমি জ্যোতির জ্যোতি, আমি অন্ধ ঝাঁপারে,  
 তুমি যুক্ত মহীয়ান, আমি মগ পাথারে,  
 তুমি অজহীন, আমি ক্ষুদ্র দীন,  
 কি অপূৰ্ণ মিলন তোমার আমার !

### রাগিনী ধনু—তাল কাওয়ালি ।

দিবানিশি করিয়া বস্তন, হৃদয়েতে বুলেছি আনন্দ,  
 জগৎপতি যে তুপা করি, হেথা কি করিবে আগমন ?  
 অতিশয় বিজ্ঞান এ ঠাই, কোলাহল কিছু হেথা নাই,  
 হৃদয়ের বিকৃত মিলন, করেছি বস্তনে প্রকাশন ।  
 বাহিরের ছাঁপ রবি তারা, চালে না সেবার কর-ধারা,  
 তুমিই করিবে শুণু, ঘেণ, সেখাই কিরণ বসিষণ !  
 হুঁরে বাসনা চপল, হুঁরে প্রমোদ-কোলাহল,  
 বিবরের যান অভিযান, করেছে সুদূরে পলায়ন ।  
 কেবল আনন্দ বলি সেথা, মুখে নাই একটিও কথা,  
 তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু, করিবে তোমারি আরাধন ।  
 নীরবে বসিয়া অবিরল, চরণে দিবে সে অশ্রু-বল,  
 ছুরারে আগিয়া রথে একা, তুমিই সজল হৃদয়ন !

### রাগিনী টোড়ি—তাল বাঁপতাল ।

হৃৎ দিগেছ, দিগেছ কতি নাই,  
 কেম গৌ একেলা কেম রাখ' !  
 ভেঁকে নিশে, ছিল বাত্মা কাছে,  
 তুমি কবে কাছে কাছে থাক' !

প্রাণ কারো বাড়ি নাহি পার,  
 রবি নই দেখা দাছি বার,  
 এ পথে চলে বে অসহায়—  
 তারে ডুমি ডাক, প্রভু, ডাক !  
 সংসারের আশা মিটাইলে,  
 বিবাহের সীতার বনরে,  
 বেগাই তোমার বাতরনে,  
 চির-আলে! আলিছে কোথায় !  
 জক নির্ভরের ধারে রই,  
 নিপাতিত প্রাণ কাদে ওই,  
 অসীম প্রেমের উৎস কই,  
 আমারে ভুবিত রেখ না ক !  
 কে আমার আকস্মিক স্বপ্ন,  
 আঁক আঁসে, কাল চলে যায় ;  
 চরাচর ঘুরিছে কেবল,  
 জগতের বিলাস কোথায় !  
 সবাই আপনা মিরে গর,  
 কে কাহারে মিলে পো! অগ্নির,  
 সংসারের নিরাশ্রয় জনে,  
 তোমার দেহেতে মাখ, ঢাক !

রাগিনী রামকেনী—তাল ঝাঁপতাল ।

হুখ দূর করিলে, মরশন দিয়ে যোহিলে প্রাণ !  
 গর লোক ছুলে শোক তোমারে চাহিলে,  
 কোথায় আছি আমি দীন অতি দীন !

গৌড়নারং—তাল একতাল ।

হুখের কথা তোমার বলিব না, হুখ  
 ভুলেছি ও কর-পরশে ।  
 যা-কিছু মিলেছে, তাই পেয়ে নাথ,  
 স্নেহে আছি আছি বরষে ।

আনন্দ-আনন্দ এ মধুর ভব,  
 হেলা আমি আছি, এ কি স্নেহ ভব ;  
 তোমার চন্দ্রমা, তোমার সপন,  
 মধুর কিরণ বরষে !

কত নব হাসি কুটে কুল মনে,  
 প্রতিদিন নব প্রভাতে ;  
 প্রতি নিশি কত গ্রহ কত তারা,  
 তোমার নীরব সত্যতে ।

অননীর মেহ, অশ্রুসেৱী স্নিগ্ধ,  
 নভবানে সুধা ঢালে নিক্তি নিক্তি,  
 অগতের ঐক্য, মধুর যোগুণী,  
 কুখার অমৃত-গরলে !

অন্ত বোরা শুখ না জ্বলি যরণ,  
 দিহেছ তোমার অন্তর শরণ,  
 শোক তপ মন হই হে স্বরণ,  
 তোমার চরণে মরশে !

অতিদিন হেন বাড়ে তানবাসা,  
 অতিদিন বিটে আগের পিপাসা,  
 পাই নব আগ, জাগে নব আশা,  
 নব নব নব বরনে !

স্নিগ্ধী কামোদ—ভাল ধামার ।

ছুরারে ঘসে আছি প্রভু, সারা বেলা,  
 মরনে বহে অশ্রুবারি ।  
 লসারে কি আছে হে স্বপ্ন না পূরে ;  
 আগের বাসন! আগের লরে,  
 কিরেছি হেথা ধারে ধারে !

নকল কেলি আমি এসেছি এখানে,  
বিশ্ব হোয়ো না হীন হীনে,  
বা' কর হে বব গড়ে !

রাগিণী দেওগিরি—তাল সুরক্ষাকতাল ।

দেবাধিদেব মহাদেব !  
অসীম সম্পদ অসীম বহিমা !  
মহানন্দ তব অনন্ত আকাশে,  
কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে !

রাগ ভবরৌ—তাল ঝাঁপতাল ।

হেখ্ চেরে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব !  
শেন্নিরে অনন্তকাল উঠে অয় অয় বব !  
জগতের স্বত কবি, গ্রহভারা নষ্ট রবি,  
অমন্ত আকাশে ফিরি পান পাহে নব নব !  
কি সৌন্দর্য অমূল্য, না জানি দেখেছে তারা,  
না জানি করেছে পান কি বহা অমূল্যারা,  
না জানি কাহার কাছে, কুটে তারা বলিগাছে,  
আনন্দে ব্যাকুল বেম হয়েছে মিথিল ভব !

যেখানে আকাশে চেয়ে—কিরণে কিরণসর ।  
 যেখানে অগতে চেয়ে—সৌন্দর্য্য-প্রবাহ বয় ।  
 আঁখি খোদ কার দিকে, চেয়ে আছে অনিমিষে ;  
 কি কথা জাগিছে প্রাণে, কেমনে প্রকাশি কব ।

যোগিয়া বিভাস—তাল একতাল ।

নয়ন ভোবারে পায় না দেখিতে,  
 রয়েছে নয়নে নয়নে !  
 হৃদয় ভোবারে পায় না জানিতে,  
 স্তব্ধে রয়েছে গোপনে ।

বাগনারে বলে ঘন অবিরত,  
 ব্যর্থ হৃদয়ে পাগলের যত,  
 ছিন্ন আঁখি তুমি করবে সন্তত,  
 জাগিছ শরনে বপনে !

সবাই ছেড়েছে নাই আর কেহ,  
 তুমি আই তায়, আছে তব সেহ,  
 নির্যাসের জন পথ বার পেহ,  
 সেও আছে তব তবনে ।

তুমি ছাড়া কেব সাধী নাহি আর,  
 লক্ষ্যে এখনও খোঁসে বিভার,



কাল পাড়াবার করিতেছ শার,  
 কেহ নাহি জানে কেমসে !  
 জামি শুধু জুনি আছ তাই আছি,  
 তুমি প্রাণময়, তাই আছি বাচি,  
 যত পাই তোমার আরো তত বাচি,  
 যত জানি তত জানিমে !  
 জানি আমি তোমার পাব নিরন্তর,  
 লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর ।  
 জুনি আয় আনি, নাথে কেহ নাই,  
 কোন বাধ্য নাই ছুৎনে ।

রাগিণী ঝাঙ্কার—ভাল কাঁপতাল ।

নিত্য নব সত্য তব জ্ঞান আলোকনর,  
 পরিপূর্ণ জ্ঞানময়,  
 তবে হবে বিভালিত, যহ চিত্ত-আকাশে !  
 রয়েছে বসি নীর্থ মিশি, চাহিয়া উদয় মিশি,  
 উর্দ্ধমুখে করগুটে  
 নব যুগ, নব প্রাণ, নব দিবা আছে ।  
 কি দেখিব, কি জানিব, মা জানি সে কি আসিব,  
 গুহন আলোক আগুন যন যাবে

সে আলোকে মহাছুবে, আশন আলয় দুখে,  
চলে ঘাব পান পাহি,  
কে রহিলে আর দূর পায়বালে !

রাগিণী টোড়ি—তাল কাওয়ালি ।

নব আনন্দে ভাণে আশি ; নবরবিকিরণে,  
গুহ্র স্নানয় প্রীতি-উজ্জ্বল নির্দল জীবনে ।  
উৎসারিত নবজীবনদিকর, উচ্ছ্বাসিত আশাশক্তি,  
অমৃত পুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তি পথনে ।

রাগিণী স্রুহাকানাড়া—তাল কাওয়ালি ।

নাথ হে, ঐক্যপথে সব বাধা তাসিয়া দাও !  
মাঝে কিছু রেখে না রেখে না,  
থেকো না থেকো না দূরে ।  
নির্ভয়ে সময়ে অন্তরে বাহিরে,  
নিত্য ভ্রোষারে ছেঁড়িব ।

রাগিণী রামকেশী—তাল কাওয়ালি ।

নিকটে দেখিব ভোষারে, করেছি বাশনা মনে ।  
চাহিব না হে চাহিব না হে দূর দূরান্তর পথনে ।

হেথিৰ তোমাৰে গৃহ মাৰাকৈ, জননী দেহে, আঁতুৰোহে,

মত সহস্ৰ বসন্ত বসন্তে ।

হেথিৰ উৎসব থাকে, মঙ্গল কাজে,

ঐতিহাস হেথিৰ জীৱনে ।

হেথিৰ উজ্জ্বল বিমল বৃত্তি তব শোকে কুঞ্জে মৰণে,

হেথিৰ সজনে নৱনাগী বৃঞ্চে, হেথিৰ বিজনে বিজনে ছে,

পতীৰ অন্তৰ আসমে !

রাগিনী যোগিনী—তাল কাণ্ডালি ।

নিশি দিন চাহ রে তাঁর পানে :

বিকলিবে প্রাণ তাঁর গুণ পানে ।

হেৰ রে অন্তরে সে দুখ সুখ,

ভোল হুখ তাঁর প্রেম-বধু পানে !

রাগিনী ঝিকিট—তাল একতাল্য ।

পাদপ্ৰান্তে রাখ সেবকে ।

শান্তিসদয় লাবন-বন দেব-দেব হে !

লক্ষ্যলোক পৰমশরণ, সকল মোহকম্বুহরণ,

ছাৰতাপবিদূতরণ শোক-শান্ত বিদূতরণ ।

সত্যরূপ প্রেমরূপ হে,  
 মেঘ-মল্লক-বন্দিত-পদ বিশ্বরূপ হে ।  
 স্নান-মন্ড পূর্ণ হৈলু, তুমি অগার প্রেমসিদ্ধি,  
 বাচে ভূমিত আমিও বিনু, কল্পদলিও ভক্তবহু ॥  
 প্রেমনেত্রে চাহ সেবকে,  
 বিকশিতল চিতকরল ক্ষয়দেব হে !  
 পুণ্যজ্যোতি-পূর্ণ গগন, মধু হেরি সকল সুবন,  
 স্নান-মন্ড-মুদিত পদে, ধ্বনিতগীত স্নান তবন ॥  
 এমু এস সূত জীবনে,  
 মিটাই আশ সব ভিষাও অমৃত প্রাণে ।  
 মেঘ জ্ঞান, প্রেম দেহ, শুক চিত্তে বসিবে মেঘ,  
 বসে হোক স্নান দেহ, পুণ্য হোক সকল দেহ ॥

রাগিণী নাচারী তোড়ি—তাল ধামার ।

মুদন প্রাণ নাও প্রাণসখা, আজি হৃদয়ভাঙে ।  
 বিধান সব কর হুর মবীম আশে,  
 প্রাণীম রতনী নাশে মুদন উদ্যোগে !

রাগিণী বাহার—তাল একতাল্য ।

পিতার হৃদয়ে পাড়াইয়া সবে,  
 ভুলে যাও অভিমান ।

এস ভাই এস এখানে এখানে আজি  
 রেখো না রে ব্যবধান ।  
 সশোভনের ধূলা ধুয়ে ফেলো এস,  
 মুখে করে এস হাসি ;  
 হৃদয়ের খালে মরে এস ভাই,  
 প্রেম ফুল রাশি রাশি !  
 নীরস হৃদয়ে আগুন লইয়ে,  
 রহিলে তাঁহারে তুলে ;  
 অদাশ হৃদয়ের মুখপানে আঁহা,  
 চাহিলে না মুখ তুলে !  
 কঠোর আঘাতে বাধা গেলে কত,  
 ব্যথিত পনেরে প্রাণ ;  
 কুহু কথা নিয়ে বিবাহে বাতিয়ে  
 বিবাহ হল অবসান !  
 তাঁর কাছে এসে শুকুও কি আজি  
 আপনাকে তুলিয়ে না ।  
 জলধি মাঝারে, ডেকে নিতে তাঁরে,  
 জন্ম কি খুলিয়ে না !  
 লইব বাঁটরা সকলে বিলিরা  
 প্রেমের অমৃত তাঁরি ;

শিতার অলীর ধন রতনের

সকলেই অধিকারী ।

রাগিনী খট্—তাল ঝাঁপতাল ।

পেয়েছি অভয়পল আর ভয় কারে,

আমলে চলেছি ভয়পারাবার-পারে ।

মধুর শীতল জ্বর, শোক জ্বল হুতর যার,

কল্পাকিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে ।

জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে !

গৌড়মারং—তাল চৌতাল ।

পেয়েছি সম্মান তব অন্তর্যামী,

অন্তরে ঘেঁষেছি তোমায়ে ।

চকিতে চপল আলোকে, ক্ষুদ্র লতকল বাক্যে,

হেসিহু এ কি অপহৃদয় রূপ !

কোথা ফিরিতেছিলার পথে পথে করে ঘারে,

মাস্তুরা কঙ্গরবে ;

সহস্র কোলাহল বাক্যে, শুনেছি তব আহ্বান,

নিম্ভুত গ্লহণ মাঝে

মধুর পতীর পাক্তবাণী !

### স্নানার্থী কল্যাণ—তাল চৌতাল ।

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে লবয়ে এস,  
এস যমোরঞ্জন !  
আলোকে অঁকার হোক চূর্ণ, অমৃত্তে মৃত্যু কর পূর্ণ,  
কর গভীর দারিদ্র্য ভঞ্জন !  
সকল সংসার দাড়াবে সরিরা, তুমি হবয়ে আঁসিছ দৈবী;  
ক্লেয়ভির্গর তোমার প্রকাশে, নদী তপন পায় লাজ,  
সকলের তুমি গর্ভগঞ্জন !

### গুণ্জরী তোড়ি—তাল চৌতাল ।

প্রভাতে বিষল আনন্দে, বিকশিত কুমুদগন্ধে,  
বিহ্বল মীত-ছন্দে তোমার আশ্রয় পাই ।  
আগে বিধ তব ভবনে, প্রতি দিন নব কীধনে,  
অপার পুণ্ড পূরে কিরণে,  
খচিত নিখিল বিচিত্রে বরণে—  
বিলস আসনে বসি, তুমি সব দেখিছ চাহি !  
চাবিদিকে করে খেলা, বরণ কিরণ জীবন খেলা,  
কোথা তুমি অন্তরালে !  
অন্ত কোথার, অন্ত কোথার,  
অন্ত তোহার নাহি নাহি !

রাগিনী টোড়ি তৈরবী—তাল আড়াঠেকা ।

কিরো না কিরো না আছি, এসেছ ছুয়ারে,  
 নৃত্য হাতে কোথা যাও নৃত্য সংসারে !  
 আল তাঁরে যাও দেখে, স্তম্ভে আম গো ডেকে,  
 অনৃত্য তরিয়া লও ধরম বাবাইরে ।  
 শুক গ্রাম তুচ্ছ ঘেঁষে কার পানে চাই—  
 নৃত্য হুটো কথা শুনে কোথা চলে যাও ।  
 তোমার কথা তাঁরে করে, তাঁর কথা যাও লয়ে,  
 চলে যাও, তাঁর কাছে রেখে আপনারে !

রাগিনী তৈরোঁ—তাল একতারা ।

তর হর পাছে তব মাঝে আমি  
 আমারে করি প্রচার হে ।  
 বোহবশে পাছে নিরে আবার, তব  
 নাম-গান-অঙ্কুর হে ।  
 তোমার কাছে কিছু নাহি শুকানো,  
 অস্তরের কথা জুড়ি সব জানো,  
 আমি কত দীন, আমি কত হীন,  
 কেহ নাহি জানে আর হে ।



জুড় কঠে ববে উঠে তব নাহি,  
বিশ্ব জন্মে ভোমার করে গো এণাম,  
তাই আবার পাছে সাপে অভিমান,  
জ্বলে আবার জ্বালায় হে ।

পাছে প্রতারণা করি আপনারে,  
ভোমার অঙ্গনে বসাই আবারে,  
রাখ মোর হতে, রাখ স্তব হতে,  
রাখ রাখ বার বার হে ।

রাগিণী কল্যাণ — তাল পটুতাল ।

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল যাবে,  
আমি মানব কি লাগি একাকী আমি বিষয়ে ।  
তুঁবি আছে বিশ্বেষয় পুরগতি অসীম ব্রহ্মলো,  
নীয়েবে একাকী তব আলয়ে ।  
আমি চাহি তোমা পানে —  
জুঁধি মোতে নিরন্ত হেরিছ,  
নিমেষ বিহীন মন্ত মনমে !

রাগিণী ভৈরবী — তাল কাঁপতাল ।

বহা সিংহাসনে বসি শুনিছ যে বিশ্ব-পিতা,  
ভোমারি গঠিত জঙ্ক বহান্ বিশ্বের গীত ।

যজ্ঞের মৃত্যিক। হোরে, স্তব এই কণ্ঠ সোরে  
 আমিও ছুরারে তব হ'য়েছি হে উপনীত ।  
 কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল ধর্শন লাগি,  
 তোমায়ে শুনাব গীত, এসেছি তাহাতি লাগি ;  
 গাছে বেধা রবি বসি, সেই সত্য-মাঝে বসি,  
 একান্তে পাহিতে চাহে এই তবস্তের চিত্ত !

রাগিণী কংকি—তাল একতাল।

মাঝে মাঝে শুধ দেখা পাই,  
 তির হিম কেম পাই না ।  
 কেন যেন আসে জ্বর-আকাশে,  
 তোমায়ে দেখিতে লের মা !  
 অবিক আঘোকে আঁখির পলকে  
 তোমায় হবে পাই দেখিতে ;  
 হারাই হারাই সন্ধ্যা হস্ত ভঙ্গ,  
 হারাইরা ফেলি চকিতে !  
 কি করিলে বল পাইব তোমায়ে,  
 দাখিব আঁখিতে আঁখিতে !  
 এত প্রেম আমি কোথা পাব মাঝ,  
 তোমায়ে জগরে বাসিতে ।

আম কড়ুরা পাসে চাহিব না আর,  
করিব হে আমি প্রাণপণ ;  
তুবি যদি বল, এছনি করিব  
বিষয়-বাসনা বিসর্জন !

রাগিনী আসা তৈরবী—ভাল চুংরি ।

ঝিটিল সব সূতা, তাঁহার প্রেম-সুখা  
চল রে ঘরে লগে বাই ।  
যেথা যে কত লোক, পেয়েছে কত শোক,  
জুখিও আছে কত জাই ।  
ভাক রে তাঁর মানে সবারে মিলয়ানে,  
সকলে তাঁর গুণ পাই ।  
হুখী কান্তর জনে, রেখে রে বেবো মনে,  
হৃদয়ে লবে দেহ ঠাঁই ।  
সন্তত চাহি তাঁরে, ভাল রে আপনাবে,  
সবারে কর রে আপন ।  
শান্তি আহারে শান্তি বিতরণে,  
জীবন কর রে হাপন ।

এক সে মুখ আছে, কে তাহা জমিরারে,  
 চল হে নব্বায়ে শুধাই—  
 বল যে তেকে বল, “শিতার পরে চল,  
 হেথার শোক তাপ নাই !”

রাগিনী মিশ্র কৈদারী — তাল একতাল ।

বাদের চাহির। তোবারে কুনেছি,  
 তারে ত চাহে না আম্বারে ।  
 তারে আসে তারে চল যার হুদে,  
 কৈলে যার মরু-মাঝারে ।  
 হুহিমের হাপি হুদিনে হুগার,  
 হাপ নিতে যার ঐধারে ;  
 কে রহে তখন, হুছাতে নরন,  
 ডেকে ডেকে বরি কব্বারে !  
 বাহা পাই তাই পরে নিয়ে বাই  
 আপনার বন কুলাতে ;  
 শেষে দেখি হুগে তেকে লখ বায়,  
 হুলা হুদে বায় হুগাতে ! —

স্বপ্নের আশায় ঘরি লিপাসার,  
 ভুবে ঘরি দুঃ-পাথারে ;  
 রবি শশী ভাবা, কোথা হয় বাবা,  
 দেখিতে না পাই তোমারে !

স্বাধীনী আশা ভৈরবী—ভালি চুঁরি ।

বড়ি বরা-মাঝে শাখির বারি !  
 তরু সলয় জরে আছে দাড়াইরে,  
 উর্জ্জবে মরমারী ।  
 না থাকে অন্ধকার, না থাকে বোহ পাণ,  
 না থাকে লোক পরিতাপ ।  
 ছয় দিমল হোক, ঐশ নবল হোক,  
 বিহ বাও অপসারি ।  
 কেম এ হিসো ঘেব, কেম এ ছায়েল,  
 কেম এ দাস অতিদাস !  
 বিত্তর বিত্তর ঐশ, পাখাশ হনয়ে,  
 অন্ন অন্ন হোক তোমারি ।

### রাগিণী আলাইয়া—তাল একতাল ।

যনে নাহি যে কনে ভসিবে তোমার বাসী ।  
 কবে বাহির হইব অগতে, মম জীবন বহু মাসি ।  
 কবে প্রাণ জাগিবে, তব প্রেম পাহিবে,  
 ফারে ফারে কিরি পথার স্বপ্ন চাহিবে,  
 নরনারী মন করিব, হরণ, চরণে দিবে আনি !  
 কেহ শুনে না গান, জানে না প্রাণ,  
 যিকলে স্নেহ অবলান,  
 তোমার বচন কহিব রচন লাখ নাহি নাহি ।  
 তুমি না কহিলে কেননে কব,  
 প্রেমল অজের বাসী তব,  
 তুমি বা বসিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না আদি ;  
 কব নামে আদি সবাত্রে জাকিব, স্তবয়ে লাইব টানি !

### রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা ।

বর্ষ পেল, চুড়া পেল, কিছুই করিনি ছাড়,  
 আশম শ্রুতা করে, জীবন বহিরা বার ।

তবু ত আশাও আছে, নব রবি উষ্মায়ে,  
 তবু ত জীবন ছানি বহিছে নবীন যার ।  
 নহিছে বিদল ঊষা, তোমার আশিস-বাণী,  
 তোমার করুণা-সুধা স্রবণে দিচ্ছে আশি ।  
 রেখেছ অগত-পুণে, যোরে ত ফেলনি দূরে,  
 অসীম আশানে তাই পুসকে থিথরে কার !

### কণ্ঠাটী কিঁ কিটু—কাণ্ডালি ।

কড় আশা করে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,  
 কিরায়ে মা জননি !  
 মীনহীনে কেহ চাহে না,  
 তুমি তারে রাখিলে, জানি গো !  
 আর আমি যে কিছু চাহিলে,  
 চরণতলে ব'লে থাকিব ;  
 আর আমি যে কিছু চাহি যে,  
 জননী ব'লে শুধু ডাকিব ।  
 তুমি না রাখিলে, গৃহ আর পাইব কোথা,  
 কেঁবে কেঁবে কোথা বেড়াব—  
 ও যে হেঁচি তবস-বন-বোরা গহন রক্তখী !

রাগিণী কাকি কানড়া—তাল তিমা তেতালা ।

বোধেছ প্রেমের পানে গুকে প্রেমময় !

তব প্রেম লাসি দিবানিদি লাসি, ব্যাকুল রসয় ।

তব প্রেমে কুলম্ব হাশে,

তব প্রেমে টাক বিলাপে,

প্রেম হাসি তব উষা নব নব,

প্রেমে নিমগন নিখিল নীরব,

তব প্রেম তরে, কিরে হা হা ক'রে উত্থাপী মলয় ।

আকুল প্রাণ যম কিরিবে না সংসারে,

কুলেছে তোমার রূপে নহন আশারি ।

অশে মূলে পদম-তলে,

তব সুবাসি সন্তত উপলে,

জন্মের পয়াণ শাবি না যানে,

ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে,

আকুল রসয় বোঁকে বিশ্বমর, ত প্রেম-আলয় !

রাগিণী মিজর বেলাওল—তাল ঝাঁপড়াল ।

গুনছে তোমার নাম, অমাব আকুর জন,

এলেছে তোমার ঘরে, শূন্য করে না ঘেম ।



কাঁদে বারি নিরাশায়, খাঁখি বেন মুছে ঝর,  
 বেন গো অতর পার, ত্রাসে কল্লিত হন ।  
 কত নত আছে বীন, লজ্জা না আলয় বীন,  
 শোকে জীর্ণ গ্রাণ কত কাঁহিকেছে নিশিখিন ।  
 পাপে বারি ভুবিস্রাছে, বাবে জায়া তার ঝাছে,  
 কোথা হায় পথ আছে, দাঁও তারে নয়নন ।

রাগ ভৈরব—তাল আড়া চৌতাল ।

স্তম্ভ আননে বিরাজ অরুণ ছটামারে,  
 নীলাবরে, ধরণী পরে,  
 কি বা মহিমা তব বিফাশিল !  
 দীপ্ত সূর্য্য তব মুকুটোপরি,  
 চরণে কোটি তারা মিলাইল !  
 আলোকে প্রেমে আনন্দে  
 সতল অগত বিভাসিল !

রাগিনী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল ।

শোন তাঁর সুধাবধী কত মুহুর্তে শব্দ গ্রাণে,  
 ছাড় ছাড় কোলাহল, ছাড় রে আপন কথা ।

আকাশে দিবানিধি উষ্মে লক্ষীত-ধ্বনি গীহার,  
কে শুনে সে মধুবীণারব—  
অবীর বিশ্ব সূত্রপথে হ'ল বাহির ।

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতাল।

পুত্র গ্রাণে কাঁদে সখা, গ্রাণেশ্বর,  
লীলবজ্র বয়সিদ্ধ,  
শ্রেয় বিন্দু কাঁতরে কর হান !  
কোরে না লখা, কোরে না  
চিরমিফল এই জীবন,  
গ্রন্থ, জন্মে যরণে তুমি বতি,  
চরণে দেও স্থান !

দক্ষিণী হ্রস্ব—তাল একতাল।

সকাতরে গুই কাঁদিলে সকলে,  
শোন শোন পিঙ্গা !  
কহ কামে কামে, সন্মাত গ্রাণে গ্রাণে,  
মঙ্গল-বারতা ।

সুত্র-আশা নিয়ে, হেরেছে বাঁচিয়ে,

সেই ভাবনা—

যা কিছু পার, হারিয়ে যায়,

না ঝলে সাক্ষর !

সুখ-আশে ঘিশে গিয়ে

বেড়ার কাতরে —

বরীচিকা ধরিতে চায়,

এ মকু প্রোত্তরে !

সুনার বেলা, সুনার বেলা,

সন্ধ্যা হেরে আসে,—

কাঁদে তখন আকুল মন,

কাঁপে তরালে !

কি হবে পতি, কি হবে পতি,

শান্তি কোথা আছে —

ভোবারে হাও, আশা পূরাত

কুহি এস কাছে !

রাগিণী পূরবী—স্তাল কাওয়ালি ।

প্রান্ত কেন ওহে পাছ, পথপ্রান্তে যলে এ দি বেলা !

আজি বহে অন্তঃস্বীয়, চলে এই বেলা ।

তীর ধারে হের ত্রিভুবন বিছায়ে,  
 মেঘা অনন্ত উৎসব কাপে,  
 সকল শোভা বহু সঙ্গীত আদলেবু মেলা ।

রাবকেলী—কাণ্ডখালি

দাঁড় হে ছন্দর ভয়ে দাঁড় ।  
 তরঙ্গ উঠে উধালিয়া সুধাসাগরে—  
 সুধারসে মাতোষাজ্য করে দাঁড় ।  
 যেই সুধারস পানে, ত্রিভুবন মাত্তে,  
 তাহা যোরে দাঁড় !

রাগিণী আসাবরী টোড়ি—তাল তেওট ।

যিন ত চলি গেল এজু বৃথা,  
 কাতরে কাদে হিড়্য ।  
 জীবন অহরহ হতেছে কীথ,  
 কি হল এ শূন্য জীবনে ।  
 দেখাব কেননে এই মান দুখ  
 কাহ্নে খাব কি নইরা !

একু হে, বাইবে কর, পাব সুরগ।  
তুমি যদি ডাক এ অধমে !

রাগিনী জৈরযী—তাল একতাল।

সখা, যোহেব বেধে রাগ প্রেম-ভোরে ।  
আদ্যবৎ ডেকে নিয়ে চরণ-জলে বাধ' ধরে, -  
ঈদ হে প্রেম-ভোরে ।  
কঠোর পরাধে, কুচিল বহানে,  
ভোমার এ প্রেমের থালা রেবেছি আঁধার করে ।  
আপনার অভিমান, ছুয়ার দিয়ে প্রাণে,  
সরষে অর্পি ছেসে চাহি আপনা পানে ।  
বুঝি এতনি 'গৎ' হারাব তোমারে,—  
খুলিতে দুটাইব আগমাত্ত পাশাপাশি ।  
তখন করে ডেকে কাঁদিব কাতর স্বরে !

রাগিনী দেশ মিক্কা—তাল চৈরী ।

সংগ-ভিমির মাঝে না হেরি গতি হে ।  
প্রেম-আলোকে একান' জগপতি হে !

বিপদে লসলে বেঁকে যা দুইর,  
 সতত বিবাহ স্বয়ং পূরে—  
 তোমার বিনে অন্যথা আমি অতি হে !  
 হিছে আশা লয়ে সতত আশ্রয়,  
 তাই প্রতিদিন হতেছি আশ্রয়,  
 তবু চকল যিবরে মতি হে—  
 'মিয়ার' 'মিয়ার' প্রাণের জলধ,  
 কাট হে কাট হে এ খারা-বন্ধন,  
 লাম রাগ চরণে এ মিস্তি হে !

রাগিণী আলাইদ্বা—তাল আড়াঠেকা ।

লসলেতে চাঙ্গিয়ার, কসিমারে অক্ষকার,  
 মরনে তোমার জ্যোতি অধিক স্নেহে তাই !  
 চৌদিকে বিদ্যাম-বোরে, ঘেরিয়া ফেনেতে বোরে,  
 তোমার আনন্দ নৃপ সময়ে বেঁধিতে পাই !  
 কেলিয়া শোভের ছায়া, কুছা কিসে পায় পায়,  
 বক্তনের ধন বস কেড়ে কেড়ে মিয়ে বার ;—  
 তবু সে কুছার দাকে, অমৃত ব্রতী রাখে,  
 সূর্য্যলোক পরিহারি এই দুখ পানে চাই !

তোমার আশাস নগ্নি, তুমিকে পেয়েছি এতু,  
মিছে তর মিছে শোক আঁঠ করিব না তমু ;  
হৃদয়ের বাধা বন্ধ, অসুখ বাতিয়া সব.  
তোমার অন্তর কোলে, পেয়েছি পেয়েছি ঠাঁই !

রাগিণী ইমন কল্যাণ - তাল তেওরা ।

সভা মঙ্গল প্রথময় তুমি,  
একজ্যোতি তুমি অন্ধকারে ।  
তুমি ললা বায় হৃদে বিয়াকো,  
চুপ জালা সেই পাসরে—  
সব চুপ জালা সেই পাসরে ।  
তোমার জানে, তোমার ব্যানে,  
তব নামে স্তম্ভ মাধুরী ;  
যেই স্তম্ভ সেই জানে,  
তুমি জানাও যারে সেই জানে,—  
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে ।

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল ।

স্বামী তুমি এস আজ, অস্বস্তার সময় মাঝ,  
পাশে হান পাই লাভ, ডাকি হে তোমারে !

জন্ম উঠিছে গোণে, বন শান্তি নাহি যানে,  
 পথ তবু নাহি জানে আপন আধারে ।  
 দিক দিক জন্ম যম, বিফল বিষয়-শ্রম,  
 বিফল কথিক প্রেম টুটরা ধার বারবার ।  
 সজ্ঞাপে কখন নহে, মরণে অশ্রুবারি বহে,  
 ব্যক্তিছে বিবর-পিপাসা বিবর বিব-বিকায়ে !

রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি ।

হার কে দিবে আর সাধনা !  
 সকলে গিয়েছে হে তুঁরি খেণ না,  
 চাক এসক মরমে প্রভু, দাঁন অধীন জন্মে !  
 চারি দিকে চাই হেঁদে মা কাছারে,  
 কেন গেলে কোণে একেলা আধারে,  
 হের হে, শুল তখন যম !

রাগিণী ললিতাপৌরী—তাল ঝাঁপতাল ।

কমর-নন্দন-বনে নিবৃত্ত এ দিবেত্তনে,  
 এস হে আনন্দময়, এস চির-সুন্দর ।  
 যেখানে তব প্রেমমুখ পাসরি সর্ব দুঃখ,  
 বিবর-কাকর তন্তু চিত্তধারে বিহর !



শুভদিন শুভরজনী আস এ জীবনে,  
বার্ষিক এ নব-জন্মের সকল কর প্রিয়তম ;  
যদূর চির সঙ্গীতে ধ্বনিত কর অন্তর,  
করিবে জীবনে যমে দিব্যানিলা সুখ-নিবসর ।

রাগিণী সিন্ধু—তাল চুয়রি ।

দ্বন্দ্ব বেধনা বহিয়া প্রভু, এসেছি তব ঘারে !  
তুমি অকর্ম্মীয়া হৃদয়স্থায়ী, সবলি জানিছ হে,—  
বক্ত হুং লাগ লাগিয়া লবট খার জামাইব কাছে !  
অপরাধ কত করেছি নাহ, মোহ-পাশে পড়ে ;  
তুমি ভাড়া প্রভু, মার্জনা কেহ করিবে না মংগারে !  
সব বাসনা দিব বিলক্ষণ, তোমার প্রেম-পাখারে ;  
সব বিরহ বিচ্ছেদ তুলিব, তব মিলন আবৃত-খারে !  
আর আপন কাষমা পানি মা ভাবিতে, তুমি লহ মোর কার ;  
মগ্নিপ্রাণ জমে প্রভু, লহে চাপ সলোহ-লাগব-পারে !

বেলাবলী—রূপক ।

হে যম ঠারে লেখ জীবি খুলিয়ে,  
যিনি আছেন সধা অন্তরে ।

সবায়ে ছাড়ি ঐকু কব তাঁয়ে,  
দেহ মন বল যৌবন রাখ তাঁর অধীনে ।

রাগিণী কানাকড়—তাল চৌতাল ।

যে বহা ঐকল বগী,  
কত অসংখ্য গ্রহভারা ভপন চক্রে  
ধাক্কন করে তোমার বাহু,  
নরনগতি কুয়াপতি হে দেবদাস্য !  
ধস্ত ধস্ত ছুঁই বরেশ,  
বস্ত গায়ে সৰ্ব্ব দেশ,  
অর্ধে মর্ডো তিখলোকে এত উল্লস ।  
অস্ত নাহি জানে, মহাকাল মহাকাশ  
গীত হামে করে ঐকলিঙ্গ ;  
কব অতঃ চরণে অরুণাঙ্কল সৌমহীন,  
হে দাস্য! বিধবস্থ !

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাঁপতাল ।

হেরি কব বিমল সুখভাতি —  
হুত হস গমন ছুখ ভাতি ।

কুটিল মন প্রাণ যব তব চরণ-লাগলে,  
 দিহু হৃদয়-কমল বন পাতি ।  
 তব নয়ন-লোভাভিকণ লাগি,  
 তরুণ রসি-কিরণ উঠে জাগি ।  
 নরম ধূলি বিধবস বদন তুলি চাহিল,  
 তব দরশ পরশ সূৰ্য মাগি ।  
 গগন-তল মগম হন গুল তব হাসিতে,  
 উঠিল ফুটি তত কুন্তব পাতি—  
 হেরি তব বিয়ল মুখ ভাতি !  
 ধ্বসিত বস বিহগ কলচ্চাসে,  
 গীত সব ধীর তব গানে ।  
 সূৰ্য গগনে জগত জাগি উঠি দাহিল,  
 পূৰ্ব সব তব দগ্ধিত নামে ।  
 প্রেম-ধন পান করি, গাম করি কামমে,  
 উঠিল মনপ্রাণ যব মাতি—  
 হেরি তব বিয়ল মুখভাতি ।  
 রাগিণী হাম্বির—তাল তেওরা ।  
 আত তত হুয়ে আছে সে আনন্দধাম !  
 আবি লাভ আমি অভ আমি পব নাহি জানি ।

রবি বার অস্তাচলে, অঁধারে ঢাকৈ ধরণী.  
 কর কৃপা অনাথে, হে বিশ্বজনজননি !  
 অতৃপ্ত বাসনা লাগি, কিরিয়াছি পথে পথে,  
 হৃথং বেলা হৃথং বেলা হৃথং বেলা সেল বহে ;  
 আঁকি লক্ষ্য-সমীপে, লহ শক্তি-মিকেভানে,  
 মেহ কর পরশনে, চির শক্তি দেহ আনি !

রাগিণী দেশ—তাল একতাল ।

আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলারে মাও,  
 আমার আনন্দে ভাসাও !  
 না চাহি ভর্তুকি না চাহি সুঁতি,  
 না আনি বন্ধ না জানি দুষ্টি,  
 তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে আগাও !  
 সকল বিশ্ব ভুবিনা যাক্ শক্তি পাষাণে,  
 নদ নুৰ চুৰ্ব্ব ধামিরা যাক্ চরয় যাকারে.  
 সকল বাহ্য সকল শব্দ, সকল চেই! হউক শুদ্ধ,  
 তোমার চিত্তধরিনী বাসী আমার অন্তরে ভাসাও !

### রাগিণী বেও সাক্ষার—তাল চৌতাল ।

আজি শুভ শুভ প্রাতে কি বা শোভা হেখালে.

শান্তিলোক জ্যোতিলোক প্রকাশি !

মিথিল মীল অক্ষর বিদ্যাশিখা দিচ্ দিগঞ্জে,

আবহিরা রবি শশী ভাগ্না—

পূণ্য বহিরা উঠে বিকাশি !

### রাগিণী বাহার—তাল চৌতাল ।

আজি ময় মন চাহে জীবন-বজুরে !

সেই জনমে মরণে নিকা সলী—

মিখি দিম সুরে ধোকে,

সেই চিব আনন্দ, বিসল চিব সুখ.

যুগে যুগে কত ময় নথ লোকে নিরাক্ষর মরণ .

পরা শান্তি পরম প্রেম.

পরা মুক্তি পরম কেশ.

সেই অগ্ররতম চির সুন্দর প্রফুল্ল-লতা,

ধর্মঅর্থকামমত্তমগন্ধা, কলস হরণ !

### রাগিণী বিভাগ—তাল একতাল ।

( আজি ) এগামি কোমারে চলিব মাঝ, লংসার-কাছে !  
 ( কুনি ) আবার নয়নে নয়ন রেখে অস্তর কাছে ;  
 হৃদয়-দেবতা রয়েছ এখানে, মন যেন তাহা নিরন্তর জানে,  
 পাশের চিন্তা মরে যেন বহি হৃৎসহ লাগে !  
 সব কলরবে মাঝা হিনম্যান, গুনি অনাহি সঙ্গীত নাম,  
 লবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার শব্দ রাখে ।  
 নিঃশব্দে নিঃশব্দে মরমে বাচনে, সকল কর্ণে সকল মননে,  
 সকল হৃদয়জলে যেন মদন রাখে !

### রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল ।

আজি কোন্ ধন হতে বিবে আদারে  
 কোন্ জনে করে বঞ্চিত ;  
 তব চরণ করল রতন রেণুকা  
 লজ্জায় আছে সঞ্চিত ।  
 কত নিষ্ঠুর কঠোর মরশে বরষে,  
 দ্বর্ষ মাঝারে শস্য বরষে,  
 তবু গ্রাম মন পূঁর্ব পূর্ব পরশে  
 পলে পলে পুষকাক্ষিত ।

আজি কিসের পিপাসা মিটিল না, ৩৫৬

পবন প্রাণ নরিত ।

চিতে চিত্তস্থ, ৩৫৭ মধ্যম ৩ :

সফলতা ও পূজা

নাথ, যার বাহ্য, ৩৫৮ মধ্যম ৩ :

আমি ব্যক্তি দিও পাঠিত, ৩৫৯

তথু তুমি এ জীবনে ৩৬০ মধ্যম ৩ :

ধাক ধাক চির ৩৬১

সাগিনী জুপালী—কাল মধ্যম ৩ :

আজি এ ভারত মন্ডিত হে

হীনতাপক্ষে মন্ডিত হে ।

নাহি পৌরুষ নাহি বিচারণা,

কটিন তপস্বী নতা সাধনা,

অতরে কাবিরে বর্ষে কণ্ঠে

সকলি ব্রহ্ম-বিবক্ষিত হে ।

ধিকৃত মন্ডিত পৃথিবীরে,

বৃন্দ-বিবক্ষিত হৃদিতরে ;

কয়, হেঁচমায়ে 'মদ্যাক্ত' পড়ে

ক'র কারে সূচল, শুদ্ধিত হে !

শব্দেও 'মদ্যাক্ত' বসবে শুধুই,

ক'র কারে সূচল, শুদ্ধিত হে !

ক'র কারে সূচল, শুদ্ধিত হে !

ক'র কারে সূচল, শুদ্ধিত হে !

ক'র কারে ?

ক'র কারে ? ক'র কারে, ক'র কারে

ক'র কারে ? ক'র কারে

ক'র কারে ? ক'র কারে, ক'র কারে

ক'র কারে ? ক'র কারে

( ক'র কারে )

( ক'র কারে ক'র কারে )

ক'র কারে ? ক'র কারে

ক'র কারে ? ক'র কারে

ক'র কারে ? ক'র কারে

ক'র কারে ? ক'র কারে



( হুড়ারে এনে ) ( পত ধাম হতে হুড়ারে এনে )

( থুলা হতে করে হুড়ারে এনে )

হুণ হুণ করে করে ধারে ধারে পোয়ে

কত দিকে কত বোঝালে ;

তুমি যে আবার কত আশার,

এবার শে কথা বোঝালে ॥

( বুঝারে দিলে ) ( সনের আসি বুঝারে দিলে )

( তুমি কে হও আবার বুঝারে দিলে )

করণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে

কোথা নিয়ে যার কাহারে !

সবনা যেখিনি নয়ন বেলিয়ে,

এবেছ তোমারি ছায়ে ॥

( আমি না জানিতে ) ( কোথা দিয়ে আবার এবেছ

আমি না জানিতে ) ।

রাগিনী কাল্যাংড়া—তাল চুংরি ।

ইচ্ছা হবে হবে লইয়ো পারে ;

পূজা-কুন্তলে রচিতা অঞ্জলি

আছি ধরে অবসিহু কিম্বারে ।

যত দিন রাগ তোষা যুগ ঢাছি,  
 হুগু খসে রব এ সলোরে ।  
 ছাকিধে যখন তোমার পেথকে,  
 লত চলি যাইব ছাড়ি সবারে ॥

রাগিণী কেদারা—তাল জ্বরকাঁকতাল ।

উঠি চল সুদিন আইল,  
 আনন্দ গৌগড় উচ্ছ্বসিল !  
 মাজি বসন্ত আগন্ত যরণ হতে  
 তস্ত-তদয়-পুষ-নিকুলে ; সুদিন আইল !

কীর্তন ।

ওহে জীবন-বরত,  
 ওহে দাবন দুর্গত !  
 আমি বর্ষের কথা অন্তর বাধা  
 কিছুই দাখি কব ;  
 তবু জীবন হন চরণে দ্বিষ্ট  
 বুঝিয়া লহ সব !—

( মিহু চরণভলে— )

( কথা যা ছিল মিহু চরণভলে )

( প্রাণের সোঁকা দুখে লগ—মিহু চরণভলে )

আমি কি আর কব !

এই সংসারপথ সঙ্কট আজি

ফণ্টকবর হে ;

আমি নীরবে বাব কদরে গয়ে

শ্রেষ্বরক্তি চব !

( নীরবে যাব— )

পথের কাঁটা মান্ব মা—নীরবে বাব )

( সহস্র বাধার কান্দ মা—নীরবে বাব )

আমি কি আর কব !

আমি স্বপ্ন ছাড়া সব তুচ্ছ করিছ

প্রিয় অপ্রিয় হে ;

তুমি মিল হাতে বাধা সঁপিবে, কাঁচা

মাথায় তুলিয়া লব !

( আমি বাধায় লব— )

( বাধা দিবে তাই মাথায় লব )

( তুমি দুখ তব গহ্বলি বঁলে মাথায় লব ।

আমি কি আর কব !

ଅପରାଧ ବାନ୍ଧି କରେ ବାନ୍ଧି ପରେ

ନା କର যদি କ୍ଷମା,

କଷେ ପରାଧୀନର ହିରୋ। ସେ ନିରୋ।

ବେହନା ନବ ନବ !

( ନିରୋ। ବେହନା— )

( ହରି ତାଳ ବୋକ ହିରୋ। ବେହନା )

( ବିଚାରେ ବାନ୍ଧି ହୋସି ହୁଏ—ନିରୋ। ବେହନା

ଆସି କି ଆସ କର !

ତବ କେଳୋ ନା ଦୁରେ—ହିବଳକ୍ଷେ

ଢେକେ ନିରୋ। ଚବ୍ବେ ।

ତୁମି ଛାଡ଼ା ଦେବ କି ଆଜେ ଆସା

ହତ୍ୟା-ଆଧାର ଡବ !

( ନିରୋ। ଚବ୍ବେ— )

( ଡବ୍ବେର ଖେଳା ମାଟା ହ'ଲେ—ନିରୋ। ଚବ୍ବେ

( ଦିନ ସୁରାହିଲେ ମୌନମାଧ—ନିରୋ। ଚବ୍ବେ )

ଆସି କି ଆସ କର !

କୀର୍ତ୍ତନ ।

କେ ଜାନିତ ତୁମି ଜାକିବେ ଆସାରେ,

ହିରୋ। ନିରୋ। ଗମ ।

সংসার ঘোরে মহাবোহেঘোরে

ছিল স্রষ্টা ঘিরে সখন ॥

(ঘিরে ছিল ঘিরে ছিল হে আদার) (দোহা ঘোরে,

(মহাবোহে)

আপনার হাতে হিবে বে বেঘনা,

ভাসাবে ধরমজলে ;

কে জানিত হবে আবার এমন

শুভ দিন শুভ লগন ॥

(জানিয়ে জানিনে হে আদি স্বপনে )

(আবার এমন ভাগা হবে, আদি জানিনে জানিয়ে হে)

জানি না কখন করুণা-অরুণ

উঠিল উল্লাসে ;

দেখিতে দেখিতে কিরণে পূরিল

আবার হৃদয়-গগন ॥

আবার জনর-বগন পূরিল ) ( ভোবার চরণ-কিরণে )

( ভোবার করুণা-অরুণে )

ভোবার অবতলাগর হইতে

বতা আসিল কবে ;

হৃদয়ে বাহিবে বত বাণ ছিল

কখন হইল ভগন ॥

( যত বাধ ছিল বেধামে, তেড়ে গেল তেড়ে গেল হে )

সুখাতাস ভূমি আগনি দিয়েছ,

পর্যাপ্তে ঘিরেছ আশা ;

আমার জীবনতরঙ্গী কইবে

তোমায় চরণে যখন ॥

( তোমার চরণে গিরে লাগিবে—আমার জীবনতরঙ্গী )

( অন্তর চরণে গিরে লাগিবে )

রাগিনী সিদ্ধু—তাল আড়াঠেকা ।

কে বলিলে আঁধি কদাসনে ভুবনেশ্বর প্রভু,

আগাইলে অহুপন সুললিত লোভা হে হৃদয়েধর ।

মহলা কুটিল কুল মঞ্জরী গুফানো তরুণত,

পাখায়ে বহে সুখ্য দ্বারা ।

রাগিনী সিদ্ধুড়া—তাল ঝাঁপতাল ।

কেননে রাখিবি কোয়া কায়ে লুকায়ে,

চন্দ্রমা তপন তারা আপন আলোক ছারে ?

হে বিপুল সলোহ, সুখে কুঞ্জে জঁধার,

কতকাল রাখিবি চাকি উদ্যানে কুতলিকায ?

আত্মা-বিহারী তিনি হৃদয়ে উদয় তাঁর,  
নব নব রহিয়া জাগে, নব নব কিরণ তার ।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি ।

চিরবধা, ছেড় না মোরে ছেড় না !  
সংসার লহনে নির্ভর-নির্ভর,  
নির্ভর সঙ্গমে নগে রহ ।  
অধনের হস্ত দন, অনাধের নাথ হও হে,  
অবলের বল !  
জয়-ভাষাতু যে মৰীম কর,  
ওহে সুধাসাগর !

রাগিণী ভৈরবী - তাল ঝাঁপতাল ।

আনি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-ভরণে,  
লইবে ধোয়ে শুদ্ধাগর-কিনারে । ( হে প্রভু )  
করি না ভয়, তোমারি দয় গাহিয়া যাব চলিয়া,  
দাঁড়াব আমি তব অমৃত হস্তারে । ( হে প্রভু )  
কামি হে কুশি সুগে সুগে তোমার বাহে ঘেরিয়া,  
যেবেছ বোরে তব অসীম ভূমনে ;

জন্ম ঘরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে,  
 জীবন হতে নিয়েছ নব জীবনে । ( হে প্রভু )  
 জালি হে মাথ গুণ্যপাশে জ্বলি বোর লভ্য,  
 শয়নি আছে তব নগ্নন সমুখে । ( হে প্রভু )  
 আবার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিনরজনী,  
 সকল পথে বিপথে লুপ্তে অনুপথে । ( হে প্রভু )  
 কাসি হে জানি জীবন বন বিকল কছু হবে না,  
 দিবে না কেজি বিলাপভর পাখারে ;  
 এমন দিন আগিরে হবে করুণাভরে আপনি,  
 কুলের মত জুলিরা লবে তাহারে ? ( হে প্রভু )

কীর্ত্তন ।

তুমি কাছে নাই বলে হের সখা তাই,  
 আমি বড় আমি বড় বলিছে সবাই -  
 ( সবাই বড় হল হে )  
 ( সবাই বড় কাছে সেই বলে,  
 সবাই বড় হল হে )  
 ( তোমার দেখিনে বলে,  
 তোমার পাইনে বলে,  
 সবাই বড় হল হে )



নাথ, তুমি একবার এস হাসি মুখে,  
এরা স্নান করে থাকে তোমার সমুখে ।

( লাজে স্নান হোক্‌ হে )

( আবারে আবারা ডুলায়েছিল,  
লাজে স্নান হোক্‌ হে, )

( তোমারে আবারা ঢেকেছিল,  
লাজে স্নান হোক্‌ হে )

কোথা তব প্রেমবৃক্ষ বিবশেরা হাসি,  
আমারে জোয়ার মগ্নে কর পো উদাসী !

( উদাস কর হে )

( জোয়ার প্রেমে,

জোয়ার মগ্নে মগ্নে,

উদাস কর হে )

কুস্র আমি করিতেছে বড় অহকার,  
ভাগে ভাগে ভাগে নাথ অভিমানে ভায় !

( অভিমানে চূর্ণ কর হে,

তোমার পদতলে মন চূর্ণ কর হে,

পদানত করে মন চূর্ণ কর হে )

রাগিণী খাম্বাজ তৈরী—তাল তেওরা ।

তোমারি নামে নরম মেলিল গুণ্য প্রভাতে আশি,  
তোমারি নামে ধূলিল স্তম্ভ শতমল-রসরাজি ।  
তোমারি নামে নিবিড় ডিম্বের ফুটিল কমল লেখা,  
তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণ-বীণ্য ব্যজি ।  
তোমারি নামে ধূক্ তোম্রণে ধূলিল শিরহস্তার,  
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ্ত মুকুট যাকি ।  
তোমারি নামে জীবন সাগরে জাগিল লহরী লীলা,  
তোমারি নামে নিখিল জীবন বাহিরে জাগিল সাজি

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতাল।

তোমারি পেছে পালিছ বেবে,

ছুমিই ধক্ ধক্ হে !

আখ্যাত প্রাণ তোমারি নাম,

ছুমিই ধক্ ধক্ হে !

পিতায় বকে রেখেছ বোয়ে,

জনম দিয়েছ জননী কোড়ে,

দেখেছ লখার প্রণয়-ভোরে,

ছুমিই ধক্ ধক্ হে !

তোমার বিশাল বিপুল দুঃখ,  
করেছ আমার নয়ন-লোভন,  
মহী পিঙ্গি বন সরস শোভন,  
তুমিই ধন ধন হে !

স্বপ্নে বাহিরে, স্বপ্নে বিদেশে,  
সুখে দুঃখেরে নিবেশে নিবেশে,  
কখনো যখন শোকে আদর্শে,  
তুমিই ধন ধন হে !

রাগিনী ছায়ানট—তাল চৌতাল ।

তোমারি সেবক কর হে আজি হতে আমারে ।  
চিন্তাবারে দিবারাজ, আদেশ তব দেহ নাথ,  
তোমারি কর্ণে রাখ বিশ্ব-হুসারে !  
কর ছিন্ন বোধপাশ, সকল হুঁত আশা,  
লোকতর, হুব করি হাও দাঁড় !  
রত রাখ ফল্যাশে, দীর্ঘবে দিগন্তবাসে,  
ময় কর আনন্ড রসবারে ।

## রাগিনী ইমন—তাল তেতরা ।

তোমারি রাগিনী জীবনকুঞ্জে

যাক্কে ফেন সন্ধ্যা যাক্কে গো !

তোমারি আশ্রয় স্বপ্নশায়ে

যাক্কে ফেন সন্ধ্যা যাক্কে গো !

তব মধুমগ্ধ-মন্দির

ফিরি অশ্রু-সুখনে ;

তব পদতলে যাক্কে লয়ে তব

যাক্কে ফেন সন্ধ্যা যাক্কে গো !

সব বিষয়ে হৃদে বসে যেন

তব মঙ্গল মন্ত্রে ;

দিকপাশে মাধুরী কুসরে বাহিরে

তব সঙ্গীত ছন্দে ।

তব নির্মল নীরব হাজ

যেরি অশ্রু ব্যাপিলা ;

তব গৌরবে সকল বর্জ

যাক্কে ফেন সন্ধ্যা যাক্কে গো !

রাগিনী পিলু—তাল মধ্যমান ।

সিম দার রে সিম দার বিদালে,  
বার্ষ কোলাহলে, ছলনার, বিফলা বাসনার ।  
এগেছ কলতরে অণপরে কাইবে চলে,  
দমন কাটে দুখান্ন বাসবিবানে কুসলনার ।

রাগিনী আড়ানা—তাল কাঁপতাল ।

নিত্য-সত্যে চিন্তন করয়ে বিষল হৃদয়ে,  
নির্বল অচল পুহতি রাখ ধরি নতত ।  
সংশয়-ব্রশলে সংসারে এশান্তি রহ,  
ভীরু শুভ ইচ্ছা সরি বিনয়ে রহ বিমত ।  
খাননা কর জর, হুয় কর কুহ তর,  
ভোল এসর বুখে বার্ষন্থল আশ্বহুখ,  
প্রৌখ-আনন্দহলে নিরত গ্রহ নিরত ।

রাগিনী ভৈরবী—তাল কাণ্ডহালি ।

পিলাস হার নাহি মিটিল, নাহি মিটিল ।  
বরলবল পানে অর অর পরাণে,

হিস্তি করি হে করদোড়ে,  
কুড়ীও গলোর-বাঁধে তব প্রেবের অমৃতে !

রাগিনী দেল—তাল একতাল ।

একু, ছেলেছি অনেক খেলা,  
এবে তোমার ক্রোধ চাহি !  
শ্রান্ত সহজে হে জোয়ারি এলাদ চাহি !  
আজি চিহ্নাতল এনে,  
তব শাকিবানি চাহি !  
আজি সুরবিত ছাড়ি,  
তোমার মিত্য নিত্য চাহি !

রাগিনী জিলফ্, বারোঁয়া—তাল হুরফ্ কিতাল ।

প্রতি দিন তব বাঁধা দাব আনি হুমধুর,  
তুমি দেহ বোড়ে কথা, জুমি দেহ মোড়ে স্বপ্ন !  
জুমি যদি থাক মনে, বিকচ করলানলে,

ভূমি যদি কর প্রাণ তব প্রেমে পরিশুর ।  
 ভূমি দেহ মোরে কণা, ভূমি দেহ মোরে সুর !  
 ভূমি খোদ যদি গান, আহার সমূহে থাকি,  
 পুখা যদি করে খান তোমার উদার আঁখি,  
 ভূমি যদি সুখ পায়, রাখ কর মেহতরে,  
 ভূমি যদি সুখ হতে নষ্ট করহ দূর !  
 ভূমি দেহ মোরে কণা, ভূমি দেহ মোরে সুর !

রাগিনী কাকি—তাল রাঁপতাল ।

প্রতিলিঙ্গ আমি, হে জীবনস্বামী,  
 হাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !  
 করি জোড়কর, হে দুঃখনৈশ্বর,  
 হাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ।  
 তোমার অপার আকাশের তলে,  
 বিজনে বিরলে হে—  
 নর ফদরে, নরদের কণে,  
 হাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ।

তোমার খিটল এ তব লংলায়ে,

কৰ্ম-পাচাবার পায়েরে—

মিছিল কুবন লোকের মাথায়েরে.

হাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !

তোমার এ ভবে, বস কৰ্ম হবে

সমাপন হবে হে—

ও শো রাজসাক, একাকী নীরবে

হাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !

রাগিণী সিদ্ধু—তাল একতাল।

প্রেমামনে রাধ পূর্ণ আদ্যারে হিবস রাত ।

বিশকুবনে নিরখি সন্তত স্তম্ভন তোমায়ে,

চঞ্জ হৃদ্য কিরণে তোমার করুণ সরস পাত ।

দুখ সম্পদে করি হে পান তব প্রসাদ ঘরি.

দুখ লম্বটে পরশ পাই তব মল্ল হাত !

জীবনে আল অন্নর দীপ, তব অমৃত আশা,

মরণ অঙ্কে হৌক তোমারি চরণে স্তম্ভতাক !



নহে নহে নহে নহে আনন্দ নকর শ্রীতি নীতি,  
ফুরে বাহিরে একবারে তুমি আবার নাথ ।

রাগিনী লজ্জাসার—তাল কীপ্তাল ।

বহে বিরক্ত অদন্ত আনন্দ বার !  
বায়ে অসীম মত্তভাবে অদান্তি বব,  
আগে অগাধ রমিতল তার ।  
একক অশুভ লক্ষ্যে রাখে,  
গুরু এক সেই হাকরাধেজ্ঞ হাজে ;  
বিশিষ্ট দিনেবহত বিব চরণে বিনত,  
লক্ষ শত লক্ষটিত বাক্যহার !

রাগিনী আড়ানা—তাল চৌতাল ।

বানী তব বার অদন্ত গগনে লোকে লোকে,  
তব বানী গ্রহ চন্দ্র বীণে তপস তার !  
হুং হুং তব বানী, অদন্ত বরণ বানী ভোবানী,  
দিক্ত পতীর তব বানী তক্ত হুরে নাথি বার !

### রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল ।

কর হতে তব অঙ্গর দ্বারে নূতন জনম দাঁড় রে !  
 বীনতা হতে অঙ্গর ধনে, নগ্ন হতে সত্যস্বনে,  
 ক্ষুধা হতে নবীন জীবনে, নূতন জনম দাঁড় রে !  
 আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু, তোমার ইচ্ছা নাকি,  
 আমার স্বার্থ হইতে প্রভু, তব মঙ্গল কামে ;  
 আমেক হইতে একের জোরে, হুখ হুখ হতে শান্তিক্রোড়ে,  
 নামা হতে মাণ, তোনাকে বোরে, নূতন জনম দাঁড় রে !

### রাগিণী ছায়াবট—তাল হরকটকতাল ।

ভক্ত স্রুতিক্রম প্রাণবিমোহন,  
 নব নব তব প্রকাশ, মিত্য মিত্য চিত্তগগনে হাবীধর ।  
 কহু মোহ-বিমোহ বহ্নিরত্নমালা,  
 কহু বিদ্যামোহ ভরহর শান্তি সুধাকর ।  
 চকল হর্যশোকমল্ল কলোল পয়ে,  
 হির বিরাজে চিরদিন মঙ্গল তব রূপ ;  
 প্রেমচূড়ি নিরুপম প্রকাশ কর, মাণ-হে,  
 দ্যাম মরনে পরিপূর্ণ রূপ তব সুন্দর ।

## রাগিণী বড় হংস সারঙ্গ—তাল একতাল।

ভুবন হইতে ভুবনবাণী এস আপন মনে ।

জ্বর থাকে মৃদুনাথ,

আছে নিত্য নাথ নাথ,

কোথা ফিরিছ দিবারাত

হের তাঁহারে অন্তরে ।

হেথা চির আশ্রয়ধাম,

হেথা বাসিছে অন্তর নাথ,

হেথা পূরিবে সকল কাম

নিকৃষ্ট অশ্রুত আগরে ।

## রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওরা ।

সহাবিধে মহাকালে মহাকাল থাকে,

আমি হানব একাকী আমি বিশ্বরে লমি বিশ্বরে ।

ভূমি আছ বিশ্বনাথ, অনীর রহস্ত থাকে,

বীরবে একাকী আপন মহিমা মিলয়ে ।

অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ বীণ লোকে,

তুমি আছ বোড়ে চাহি, আছি চাহি তোমা পানে ।

কর নরক কোলাহল, শাস্তিনর চরাচর,  
এক ঘুমি, তোমা থাকে আমি একা নির্ভয়ে !

রাগিণী তিলক কামোর—তাল তেওরা ।

স্বানন্দে ছেঁব গো সবে গীতরবে  
চলে প্রান্তিকিয়া—

অপতলবে পঙ্কপ্রাণী রাবি নলী তারা !  
তঁাহা হতে নামে করুণীবনযঙ্গপ্রবাহ,  
তঁাহারে খুঁজিয়া চলেছে ছুটিয়া  
অসীম স্বপনধারা !

কীর্তন ।

যাকে যাকে তব বেধা পাই.  
চির দিন কেন গাই না !  
কেন বেধ আসে হৃদয়-আকাশে.  
তোমারে বেধিতে দেয় না !  
( বোহবোবে তোমারে বেধিতে দেয় না )  
( অন্ধ করে রাখে, তোমারে বেধিতে দেয় না )

অগ্নিক আলোকে আঁধার পথকে

তোমার হবে পাই হেঁথিতে ;

হারাই হারাই মদ্য হর অন,

হায়াইয়া কেলি চকিতে ।

( আশ না মিটতে, পথক না পড়িতে )

( হর না জুড়িতে, হারাইয়া কেলি চকিতে )

কি করিলে বল পাইব তোমারে,

রাখিব আঁধারে আঁধারে ;

এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ,

তোমারে হৃদয়ে রাখিতে ।

( আমার লাগি কি বা, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে )

( দয় না করিলে, কে পারে হৃদয়ে রাখিতে )

( তুমি আপনি না এলে, কে পারে হৃদয়ে রাখিতে )

আর কহে পানে চাহিব না আর,

করিব হে আমি প্রাণপণ ;

তুমি যদি বল, এখন করিব

বিবর-বাসনা বিসর্জন ;

( দিব প্রীতরণে, বিবর-বাসনা বিসর্জন )

( দিক অকাতরে, বিবর-বাসনা বিসর্জন )

( দিব তোমার লাগি, বিবর-বাসনা বিসর্জন )

### রানিধী আনোয়ারি—তাল চৌতাল ।

রক্ষা কর হে !

আবার কর হইতে আবার রক্ষা কর হে !

আগুন ছারা আঁতরে ঘোর করিছে কলিত হে,

আগুন চিহ্না এগিছে, আবার রক্ষা কর হে !

এতদিন আঁধি আগুন রটরা জড়াই মিথ্যা জানে,

হলনা ভোর বইতে যোরে রক্ষা কর হে !

অহকার করবার রয়েছে হোখিরা হে,

আগুন হতে আগলায়, যোরে রক্ষা কর হে !

### রানিধী আড়ানা—তাল কাওরালি ।

লহ লহ ফুলি লহ হে, ফুলিতল হতে, ফুলিলাল এ পরাণ,

রাখ তব কৃপা চোখে, রাখ তব মেহ করতলে !

রাখ তারে আলোকে, রাখ তারে অমৃত,

রাখ তারে নিয়ন্ত কল্যাণে, রাখ তারে কৃপা চোখে,

রাখ তারে মেহ করতলে !

### রাগিণী খট্—তাল বাঁপতাল ।

নধা থাক আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্মল প্রাণে !  
 জাগ প্রাতে আনন্দে, কর কর্তব্য আনন্দে,  
 সম্মুখ দৃষ্টিতে চল হে আনন্দগানে ।  
 সঙ্কটে সঙ্গরে থাক কল্যাণে,  
 থাক আনন্দে নিদ্রা অবস্থানে !  
 সব্বারে জবা করি থাক আনন্দে,  
 চির-অমৃত-মিষ্টারে খাতি হৃদয়গানে !

### রাগিণী গৌড়মল্লার—তাল কাওয়ালি ।

সুখদায়ক নিশিদিন পরাধীন হয়ে,  
 তুমিছ দীর্ঘ প্রাণে !  
 নতন হার ভাবনা নত নত, মিলিত কীত পীড়িত,  
 শির নত কত অপমানে !  
 জাম না রে অধো উল্টে বাহির অস্তরে,  
 যেদি তোরে মিত্য দ্রাকে সেই অতর-আলর !  
 ভোল আনত শির, তাক রে ভয় ভয়,  
 নতন শরল ক্রিতে চাহ তাঁরি প্রেম সুখগানে !

### রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল হরকঁকিতাল ।

সুন্দর বাহে আনন্দ মনামিল,  
 সন্মিত ধেনুচর, অস্তর পুলকানুগ !  
 কুঞ্জে কুঞ্জে আগিছে বসন্ত পুষ্পপঙ্ক,  
 শূক্রে থাকিছে রে অমায়ি বীণা ধ্বনি ।

অচল বিদ্রোহ করে—

শব্দভারাবজিত ধুমহান সিংহপানে ত্রিভুবনের,  
 পদতলে বিশ্বলোক বোমাকিত,  
 অর অর গীত গাহে সুরময় !

### রাগিণী হামির—তাল হামির ।

হরণে আগো আজি, কাগো ॥ তাঁহার লাখে,  
 ঐতিহ্যেগে তাঁর সাথে একাকী !  
 গগনে গগনে ঘের দিব্য নয়নে, কোন্  
 মহাপুরুষ আগে মহা বোণাসনে,  
 মিথিল কালে জড়ি জীবে অগড়ে  
 বেঁচে প্রাণে ছবয়ে !



## রাগিণী ঝিকিট—তাল মধ্যমান ।

হরত-বালনা পূর্ণ হল, আজি মম পূর্ণ হল,  
 জন সবে করত জনে ।  
 কি হেরিহ শোভা, নিখিল সুবন্দনাধ  
 চিত্তহারা বসি ছিন্ন আগনে ।

## রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল একতাল ।

হননপী ডহিগগমে  
 উদিল মলম বগনে,  
 নিখিল সুন্দর ছবনে  
 এ কি এ মহা দয়ুরিয়া ।  
 জুবিল ফোঁস ছব সুখ রে,  
 অপার শান্তির সাগরে,  
 বাহিরে অন্ধরে জাগরে  
 গুণই সুধা-সুত্রনিধা ।  
 গভীর শব্দীত ছায়াশেখ,  
 জমিছে গভীর গুলকে,  
 গগন-অবন-আলোক  
 উহাও হীম-বীণিকা ।

চিন্তমাঝে কোন্‌ যত্নে,  
কি পান মধুসর যত্নে  
বাঁজে রে অপরাধ তরে,  
ধোঁয়ের কোথা প্রতিদীপা !

রাগিনী কেদারা—তাল ধামার ।  
হৃদি মন্দির-বারে বাঁজে সুমঙ্গল শব্দ !  
শত মঙ্গল শিখা করে ভবন আলো,  
উঠে নির্ঝল ফুলগন্ধ !

রাগিনী ছায়ানট—তাল একতারা ।

হে লখা, বস শুদয়ে রহ !  
সংসারে সব কাঁজে, ধ্যানে জ্বানে জ্বরে রহ !  
নাথ, তুমি এস বীরে, হৃৎ হৃৎ বাঁশি নয়ননীরে,  
গহে আবার জীবন ঘিরে ;—  
সংসারে সব কাঁজে ধ্যানে জ্বানে জ্বরে রহ !

রাগিনী ছায়ানট—তাল একতারা ।

আজ নইয় থাকি, তাই মোর  
বাঁহা বার তাঁহা বার !

ফণাটুকু যদি ছারায়, তা মরে  
 আশ করে হার হার !  
 নদীতট সব কেবলি যুধাই,  
 এবাহ অঁকড়ি রাণিবারে চাই,  
 একে একে বুকে আঘাত করিয়া।  
 চৌউঙলি কোথা ধর !  
 বাহা বার আর বাহা কিছু থাকে,  
 সব যদি দিই সঁ পিয়া তোমাকে,  
 তবে নাহি ক্ষয়, নহি ক্ষেপে যয়,  
 ভব যহা মহিয়ার ।  
 তোবাতে রয়েছে কত শশি তার,  
 হারায় না কছু অণু পরবাণু,  
 আমারি কুহু হারাবন গুলি  
 যবে না কি তব পাশ !

ললিত বিজ্ঞান—তাল একতারা ।

আছে হৃৎক আছে মৃত্যু,  
 বিরহদহন লাগে ;

তবুও শক্তি তবু আমন্দ,

তবু অমল্য আগে ।

তবু ঐশ নিত্যধাত্রা, হানে পর্বো সন্ন তারা,

বলন্ত নিরুজ্ঞে আসে বিচিত্র রাগে ।

তবু মিলারে বার, তবুই উঠে,

কুসুম করিলা গড়ে, কুসুম ফটে ;

নাহি অন্ন নাহি শস্য, নাহি নাহি শৈল লেন,

সেই পূর্ণতার পারে বল স্থান মাগে ।

রাগিনী জৈরবী—তাল হরফাঁজা ।

আমন্দ জুহি বাবী, বলন্ত জুহি,

জুহি হে মহা কন্দর, জীবননাথ !

যোকে ছবে তোয়ারি বাবী,

আগরণ দিবে আনি,

মাশিবে হারুন অবসার ।

চিত্রবন অর্পিণু তব পদপ্রান্তে,

তব শক্তি লভন পুণ্য ধনু পানে ;

চাহি আছে সেবক, তব স্তুতিপাতে,

কবে যবে এ স্বপ্ন-রাত প্রভাত ।

রাগিনী কেশারা—তাল তেওরা ।

আবার বিচার কুঁচি কর, তব আপন করে ।

মিনের কর্ম আমিহু তোমার মিচর-বয়ে ।

যদি পুঁজা করি মিছা দেবতার,

শিরে ধরি যদি মিছা আচার,

যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো পরে,

আবার বিচার কুঁচি কর, তব আপন করে !

নোভে যদি কারে মিলে থাকি হুঁ,

তবে হয়ে থাকি ধর্মবিশুঁ,

পরের ঐচার পেয়ে থাকি সুখ অবেক তরে,—

কুঁচি যে জীবন মিলেছে আমার,

কলক যদি হিয়ে থাকি তার,

আপনি বিনাশ করি আপনার বোহেত তরে,

আবার বিচার কুঁচি কর, তব আপন করে !

শঙ্করা—তাল চৌতাল ।

আবারে কর জীবন দান—

প্রেরণ কর অকরে তব আদ্যায় ।

আসিছে বত যায় কত,  
 পাই শত হারাই শত,  
 তোমারি গারে রাধে অচল যৌর প্রাণ !  
 দাও যৌরে বহন ত্রুত,  
 দার্ষ কর হুয়ে গ্রহত,  
 ধামারে বিফল লঙ্ঘন, কাপাও চিত্তে সত্যজ্ঞান ।  
 মাতে কতিতে মুখে শোকে,  
 অন্ধকারে দিবা আলোকে,  
 নির্ভয়ে বহি মিশ্রল মনে ভব সিধান ।

রাগিনী সিদ্ধি কারেঁয়া—ভাল ঝাঁপতাল ।

আমি কি বলে করিব শিবেবদন,  
 আমারি কলস প্রাণমন ।  
 চিত্তে আমি বরা করি,  
 মিছে লহ অপহরি,  
 কর তারে আপনারি ধন—  
 আমারি কলস প্রাণমন ।

শুধু ধূলি শুধু ছাই,  
 মূল্য যার কিছু নাই,  
 মূল্য তারে বহু পরিশ্রম—  
 স্মরণে তব পরশরতন !  
 তোমারি পৌরবে যবে,  
 আবার পৌরষ যবে,  
 সব তবে দিব বিসর্জন,—  
 আবার হরর গ্রাম যম ।

### রাগিনী বাহার—ভাল আড়াঠেকা ।

তাঁহার আনন্দধারা অগতে যেতেছে বয়ে,  
 এস তবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে !  
 সে আমন্দে উগরন, বিকশিত অঙ্গুলন,  
 সে আমন্দে ধার নদী আনন্দ বাহরা করে !  
 সে পুণ্য নিষর্গ শ্রোতে দিবে করিতেছে মান,  
 তাৎ সে অমৃতবারা পুরিরা হৃদয় গ্রাস !  
 কোথরা এসেছ তীরে, শূন্য কি ফাইবে ফিরে ?  
 দেখে কি নয়ন-বীরে ভুবিরে ভুবিত হ'য়ে !

চিরদিন এ আকাশ নবীন ঝিলিসাশয়,  
চিরদিন এ বরষা ঘোড়নে কুটিয়া রয় ;  
সে আনন্দ-রসপানে, চির জেন কাণে গোণে,  
ঘরে না লগ্নোহ-ভালে সন্ধ্যার সাধারে রয়ে ।

রাগিণী পরজ—তাল রূপকড়া ।

বতীর বদনী মানিল হৃদয়ে  
আর কোলাহল নাই ।  
রাহি রহি শুধু ছুঁবু লিছুর  
কসি শুমিষারে পাই !  
সকল বাসনা চিন্তে এল ফিরে,  
নিবিড় আঁধার অমাল বাহিরে,  
প্রাণীপ একটি নিরুত্তর  
অলিতেছে এক টাই ।  
অসীম অঙ্গনে মিলিল সাধুতী,  
বেলা হল সখাধার ;  
চপল চঞ্চল লহরীলীলা  
পারাবারে অবমান !



দীর্ঘ বয়ে হৃদয়বায়ে,  
 শান্তি শান্তি শান্তি বাজে,  
 অল্প কাল নিরখি অন্ধরে  
 সুদিক্‌দোচনে চাই ।

পুরবী — স্তাল একতারা ।

ঘাটে বলে আছি আশমনা,  
 যেতেছে বহিরা সুলভর;  
 সে হাতিনে শুরী জামাব না,  
 বাহা ভোহা পামে নাহি বর ।  
 দিন যার ৭ খো দিন বার,  
 দিনবদি বার অক্কে ;  
 নিশার তিমিরে হৃদয়িক বিরে,  
 আশির উঠিছে শত স্তর !  
 যবের ঠিকানা হন না গো,  
 বন করে ভবু বাই বাই ;  
 একতারা তুমি বেণী কাঁপো,  
 সে যিকের পথ চিনি নাই ।

এক দিম তরী বাহিনান,  
 যে অহর পথ বাহিয়া ;  
 শত বাব তরী ছুই ছুই করি,  
 সে পথে ভরসা নাহি পাই।  
 জীর লাগে ধের শত ভোয়ে  
 বাবা আছে মোর তরীখান ;  
 রসি খুলে কেবে কবে মোরে,  
 ভাসিতে পারিলে বাচে প্রাণ !  
 কবে অকুলের খোল হাওরা,  
 যিবে সব জালা কুড়ারে,  
 শুদা বাবে কবে ঘন ঘোর হবে  
 মহাশাপের কলখান !

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালি ।

ভাক বোয়ে আছি এ দিখীথে !  
 নিদ্রাকগম হবে বিধকগত,  
 হৃদয়ে আশিরে নীরবে ভাক যে,  
 তোনারি অদ্বৈত !

আল তব দীপ এ অন্ধর তিমিরে,  
বাব্বার ডাক মন অচেত চিতে ।

তৈন্নবী—ঠুংরি ।

তোমার পতাকা বারে দাঁও, তারে  
বহিবারে দাঁও শক্তি !  
তোমার সেবার মহান্ হুংখ  
সহিবারে দাঁও তক্তি !  
আমি তাই চাই করির। পরাণ,  
হুংখের সাথে হুংখের অংশ,  
তোমার হাডের বেদমার দান  
এড়ায়ে চাহি না যুক্তি ।  
হুং হুং মন বাধার তুংগ,  
সাথে যদি দাঁও তক্তি !  
বক্ত দিতে চাপ, কাজ দিগে, যদি  
তোমারে না দাঁও কুদিত্তে ;  
অন্তর যদি অড়াতে না দাঁও  
জান অজান গুলিতে ।

বাধিয়ে আমার বস্তু খুঁসি ফোরে,  
 মুক্ত রাখিবে তোমাপানে ধোরে,  
 হৃদয় রাখিবে পবিত্র করে

তোমার চরণ ধূসিতে ;  
 ফুলারে রাখিবে সংসার তলে,

তোমারে দিবে না ভুলিতে !  
 যে পথ ঘুরিতে যিহেতু, ঘুরিব,  
 হাই যেন তব চরণে ।

সব জ্ঞান যেন খহি লয় ধোরে  
 সকল আশিহরণে !

হৃৎকণ্ঠ পথ এ ভববন্ধন,  
 কত অ্যাগ শোক বিদহ রহন,  
 জীবনে যত্ন করিয়া বহন

প্রাণ পাই যেন মরণে ;  
 শঙ্কাবেলায় লভি গো ফুলার,  
 নিখিলশরণ-চরণে !

বেহাগ—কাণ্ডহালি ।

তোমার অঙ্গীয়ে প্রাণমন লয়ে  
 যত হুয়ে আমি ধাই —

কোথাও যুগে কোথাও বৃহৎ  
কোথা বিচ্ছেদ নাই !  
বৃহৎ সে যবে বৃহৎ হ'ল,  
যুগে হয় যে যুগের কূপ,  
ভোবা হতে যবে হইরে বিদ্রুপ  
আপনার পানে চাই ।  
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে,  
বাহ্য কিছু সব আছে আছে আছে,  
নাই নাই তব সে গুণ অসংখ্য,  
নিশি দিন কাঁদি তাই !  
অঙ্কুর-গানি সংসার-ভার,  
গলক ফেলিতে কোথা একাকার,  
জীবনের বাঁকে বরুণ জোয়ার  
রাখিবারে যদি পাই !

স্মরণীয় — ভাল একাদশী ।

ছুরারে দাও মোরে রাখিমা,  
নিভা কল্যাণ কাজে হে ।

কিরিব আশ্বান বাসিরা  
 ভোমারি রাজ্যের পাশে হে ।  
 বজ্রিয়া অস্ত্রধন লাগনে,  
 রব না পড়িরা আসনে,  
 হঠাৎই কর্জর জীবন,  
 বার্ষ দিবসের পাশে হে !  
 আমারে কহে বেন না বিরি  
 সত্তত বহুতর সংপরে ;  
 বিবিধ পথে বেম না কিরি  
 অহল সংগ্রহ আশরে ।  
 অনেক নুপতির শাসনে,  
 না রহি শক্তিত আসনে,  
 কিরিব নির্ভয় গৌরবে  
 ভোমারি ক্ষুদ্রের পাশে হে !

সংক্ষেপ—আড়া ।

হুখেরাতে হে মাথ, কে জাকিলে,  
 জাগি হেরিল তব ঐক-স্বপ্ন-ছবি ।

হেঁদিত্ত ঔবালোকে দিখ তব কোলে,  
 আগে তব মরনে, এতে জই রবি ।  
 তনিত্ত বনে উপবনে আমন্দ-পাখা,  
 আশা ছন্দে বহি নিত্য গাহে কবি ।

সাহানা—নবতাল ।

দ্বিবিড় খন ঈগারে  
 অগিছে অবতারা ।  
 মম রে যোর পাখারে  
 হোসনে দিশে হারা ।  
 বিবানে হরে প্রিয়মাণ,  
 বন্ধ মা করিয়ে গাম,  
 লফল করি তোল এপে,  
 টুটরা যোহকাবা ।  
 রাখিরো বল কীবনে,  
 রাখিরো চির আশা,  
 শোভম এই কুবনে  
 রাখিরো ভালবাসা ।

সন্ধ্যারের সূৰ্যে হুখে,  
চলিয়া খেলো ঘাসি হুখে,  
ভরিয়া সন্ধ্যা রেখো বুকে  
ঐহানি সুখাধারা ।

ললিত—সুরফাঁড়া ।

পাহ্ এখন কেন অলসিত অহ !  
হের পুষ্পবনে ধাপে বিহল ।  
গগন স্বপ্নম নন্দন আলোক উজ্জ্বলে,  
লোক লোকে উঠে প্রাণ তরল !  
রুদ্ধ রুদ্ধকক্ষে তিমিরে,  
ফের আশ্রয়স্থানে শয়ান ;  
জাগ জাগ চল মরল পথে,  
মাজীদলে মিলি লহ নিখের বক ।

রাসিনী আড়ানা—তাল একতাল ।

হৃদয়ে যব কে আসিল রে !  
সকল গগন অরুণজন,  
দিশি দিশি গেল মিশি অমানিশি হুগে হুগে ।





যোরা। সুখিব সত্য, সুখিব সত্য,  
সুখিব সত্য ধন !  
কর কর সত্যের কর !

যদি হুগে হহিতে হয়,  
তবু নিখ্যা চিন্তা নয় !  
যদি বৈরা বহিতে হয়,  
তবু নিখ্যা কর নয় !  
যদি হুগে হহিতে হয়,  
তবু নিখ্যা বাক্য নয় !

কর কর সত্যের কর !

যোরা। স্বপ্নলোকে গ্রাম,  
আজি করিব সকলে নাম !

কর কর স্বপ্নলোক !

যোরা। লভিব পুণ্য, পোষিব পুণ্য,  
পাহিব পুণ্যগাম !

কর কর স্বপ্নলোক !

যদি হুগে হহিতে হয়,  
তবু অশুভ চিন্তা নয় !  
যদি বৈরা বহিতে হয়,  
তবু অশুভ কর নয় !

যদি দণ্ড বহিতে হয়,  
 তবু অকৃত ব্যাক্য নয়,  
 জয় কর শতলক্ষ্য !

সেই অস্তর ব্রহ্মনাথ,  
 আঁজি যোগে লইলাশ—  
 বিনি সকল ভয়ের ভয় !

যোরা করিব না শোক, বা কথায় বোঝে,  
 চলিব ব্রহ্মধাম !  
 জয় জয় ব্রহ্মের জয় !

যদি দুঃখে বহিতে হয়,  
 তবু নাহি ভয় নাহি ভয় !  
 যদি বৈজ্ঞ বহিতে হয়,  
 তবু নাহি ভয় নাহি ভয় !  
 যদি প্রভু নিকট হয়,  
 তবু নাহি ভয় নাহি ভয় !  
 জয় জয় ব্রহ্মের জয় !

যোরা আদ্যমদ্যে মন,  
 আঁজি করিব বিশর্জয় !  
 জয় জয় আমন্দময় !

সকল দুঃখে সকল বিপে  
আনন্দ-নিঃতপস !  
জয় জয় আনন্দময় !

আনন্দ চিত্ত-দায়ে,  
আনন্দ সর্গদায়ে,  
আনন্দ সর্গকালে  
দুঃখে বিপদকালে,  
আনন্দ সর্গগোকে,  
মুক্ত বিমুক্ত শোকে !  
জয় জয় আনন্দময় !

রামকৈলী—তাল তেওরা ।

যোরে, জাতি লকে যাও যুক্তবানে—  
তোবার বিশ্বের সত্যতে,  
যদি এ বলল প্রত্যয়ে !  
উন্নয়গিরি হতে উড়ে কহ যোরে—  
“ভিন্নিত নয় হন নীতিসাপেক্ষে.

স্বার্থ হতে আগ, দৈন্ত হতে আগ,  
 সব ক্ষুধা হতে আগ আগ রে,  
 সত্যের উন্নত শোভাতে ।”  
 বর্জিত কর সব পথের দাঁকে,  
 বরণ কর যোরে ভৌম্যস্ত কাজে !  
 নিবিড় আবরণ কর বিবেচন,  
 মুক্ত কর সব পুরু শোচন,  
 ধোত কর মন্থ মুক্ত লোচন,  
 তোমার উজ্জ্বল জন্মোচন,  
 নবীন নির্মল বিভাতে ।

রাগিনী শিখু তৈরবী—ভাল কাঁপতাল ।

যদি এ আবার কখন ছুগার,  
 বন্ধ রয়ে গৌ কছু ;  
 দ্বার ভেঙে কুহি এসো মোর গ্রামে,  
 কিসিয়া বেয়ে না, প্রভু !  
 যদি কোনো দিন এ বীণার তারে,  
 তব প্রিয় মান নাহি বঝাইরে,

ছয় করে তবু রুহিরো দাঁড়াবে,  
 কিরিয়ান যেহে না, ঐহু !  
 যদি কোন দিন তোমার আস্থানে,  
 শ্রুতি আমার চেতনা না বানে,  
 বজ্রবেশনে জাগায়ে আবারে,  
 কিরিয়ান যেহে না, ঐহু !  
 যদি কোন দিন তোমার আসনে,  
 আর কাহারেও বলাই ঘটনে,  
 চির দিবনের হে রাজা আদার,  
 কিরিয়ান যেহে না, ঐহু !

### রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালী ।

বল হাও মোহে বল হাও,  
 এঁাথে দাও মোর শক্তি ;  
 সতল ক্ষয় লুটাবে,  
 তোনারে করিতে ঐশ্বরি !  
 সরল সূত্রে ভসিবে,  
 সব অগকার কমিবে,

সকল পক্ষ হইতে,  
 ধর্ম করিতে কুশতি !  
 হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে,  
 লীলসে তোমারে পুজিতে,  
 তোমার মাঝারে খুঁজিতে,  
 চিত্তের চিরবলতি !  
 তব কাছ শিরে বহিতে,  
 সংসার-তাপ সহিতে,  
 তব-কোলাহলে রহিতে,  
 লীলবে করিতে ভক্ততি !  
 তোমার বিশ্বছায়াতে,  
 তব প্রেমরূপ লভিতে,  
 গ্রহ তারা শশী হইতে,  
 হেরিতে তোমার আরাতি !  
 বচন মনের অন্তীতে,  
 ভূষিতে তোমার সৌন্দর্য্যে,  
 সুখে হুবে লাভে কতিতে,  
 জনিতে তোমার জারতী !

ରାଗିଣୀ ବାହାର—ତାଳ ହ୍ରସ୍ବୀତଳ ।

ବାଜାଓ ତୁମି କବି ତୋହାର ମନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ,  
ମନ୍ଦିତର ତାନେ ଶ୍ରୀମେଶ ବନ !  
ଜୟ ଶ୍ରୀଧନ କରିବେ ଅନନ୍ତ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଦବ ପାରେ !  
ବିଚାରିବି ସବୁ ଶୁଣି ଚିନ୍ତା ଆତୁଣ୍ଡ ବାସନା,  
ବିଚାରିବି ବିସ୍ତ୍ରାନ୍ତ କଳ୍ପ ବିପୁଳ ବିଷୟାଳେ,  
ଅଧୁନ ଅନନ୍ତ ବାରେ ।

ରାଗିଣୀ ବିଂକିଟ—ତାଳ ଚୂଞ୍ଚି ।

ନାହିଁ ହୃଦେ ନୟ ଚିତ୍ତ ମିଶ୍ରାକୂଳ,  
ନାହିଁ ହୃଦେ ଶ୍ରେୟ ନୀଳ !  
ହେଉ ଚିନ୍ତାରେ ମନେ ଅନନ୍ତ,  
ନର୍କ ଚରାଚର ନୀଳ ।  
ପୁଣ୍ୟେ ବିଧି-କଳ୍ପ-ନିଷିଦ୍ଧ,  
ନୃକ୍ତତଳେ ଉପରେ ଶ୍ରେୟ ମନ୍ଦିତ,  
ହେଉ ବିଷ ଚିତ୍ତ-ଶ୍ରୀମ-ତରଳିତ,  
ନିଷିଦ୍ଧ ମିତ୍ର ନବୀନ ।



নাহি বিনাশ বিকার বিশেষম,  
নাহি হুখে পুথ ভাগ ;  
নির্মল নিকল নিরুপ অঙ্গর,  
নাহি জটিলত্ব পাণ ।  
চির মানস, বিলাস চিত্তরম,  
প্রের নিরন্তর, জ্যোতি নিরঞ্জন,  
শান্তি দিগন্তর, কান্তি সুনন্দন,  
সাতন অহুবিহীন ।

তিলক কামোদ—হাল অর্য্যক্ল ।

শান্তি কর বসিষণ নৌগ্ন ধারে,  
নাথ চিত্ত মাঝে !  
হুখে হুখে সব কাজে,  
নির্ভনে জনলসাজে ।  
উদিত রাখ নাথ, হোয়ার প্রেমচক্রে,  
অনিয়ম সম লোচনে,  
গভীর তিমির মাঝে ।

### কাফি—জ্বরকীর্ণ

মৃত হাতে কিরি হে নাথ পথে পথে,  
 কিরি হে ফারে ফারে,—  
 চির তিথায়ি হুদি যব নিশিদিন চাহে কায়ে !  
 চিহ্ন না শাস্তি জানে, ভূকা না ভূগি যানে,  
 বাহ্য পাই তাই হারাই, ভাসি অলম্বারে ।  
 সকল হাতি চলি গেল, বহি গেল সব বেলা,  
 আসে তিমির নামিনী ভাঙিছা গেল বেলা ।  
 কত পথ আছে বাকি, ঘাব চলি ভিচ্ছা রাখি,  
 কোথা আছে গৃহপ্রদীপ কোন্ সিঁছপারে !

### রাগিণী হল্লায়—তাল কাওয়ালি ।

সকল কর হে ঐক্য আছি সজা !  
 এ রজনী বোঝি স্বহোৎসবা ।  
 বাহির অন্তর জ্বলনচড়াচর,  
 হতলডোরে বাঁধি এক কর,  
 তত ভবন কর ঘোষে সরসজর,  
 মৃত মরনে আন পূণ্যপ্রভা !

অন্তরবার্ত্ত তব কল্প হে অব্যাহত,  
 অমৃত উৎস তব কল্প উৎসারিত,  
 পদনে পদনে কর প্রসারিত,  
 অতি বিচিত্র তব মিত্যশোভা !  
 সব স্ফুট তব আন এ পরিবশে,  
 বিবুধ চিত্ত যত কর নত তব পদে,  
 রাক অধীশ্বর তব চিত্র সম্পাদে,  
 সব সন্মম কর হস্ত গঠনা !

স্তৈরবী — একতালি ।

সংসার হবে মম কেড়ে লয়,  
 জাগে না যখন প্রাণ ;  
 তখনো, হে মাধ, প্রণয়ি তোমায়,  
 গাহি বসে তব গান ।  
 অন্তরবাহী, ক্ষম দে আমার  
 শূন্য মনের দুঃখ উপহার,  
 পূর্ণাবিহীন পূর্ণা-আয়োজন,  
 অন্ধবিহীন তান ।

ভাকি তব নাম গুণ কর্তে,  
 আশা করি প্রাপণে ;  
 নির্বিড় ঘোষের স্তব যববা  
 যদি দেবে আশে ধমে ।  
 সহস্রা একম। আপনা হইতে,  
 গরি হিবে তুমি তোহার অনুভে,  
 এটি ভবসার করি পদতলে,  
 লুপ্ত রূপের ধান ।

ইম্মন কর্যাণ — কর্ণপিতাল ।

সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে,  
 যেই ঘরে সব সখা চমক তুলিলা ।  
 পুরুষ করিয়া নির্দিষ্টন নিজ করে,  
 রাখিলে তাহার একটি চরার তুলিলা  
 মোর সব কাঁদে, মোর সব অশ্রুধারে,  
 সে চরার রবে প্রোবাতি প্রবেশ করে,  
 সেখা হইল যাহা করিবে রূপের পথে,  
 সেখা চাইতে সব পদগুলি তুলিলা ।

বসে আঁধার ভেঁটে ভেঁটে বার বাঁশী,  
 এক আঁধারে রহে যেন চিত্ত লাগিয়া ;  
 যে অনল তাপ বধনি সহিব আমি,  
 এক নাথ বুকে বার বার দেয় লাগিয়া ।  
 যবে ছুঁইলেন শোণে তাপ জ্বলে প্রাণে,  
 জোরাতি আদেশ বহিয়া যেন সে জানে,  
 পক্ষ্ম বসন্ত বসন্তই আঁধার হানে,  
 সকল আঁধারে তব সুর উঠে জাগিয়া ।

ব্রাহ্মকলি—একতালি ।

প্রথম বর্গে ভাঙিলে রজনী প্রান্তরে,  
 পূর্ণ চতুর্বিধি। গগন কিরণে ।  
 প্রাণে মোহে তব কালে,  
 নবীন কর এ আঁধারে হে ।  
 পুণি যের বুদ্ধি  
 জাক জোরাতি তখনে হে ।

জায়ানট—রাঁপতাল ।

সম জুই লাগে লগে হে,  
 বলে আছি সেই আঁধারে !

নীলাকাশে ভই তারা তালে,  
 নীলব সিন্ধুধে নদী হালে,  
 হুঁসমানে বারি আসে তরে'  
 বলে আছি আমি আশা পরে ।  
 কুলে কুলে তব স্নিহলে,  
 তরুলতা তব কুলে ফলে,  
 মরলারীপের প্রেমজোরে—  
 নানা দিকে দিকে, নানা কালে,  
 নানা সূরে সূরে, নানা ভালে,  
 নানা মতে কুহি লবে যোরে—  
 বলে আছি সেই আশা পরে ॥

কাফি—ভেঙরা ।

যে কেহ মোরে দিবেছ সুখ,  
 দিবেছ তাঁরি পরিচয়,  
 সবারে আমি দহি !  
 যে কেহ মোরে দিবেছ দুখ  
 দিবেছ তাঁরি পরিচয়,  
 সবারে আমি দহি !

যে কেহ ঘোরে বেগেই তালো,  
 বেশেই ধরে তাঁহারি আলো,  
 জাহাজি বাখে সবাই আছি,  
 পেয়েছি আমি পরিচয়,  
 সবারে আমি মনি ।

যা কিছু কাছে এসেছে, আছে,  
 এনেছে তাঁরে প্রাণে,  
 সবারে আমি মনি ।

যা কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে,  
 টেনেছে তাঁরি পানে,  
 সবারে আমি মনি ।

জানি যা আমি মাই বা জানি,  
 মানি যা আমি বাহি বা মানি,  
 নহন মেলি নিখিলে আমি  
 পেয়েছি তাঁরি পরিচয়,  
 সবারে আমি মনি ।

দেশ মল্লার—ভৈরৱী ।

গরব যম বরেই প্রভু, বিরহে বহু লাগে !  
 ফেরেন মুখ সবুখে কষ, জুলিব আমি আজ !

তোমাদের আমি পেয়েছি বলি,

মনে মনে যে অন্তরে ছলি,

ধরা পড়িছে মনোরেতে,

করিতে তব কাজ—

কেমনে বুঝ সমুখে তব,

জুলিব আমি আজ !

কানিনে নাথ, আয়ার ঘরে,

ঠাই কোথা যে তোমারি ভরে,

নিকরে তল চরণ পরে,

সঁপিনি দাখি বাক !

তোমাদের চেয়ে দিবস যায়ী,

আমারি পানে তাড়াই আমি,

তোমাতে কোণে দেখিনে স্বামী,

তব অহিম্য নাক,—

কেমনে ঘুৰ সমুখে তব,

জুলিব আমি আজ !

ভূপ নারায়ণ—একতালা ।

সবার বাসারে তোমারে স্বীকার করিব হে ।

সবার স্বাক্ষরে তোমাদের সঙ্গরে বসিব হে ।



তুমি আপনায় বলে নহ,  
 আপন ঘরের কোণে নহ,  
 তুমি আপনায় রচনার স্বার্থে নহে ;  
 তোমার বহিষ। যেথা উজ্জ্বল রহে,  
 সেই সবাতাকে তোমাতে স্বীকার করিব হে ।  
 ছালোক জ্বলোক তোমাতে জ্বলিতে বসিব হে ।

সকলি তেয়ারিগ তোমাতে স্বীকার করিব হে ।  
 সকলি প্রেরণ করিব। তোমাতে বসিব হে ।  
 কেবলি তোমার জবে নহ,  
 তুমি লক্ষ্যে রহে নহ,  
 তুমি নিজনে থানেন্ত আপনে নহে ,  
 জব সংসার যেথা লাক্ষিত রহে,  
 কয়ে লেগয়ে তোমার স্বীকার করিব হে ।  
 প্রিবে অপ্রিবে তোমাতে জ্বলিতে বসিব হে ।

কানি ন্য বনিয়। তোমাতে স্বীকার করিব হে,  
 কানি বলে নাথ, তোমাতে জ্বলিতে বসিব হে-

ওধু জীবনের পথে নয়,  
 ওধু ঐক্যের পথে নয়,  
 ওধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে -  
 চর শোক যেকা জীবন করিয়া রহে ;  
 মত হস্তে সেথা তোমারে স্বীকার করিব হে !  
 নরনের কলে তোমারে স্বধরে বসিব হে !

বেহাগ—তেওরা ।

দাঁড়াও আমার জীবিত আগে !  
 তোমার দুটি ঋণের লানে !  
 সবুজ আকাশে চরাচর লোকে,  
 এত অপরূপ আকৃষ্ট আলোকে,  
 দাঁড়াও হে !  
 আমার পরাণ পলকে পলকে,  
 ভাঙে চোঙে কব মরণ যাগে ।

এই যে ধরনী চেয়ে বসে আছে,  
 ইহাও নাথুই দাঁড়াও হে !  
 ধলার দিছানো প্রাণ অকলে,  
 দাঁড়াও হে নাথ, দাঁড়াও হে !

বাহ্য কিছু আছে সকলি ব্যাপিরা,  
 কুবল হ্যাপিরা কীবল ব্যাপিরা,  
 দাঁড়াও হে ।  
 দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ দিরা,  
 তোমারি লাপিরা একেলা মাগে !

রাগিণী ভীষ্মপলকী—তাল আড়াঠেকা ।

দিস হুরাশ হে সঙ্গারী !  
 ডাক তাঁরে ডাক বিনি শ্রান্তিহারী !  
 ফোল সব তব-ভাবনা,  
 হৃদয়ে লও হে শ্রান্তিহারী !

রূপ—কাণ্ড্যালি ।

আজি বত তারো তব আবাশে,  
 লবে মোর গ্রোপ তরি একাশে ।  
 নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া,  
 মোর বাথে আজি পড়েছে টুটিয়া যে,  
 তব নিঃশ্বাসের বকরী বত  
 আবান্নি আছে বিকাশে ।

দিকে দিগন্তে বসত আনন্দ,  
 লভিলেছে এক স্বর্গীয় স্বপ্ন যে,  
 আশার চিন্তে মিলি একত্রে,  
 ভোমার স্বপ্নেরে উছ্যালে !  
 আজি কোমোখমে কারেও না আমি,  
 ভুলিতে না পাই আজি কারো বাণী যে,  
 অখিল বিশ্বাস আজি এ স্বপ্নে,  
 ধানরীর সুরে বিলাসে !

### তুপালী—কাওয়ালি ।

ছুঁনি যে আশারে চাপ,  
 আমি সে আমি !  
 কেন যে মোবে কামাও,  
 আমি সে আমি !  
 এ আশাকে এ আঁখিতে,  
 কেন তুনি আপনারে,  
 ছায়াখানি দিমে ছাও,  
 আমি সে আমি ।

সায়্যাহিন নামা কালে,  
 কেন ছুঁমি নানা সাজে,  
 কত পুয়ে ডাক মাও  
 আমি সে জানি ।

সায়্যাহিনে দেয়া-দেয়া,  
 দিনান্তের শেষ দেয়া,  
 কোন্-কিছু-পানে বাও,  
 আমি সে জানি ।

পিলু ।

কি পুর বাজে আমার গ্রামে,  
 জানিই জানি, মনেই জানে !  
 কিসের লাগি মমাই জাগি,  
 তাহার কাছে কি বন মানি,  
 তাকাই কেন পথের পানে,  
 জানিই জানি, মনেই জানে ।

বায়ের পাশে একান্ত আসে,  
 দক্ষ্য নামে বলের বাসে ;

সকাল-দাঁকে বসেই বাজে,  
বিকল করে সকল কাজে,  
বাক্যের কে কে কিসের ভানে,  
জানিই জানি, মনেই জামে ?

### রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওরা ।

আমার বাধা নষ্ট করে যাও হে তোমার  
চরণ ফুলে তলে ।  
সকল অহম্মার হে আমার  
ভূবাঙ চোখের জলে ।  
নিজেই করিতে পৌরষ বান,  
নিজেই কেবলি করি অপমান,  
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া  
ঘুরে যদি গলে গলে ।  
আমারে না ঘেন করি প্রচার  
আমারে আপন কাজে ;  
তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ  
আমার কীবল সারে ।

যাতি হে তোমার চরম খাতি,  
পরাণে তোমার পদম কাতি,  
আমারে আকুল কসিরা হাঁকাও  
জলর পরাশলে ।

ইয়ন কুপালী—একভাঙ্গা ।

ভুবনেশ্বর হে—

মোচন কর বন্দন সব

মোচন কর হে ।

প্রভু, মোচন কর জল,

সব বৈরা করহ লয়,

মিস্তা চকিত চকল চিত্ত

কর দিশোণয় ।

তিমির রাত্রি অন্ধ ঘাটী

শব্দে জন দীপ্ত দীপ কুলিরা ধর হে ।

ভুবনেশ্বর হে—

মোচন কর অড় বিবাদ

মোচন কর হে !

প্রভু,      তব প্রেমের সুখ  
 সব      হৃদয় ফুলক ফুল,  
             পুনিপত্তির দুর্জন চিত  
             ফরহ জাখরক ।  
 তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী  
 সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া বর হে ।  
             জ্বলমেঘের হে—  
             মোচন কর আর্থপাল  
             মোচন কর হে !  
 প্রভু,      বিদগ্ধ বিকল প্রাণ,  
 কর      প্রেম সলিল দান ;  
             ক্ষতি শিড়িত শঙ্কিত চিত  
             কর সম্প্রদান ।  
 তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী  
 সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া বর হে ।

রাগিণী বাসেন্দ্রী বাহার—তাল কাঁপতাল ।

নিবিড় অন্ধকারের বসন্ত এসে আসে,  
 জগৎ-জল-জলধর, চাহিতে থাকে !



হৃদয় দল বরষি বত কুণ্ডিত হৃৎ-পাণ্ডে,  
 কুঙ্ক-কামল-গবন পরশ তব আসে ।  
 মুগ্ধ কোকিল মুখের রাগি বিন বাপে,  
 বন্দিত পল্লবিত লকল বন কাপে ।  
 বলদিশি লুপ্তা লুপ্ত মধুর হেরি,  
 হৃৎ হল হৃৎ নব নৈল-অবসানে !

### ইমণ কল্যাণ—চৌতাল ।

ভাকি ভোমারে কাকরে,      বরা কর হীনে,  
 রাণ বে রাণ হে অকর চরণে !  
 ধন জন তুচ্ছ পকলি,      লভনি মোহনারা,  
 কৃপা কৃপা আনিছে, এণ চাহে যে তোনা পায়ে ।

### রাগিণী বাহার—তাল চৌতাল ।

নব নব পলব রাগি  
 নব বন উপবনে উঠে বিকাশিলা,  
 হাষিণ পবনে লবীত উঠে বাজি ॥  
 মধুর অঙ্গকে আকুল কুল,  
 হারা করিছে মম জীবন,

এস এস নাথন-থন,  
যদি মন কর পূর্ণ আভি ।

নট মল্লার—একতারা ।

ঘোরে ঘোরে ঘোরে কিনায়ে ।

পূজাফুল না ফুটিল,

চুমুনিলা না ছুটিল,

না ছুটিল আবরণ !

জীবন ভরি নাথুরী,

কি শুভ সঙ্গনে আসিবে !

নাথ, শুধে নাথ,

কবে লবে তব্ব মন ধন !

রাগিনী নারেকী কানাকড়া—ভাল একতারা ।

জীবনে আমার বড় আনন্দ

শ্রেয়েছি বিদ্যে রাত,

সবার মাঝারে আজিকে তোমারে

দ্রবির জীবন-নাথ !

যে দিন তোমার সঙ্গৎ দিগ্বি,

হকমে পরাণ উঠেছে পুনকি,

সে দিন আবার নয়নে হেরেছে  
 তোরবারি মরম পাক !  
 বায়ে বায়ে তুমি আশনার ছাতে  
 স্বানে সৌরভে গানে,  
 বাহির হইতে পরদা করেছ  
 অন্তর ধাক্কাধানে ।  
 পিতা মাতা ভ্রাতা সহ পরিবার,  
 সিন্ধু আশাস, পুত্র আবার,  
 সকলের সাথে প্রবেশি ঘরঘরে  
 তুমি আছ মোর সাথে !

ইমন্—চৌতাল ।

শক্তিরূপ হেরে তাঁর,  
 জামিনিত, অকজিত,  
 কুলে'রিক, কুবলে'রিক,  
 বিরহাধে, চিত্ত মাধে,  
 যিনে থাকে ।

জাগি রে জাগি জাগি,  
 উৎসাহে উজাগে,  
 পরায়ণ বীথি রে বরণ-হরণ  
 পরম-শক্তি সাথে ॥  
 প্রাণি অংশ বিবাদ,  
 বিলাস বিদ্য বিবাদ,  
 হুং কর রে !  
 চল রে,—চল রে বলচাপে,  
 চল রে অরুণে, চল রে আলোকে,  
 চল বলে !  
 দুঃখ শোক পরিহারি  
 যিগ রে নিবিলে নিখিলসাথে ॥

বাগেশ্বরী—তেওরা ।

নিশীথকালে গেবে রাখি মনে  
 গুণে গুণবাহী !  
 প্রভাতে প্রথম ময়ল বেশিরা  
 ছোঁয়াই ছেঁরিব আঁখি,  
 ওগো অক্ষয়বাহী !

কাগিরা বসিয়ে তত্ত্ব আলোকে,  
 জোয়ার চরণে মন্দিরা পুলকে,  
 মনে ভেবে রাখি দিমের কর্ণ  
 জোয়ারে ন'শিব স্বামী,  
 ওগো অন্তরধামী !  
 দিমের কর্ণ সাধিতে সাধিতে  
 ভেবে রাখি সঙ্গে মনে,  
 কর্ণ আছে সজ্জাখেলার  
 বলিব জোয়ারি সঙ্গে ।  
 দিন অবসানে ভাষি সঙ্গে ঘরে,  
 জোয়ার মিল্লিখ-বিরাম সাধয়ে,  
 জাগ্র প্রাণের জাবনা বেঘনা  
 লীলবে বাইবে মামি,  
 ওগো অন্তরধামী !

অঙ্কানা — একতারা ।

সকল গর্ক দুম কল্পি দিব  
 জোয়ার গর্ক ডাড়ি ব মা :

সবসে ডাকিয়া কহিব, যেদিন  
 গাব তব পদ-রেণুফল ।  
 তব আশ্রয় আশ্রয়ে যখন,  
 সে কথা কেমনে করিব গোপন ?  
 সকল বাক্যে সকল কর্ণে  
 একাধারে তব সান্নিধ্য ।  
 যত মান আমি পেরেছি যে কাজে,  
 সেদিন সকলি দাবে মূর্খে ;  
 শুধু তব ধাম গেছে মনে মনে  
 বাজিয়া উঠবে এক স্থানে ।  
 পথের পশ্চিম সেপা ঘেঁষে যাবে,  
 ভোমরে বাঁধিয়া মোর মুখতাবে,  
 ভবসংসার বাতাসমতলে  
 বলে রব যবে আনয়না !

### পূর্ববী—ধামার ।

বীণা বাজাও হে মম অন্তরে ।  
 সজলে বিজলে, বস্তু হুখে গুহে বিপদে,  
 আনন্দিত তান জনাও হে মম অন্তরে ।

### ইমন কল্যাণ—আড়া চৌতাল ।

সময়ের কোন ভর নাহি দাছি,  
ওরে ভর-চকল-প্রাণ, জীবনে ভরশে হবে  
যহেছি তাঁহাছি দায়ে ।  
অন্তর-সম্ম বাজে নিম্নিল অধরে স্তম্ভধীর,  
দিশি দিশি দিবানিশি স্তম্ভে শোকে  
লোক-লোকান্তরে ॥

### বাহার—বাহার ।

মন অলসে বাহী আনন্দে হাসে,  
স্বপ্নে ভাসে আনন্দ-রাতে !  
খুলে দাঁত দুয়ার সব,  
সবারে ডাক ডাক,  
নাহি রেখে কোথাও কোনো বাধা,  
আহো আজি নদীতে মন প্রাণ দাতে !

### ইমন কল্যাণ—তাল বাল্লক :

বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ মহে মের প্রার্থনা,  
বিপদে আমি না যেন করি ভয় ।

হুখে কালে ব্যর্থিত দিতে নাই বা দিলে সাধনা,  
 হুখে কেন করিতে পারি হয় !  
 বন্ধার সোণ মা ঘরি ছুটে,  
 মিথের হল মা কেন ছুটে,  
 সোনারেতে ঘটিলে কতি, লভিলে গুরু বন্ধনা,  
 নিম্নের মনে না কেন মানি কর ॥  
 আসারে কুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে যোর প্রার্থনা,  
 ভরিতে পারি শক্তি যেন হয় ।  
 আমার ভায় লাগব করি, নাই বা দিলে সাধনা,  
 বহিতে পারি এমনি যেন হয় !  
 অশ্রুধারে হুখের দিনে,  
 ভোমারি যুব লইব চিলে,  
 হুখের বয়ে মিথিল হয় যেমি কমে বন্ধনা,  
 ভোমারে কেন না করি সংসার ।

### সিদ্ধ কাফি—সাঁপতাল ।

চরণ-ধনি গুনি গুণ মাধ, আশ্রয়-কীরে,  
 কত নীরব নিরঞ্জন, কত যধু-সবীরে ।



সগনে ক্রম-ভাষাচর, অস্মিমেবে চাহি রহ,  
 ভাবনা-শ্রোত স্বরয়ে যব ধীরে এতান্তে ধীরে ;  
 চাহিয়া রহে আশি মম, তৃণাত্মক পাণীসর,  
 লবণ রয়েছে মেলি চিত্ত-স্বকীরে ;  
 কোন্ কত প্রান্তে, গাড়ায়ে কৃষি-মারের,  
 কুলিৎ ■■■ হুৎ হুৎ ভূবিয়া আনন্দ-নীরে !

### ভীমপল্লী—তেওয়ার ।

বিপুল তরল রে, বিপুল তরল রে !  
 সব গগন উষ্মিয়া, মগন করি অতীত অনাগত,  
 আলোকে উজ্জল, জীবনে চঞ্চল  
 এ কি আনন্দ তরল !  
 তাই, ছলিছে দিনকর চক্রে তারা,  
 চরকি কলিছে চেতনা-ধারা,  
 আত্মল চঞ্চল নাচে সংসার,  
 কুরুরে ক্রম-বিহীন !

### আড়ানা—চিহ্নাত্তালা ।

আজি ■ মীরবে মারিছে ধীরে,  
 বস সন্ধ্যায় নীরবে নিবিড় গছীরে ।  
 আগ আঁজি আগ, আগ বে তাঁরে লয়ে  
 প্রেম-ধন হৃদয়-মন্দিরে !

### মিঞা সাহানা—একতালি ।

বারা কাছে আছে তোর কাছে থাক্,  
 তোর ও পায়ে মা জানিতে ;  
 তাহাদের চেরে ফুঁদি কাছে আছে  
 আমার হৃদয়খানিতে !  
 বারা কথা বলে তাহারা বলুক,  
 আমি কহিব না তাৎপৰ্য্য বিহীন,  
 তাহা নাহি জানে, তর। আছে এই  
 জন্ম অকথিত বাণীতে !  
 মীরবে নিয়ত রয়েছে আমার  
 মীরব হৃদয়খানিতে !

তোমার লাগিয়া কাছেও যে এতু,  
 পথ ছেড়ে দিতে যদিও না কতু,  
 যত প্রেম আছে সব প্রেম ধোঁয়ে  
 তোমা পানে যবে টানিতে—  
 সকলের প্রেম যবে তব প্রেম  
 আমার কুরখানিতে !  
 পথার সহিতে তোমার বাঁধন,  
 হেরি যেম সদা, এ মোর সাধন,  
 সবার সঙ্গ পাবে যেন মনে  
 তব আরাধনা আমিতে ;  
 সবার মিলনে তোমার মিলন  
 লাগিবে কুরখানিতে !

রাগিনী বাহাচুরী টোড়ি—তাল ত্রিমা ভেতাল।

বিষম আনন্দে আগ রে ।  
 মগ্ন হও সুখসংগে ।  
 ক্ষম উদরচলে দেখ রে চাহি,  
 প্রথম পরম জ্যোতি-রাগ রে !

### বেহাগ—লবু একডালা ।

অবল কবল সহজে ছেনের কোলে আনন্দে রাহে ছুটিয়া,  
 দির না সে করু, আলর কোথার যনে' সুদার ধুলার লুটিয়া !  
 তেননি সহজে আনন্দে হরষিত,  
 তোমার মাঝারে রব নিরন্তর চিত্ত,  
 পুখা শক্তর আপনি সে বিকশিত, সব সংসার ছুটিয়া !  
 কোথা আছে তুমি, পথ না বুঝিব কভু,  
 গুণাব না কোনো পথিকে ;  
 তোমারি মাঝারে জীবিত করিব প্রভু,  
 বন্ধন করিব যে দিকে ।  
 চলিব যখন তোমার আকাশ গেছে,  
 তোমার অনন্ত-প্রবাহ লাগিবে দেখে,  
 তোমার পবন সখার মতন মেহে, বকে আসিবে ছুটিয়া !

### কুপালী—স্বরক্ষাক্তান ।

প্রচণ্ড সর্বসে আসিল এ কি ছর্দিন !  
 দারুণ বনঘটা, অবিরল অশনি-তর্জনি !

ঘন ঘন বামিনী, কুমক-খণ্ড বামিনী,  
 অবনত করিছে অঙ্গ নহনে অঙ্গ বরিষণ !  
 ছাড় ঘে লড়া, লাগ তাঁর অলস,  
 আনন্দে জাগাও অস্তরে নকতি,  
 অকুণ্ট আঁধি মেঘি হের, প্রকাশ বিরাজিত,  
 মহাভয় মহাসনে অশকল সুহৃৎসরসে ভরসরণ !

দয়দারি চৌড়ি—চিমাতেভাল ।

ভব বোলাহল ছাড়িয়ে বিরলে এসেছি হে !  
 জুড়াব হিরা জোয়ার দেখি,  
 জুঝাবলে মগন হব হে !

মিষ্ট ইমদ কল্যাণ—ভাল অশক ।

ছাশের বেণ এসেছে বলে' জোয়ারে সাহি ভরিব হে !  
 বেখাবে নাখা জোয়ারে লেখা মিথিড় করে ধরিব হে !  
 জাঁহারে মুগ ঢাকিলে স্বামী,  
 জোয়ারে শুঁ চিনিখ আঁদি,  
 মরণরূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি বরিব হে !  
 বেঘন করে দাঁক না দেখা, জোয়ারে নাহি করিব হে !  
 নয়লে আঁদি করিছে ভাল, অকল ভাল নহনে হে !

‘তুমি যে আছে বকে ধরে’  
 যেমনা তাহা জানাক্ ধরে,  
 চাব না কিছু, কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে !  
 মরলে আমি যদিহে জন, বরক্ যঃ নয়নে হে !

### মিঞা কান্দোন—একতারা ।

আমি বহু বাসনার আগশাণে চাই,  
 দক্ষিণ করে বাঁচলে ধোরে !  
 এ তুলা কঠোর সজ্জিত মোর জীবন ভরে’ ।  
 না চাহিতে ধোরে যা কবেছ দান,  
 আকাশ আলোক তহু মন আগ,  
 মিলে মিলে তুমি নিজেছ আশায়  
 সে মহা দানেনি যোগ্য করে !  
 অতি-ইচ্ছায় নষ্ট হতে বাঁচারে ধোরে !  
 আমি কখনো বা কুলি, কখনো বা চলি,  
 কোনাম পথের লক্ষ্য ধরে—  
 ‘তুমি নির্ভর লক্ষ্য হতে বাও যে গরে’ ।  
 এ যে তব দয়া আমি জানি হায়,  
 দিতে চাও ফলে’ কিনাও আমার,

পূর্ণ করিয়া তবে এ বীবন  
তব মিলনের যোগ্য করে' !  
আখা ইচ্ছার সমস্ত হতে বঁচিয়ে দোরে !

### ভৈরবী—তেওরা ।

আজ যুকের বসন্ত ছিঁড়ে কোলে লাড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,  
আকাশেতে সোনার আলোর ছড়িয়ে গেল জাহার বাঁধি !  
জ্বরে মন, খুশে যে মন, বা' আছে ভোর খুলে দে,  
অন্ধরে বা তুকে আছে আলোক পানে তুলে দে ।  
আমাদের সব বাধা টুটে, সবায় সাথে ওঠে হুটে,  
চোখের পরে আলস ভরে রাখিন্ দে আর বঁধন টানি !

### আশোরারী—একতাল্যা ।

আনি কেমন করিয়া আনার আবার ছুড়ালো জ্বর ছুড়ালো—  
আবার ছুড়ালো জ্বর প্রভাতে ।  
আনি কেমন করিয়া আনার আবার পমাণ কি মিথি ছুড়ালো—  
ভূনিরা মিনিকু গভীর শোভাতে ।

আমি স্নিগ্ধি সবার মাঝারে—সেখান সেবেছি আলোক-আলসে—

—সেবেছি আমার কলম-বাঁধারে !

আমি দুয়েকটি কথা করেছি তা' মনে, সে নীরব সজা-বাঁধারে,—

বেবেছি চির-অনন্দের হাঝারে !

এই বাঁধান আমারে কবয়ে লয়েছে, আলোক আমার তলুকে—

কেমনে ছিল গেছে যৌর তলুকে—

তাই এ পপনন্দন! এতান্ত পশিল আমার অধুতে অধুতে !

আমি স্নিগ্ধন-কোড়া স্বাধীন বকে, বেহু অন যৌর সুদালো—

যেন রে সিংগেই আমি সুদালো !

আমি বেধাসে ■ হেরি, সঙ্কলন মাঝে সুদালো লীঘন সুদালো—

আমার আদি ও অন্ত সুদালো !

### ভৈরবী—একতাল।

অন্তর নর বিকশিত কর অন্তরতর হে !

নির্ভল কর, উজ্জল কর, সুন্দর কর হে !

জ্যোত কর, উদ্ভত কর, নির্ভর কর হে,

বল কর নিয়লস নিয়লস কর হে !



বুজু কর হে সবার সঙ্গে, বুজু কর হে বন্ধ,  
সকাল কর সকল কণ্ঠে থাকে তোবার ছন্দ !  
চরণপরে সম চিত্ত নিঃশ্লিষ্ট কর হে,  
নন্দিত কর, মনিস্ত কর, মলিন্ত কর হে !

### রাগিণী দেশ মল্লার—তাল কাওরাণি ।

আমার এ করে, আগনার করে,  
খুঁজ-বীপধামি আলো হে ;  
সব ছুধ শোক, সার্বক হোক,  
লভিয়া তোমারি আলো হে !  
কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার,  
ঘিলানে ধন্য হ'রে ।  
তোমারি পুণ্য-আলোকে বসিয়া  
সবারে বাসিব তাশো হে !  
পরমেশ্বর অধীশ তোমার,  
জগল তার জ্যোতি ;  
সোনা ক'রে লবে পলকে, আমার  
সকল কলক কালো !

আদি বড় বীণ আলিঙ্গাতি, কাছে  
 শুধু আঁকা, শুধু কালী !  
 আমার খবর দূরারে পিররে  
 তেঁদেরি কিরণ ঢালো রে !

হাসির—তেঁদেরা ।

কত অলসারে জানাইলে কুন্দি,  
 কত করে দিলে ঠাই ।  
 ধুরকে করিলে নিকট, বধু,  
 পরকে করিলে ভাই !  
 পুরাণে আঁকাল ছেড়ে বাই হবে,  
 মনে ভেবে যদি কি জানি কি হবে,  
 নৃতনের মাঝে কুন্দি পুরাঙ্কন,  
 সে কথা ভুলিলা যাই !  
 জীবনে সরণে নিখিল ভুললে,  
 বধনি বেথানে লবে,  
 চির জনকের পরিচিৎ ওহে,  
 কুন্দিই চিনাবে নখে ।

তোমারে কানিলে নাহি কেহ পর,  
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ভয়,  
স্বাধারে দিলায়ে কুমি লাগিতেছ,  
যেথা যেন লগা পাই !

## অনুষ্ঠান ।

রাগিণী ঝাঝাজ—তাল একতাল ।

জগতের পুরোহিত কুমি, তোমার এ জগৎ মাঝারে ।  
একটার একেমে পাইতে, দুই চার এক হইবারে !  
কুলে কুলে করে কোলাকুলি, গলাগলি অঙ্গনে উষ্মার,  
যেন লেখে যেন ছুটে আসে, তাঝাট তারার পানে চার ।  
পূর্ণ হল তোমার নিবন, প্রকৃ হে ! তোমারি হল জর,  
তোমার কুশার এক হল, আমি এই বৃন্দল দ্বন্দ্বর ।  
যে হাতে দিবেছ কুমি বেঁধে, লগবরে ধরাত প্রপরে,  
সেই হাতে বাঁধিয়াছ কুমি, এই ছাটি জগরে কদরে !

### রাগিণী জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল ।

তুমি হে প্রেমের রাগি আলো করি উদাচর ।  
 বস্ত কর বিস্তরণ অক্ষয় ডোবার কর ।  
 চাঁকসের আঁখি পরে, তুমি থাক আলো করে,  
 তা'হলে আঁখারে আর বল হে কিসের ভর !  
 বেকো প্রভু চিরদিন, আঁখি পরে খেকো কেহে,  
 তোমারি আলোকে বসি, উচ্ছল আনন-শলী,  
 উভয়ে উভয়ে হেরে শলকিত কলধর ।

### রাগিণী সাহানা—ঝাঁপতাল ।

এই জ্বরের নদী, একত্র মিলিল যদি,  
 বল শেষ ! তার পানে আঁধারে ছুটয়া যার !  
 সম্মুখে রয়েছে তার, তুমি প্রেম-পায়সার,  
 চোখারি অক্ষয় কমে দুষ্টিতে বিলিতে চায় !  
 সেই এক আশা করি, দুইকনে মিলিয়াছে,  
 সেই এক লক্ষ্য ধরি, দুইজনে চলিয়াছে ;  
 সঙ্গে বাঁধা শক্ত বস্ত, পায়স পূর্ণিত কত,  
 গুই বলে এক ধরে, ক্যাঁঠিয়া কেঁপিয়ে তার !

অন্ধশব্দে কীকনের বহাবাঝা ফুটাইলে,  
 তোমারি মেহের কোলে, ঘেন গো আশ্রয় মিলে ।  
 ছুটি হৃদয়ের স্থখ,                      দুটি কবরের দুখ,  
 তুটি জনের আশা, বিশায় তোমার পায় ।

### মিষ্ট ছায়ানট—ঝাঁপতাল ।

ছুটি আশ এক ঠাঁর কুমি ত এনেছ ঢাকি,  
 শুভকার্যে আশিত্বেরে তোমার এসব আশি ।  
 এ অশ্রু চরাচরে,                      বেঁধেছ বে বেঁধেছোরে,  
 সে প্রেমে কাঁধিরা দৌছে বেঁহুছারে রাখে ঢাকি ।  
 তোমারি আসেন্দ লরে,                      সংসারে পশিবে দৌছে,  
 তোমারি আশিল্ বলে একাইবে যাত্রা মোছে ।  
 গাথিতে তোমার কাণ,                      হৃদয়ে চলিবে আঁজ,  
 কলরে হিলাবে ছুটি তোমারে স্তবয়ে কাঁথি ।

### বেহাগ ।

তরুহিলে এসেছে দৌছে চরণে তোমার,  
 লিখাও প্রেমের লিলা, কোথা যাবে আঁধ ।

যে প্রেম হৃদয়েতে কল্প, বলিল না হয় প্রভু,  
 যে প্রেম হৃদয়েতে ধরে ঈশ্বর আকার ।  
 যে প্রেম নদান ভাবে রয়ে চিরদিন,  
 নিমেষে নিমেষে বাহ্য হইবে সৰ্বান ;  
 যে প্রেমের তত্ত্ব হানি, প্রত্যাক্ত কিম্বদন্তি,  
 যে প্রেমের অশ্রুধারা শিশির ঈশ্বর ।  
 যে প্রেমের পথ দেখে অমৃত সন্ধান,  
 সে প্রেম দেখারে বাও পথিক দুজন ;  
 যদি তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, কোলে নিরো নরায়ণ,  
 যদি তত্ত্ব পথ জ্ঞানে, দেখায়ো আশয় !

### রাগিনী সাহানি—তাল যৎ ।

তববিনে তববিনে,                      পৃথিবী আনন্দ মনে,  
 দুটি হৃদয়ের দুলা উপহার দিল আনন্দ :  
 তই চরনের কাছে,                      দেখ গো পড়িয়া আছে,  
 তোমার হকিম-হস্তে কুলে লগ্ন রাজ-রাজ !  
 এক দূর ঘিরে দেব,                      পথে রাখ এক সাবে ;  
 টুটে না ছিড়ে না কেন, থাকে যেন গুই হাতে ।

জোয়ার শিশির ঘিরে,      মাঝ ভাসে বাতাইবে,  
কি জানি শুকায় নাহে সংসার যৌৱেন মাঝ !

### বাহার—কাণ্ডালি ।

সুখে থাক আর সুখী কর তবে,  
জোয়ারের গ্রেসে থক হোল্‌ তবে !  
মহলের পাথে ঘেঁকো মিয়ন্তর,  
দহনের পথে রাখিও নির্ভর,  
এব সত্তা তাঁরে এনতারা কর,  
সংশয়-নির্লিপে সংসার-অর্ণবে !  
চিরসুখায়র এয়েমের মিলস্,  
মধু করিরা রাধুন্‌ জীবন,  
চন্দ্রনার বলে সখল প্রেম,  
জীবনের কাল সাধিও নীরবে !  
কত সুখ আছে, কত অশ্রুজল,  
এমবলে শুঁবু থাকিও অটল,  
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল,  
বিলদে সম্পদে পোকে উৎসবে !

## মিছু ভৈরবী—একতাল।

চন্ডমে দেখাও মিলিছে, দেখাও

তুমি থাক, প্রভু, তুমি থাক !

ছন্ডনে বাহার চাশিছে, তাবের

তুমি রাখ, প্রভু, সাথে রাখ !

বেথা হুজুমের মিলিছে দৃষ্টি, সেথা হোক তব অধার কৃষ্টি,

দোহে হারা ডাকে দৌহাড়ে, তাবের

তুমি ডাক, প্রভু, তুমি ডাক !

ছন্ডনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে

আলাইছে যে আলোক,

তাহাতে যে দেখ, যে বিশ্বদেব,

তোমারি আরাতি হোক !

বহুর মিলনে মিলি ছুটি ছিন্না, প্রেমের কুন্তে উঠে বিকশিতা,

সকল অশুভ ছইতে তাহারে

তুমি ঢাক, প্রভু, তুমি ঢাক !



## ভূপালী—কাণ্ডালি ।

যে ভরলি খামি কালমে ছন্দে,  
 আলি হে শবীন সংসারী,  
 কাণ্ডারী কোরে গুাহারে গাহার,  
 যিনি এ ভবের কাণ্ডারী ?

কালপারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পাখ দিরাহবিহীন,  
 শুভ বাজার আলি তিনি দিন্  
 প্রসাদপবন সফারি !

মিরো মিরো চিরকীখনপাখের,  
 ভগ্নি মিরো গুহী কল্যাণে !

হুখে হুখে শোকে, আঁধারে আলোকে,  
 বেরো অনুভব-সন্ধ্যাসে !

বাঁধা নাহি থেকে আলসে আবেশে, খড়ে বজ্রের ঢলে বেরো হেসে,  
 তোমাদের প্রেম মিরো হেথ হেথ,  
 যিহের নাখে বিদ্যারি !

10

11

12